সরলা

(উপন্যাস)

শ্রীমতী ঊষাপ্রমোদিনী বসু

প্রণীত।

কলিকাতা,

সিটি বুক সোসাইটী,

৬৪নং কলেজ

সন ১৩৩০ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা

কলিকাতা,

৭৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, এলম্ প্রেসে

শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।



সরলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিবাহে বিষাদ।

হুগলির বরদাকান্ত দত্ত মহাশয়ের বাটীতে মহাধূম; আজ একমাত্র স্নেহের পুত্রী, আদরের ধন সরলাবালার বিবাহ।

বরদাবাবু অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তিনি কন্যার বিবাহে নিজ সম্ভ্রম ও অবস্থানুযায়ী আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। বহু আত্মীয় ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে; অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছে—তাঁহারা বৈঠকখানায় বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন এবং [illegible] বরদাবাবুর প্রশংসা ও ভাবী নব দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ ও দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছেন। বালক বালিকাগণ

প্রফুল্লমনে ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের আনন্দ কোলাহলে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইতেছে। অন্তঃপুরে স্থানে স্থানে মহিলাগণ বিবিধকার্য্যে নিযুক্ত; কার্য্যের সহিত গল্প ও হাস্য পরিহাস চলিতেছে। কোথাও বা দুই চারিজন নব্যা একত্রিত হইয়া কেবল হাস্য পরিহাসে সময় কাটাইতেছেন। দাস দাসীগণ নূতন রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রফুল্লমনে কার্য্যে ব্যস্ত। মধ্যে মধ্যে নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র হইতে বিবিধ প্রকারের বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। দত্ত বাটীতে আজ আনন্দের উৎস ছুটিয়াছে।

বরদাবাবু প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী এবং বাল্য-বিবাহের অতিশয় পক্ষপাতী। তিনি আপনার অষ্টম বর্ষীয়া একমাত্র কন্যা সরলাবালার সহিত ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক সুবোধচন্দ্রের পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। সুবোধচন্দ্র পিতৃ মাতৃহীন হইয়া কোনও আত্মীয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে। বরদাবাবু এই বালককে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সরলার মাতা অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"পিতৃ মাতৃহীন অনাথ বালকের সহিত আমার সরলার বিবাহ দিব না। সরলা কি এতই কুরূপা, অথবা তাহার বয়স কি এতই অধিক হইয়াছে যে, অন্য সুপাত্রের অনুসন্ধান করা চলিবে না? ঐ পাত্র ভিন্ন তাহার আর কোন সুপাত্র জুটিবে না?"

গৃহিণীর কথা শুনিয়া বরদাবাবু কহিলেন—"সুবোধ অতি সৎপাত্র; নামে সুবোধ, কাজেও সুবোধ। কেমন শিষ্টশান্ত, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আমাদের পুত্র সন্তান নাই, সুবোধ পুত্র স্থানীয় হইবে, সর্ব্বদা সর্ব্বদা তোমার নিকটে থাকিবে, চক্ষুর অন্তরাল হইবে না। অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ হইলে ত আর কন্যা জামাতাকে নিজের

নিকটে রাখিতে পারিবে না! রূপে, গুণে, বংশে সুবোধ অতি উত্তম পাত্র; তুমি এ বিবাহে অমত করিও না।"

বরদাবাবুর কথায় গৃহিণীর আর অমত রহিল না। তিনি সানন্দে কন্যার বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেল।

আজ সরলার বিবাহ। কয়েক দিন হইতে নাচ, গান, আমোদ প্রমোদ চলিতেছে। আজ সাজসজ্জার আরও ধূম পড়িয়া গিয়াছে। আজ যে যাহা চাহিতেছে কর্ত্তা গৃহিণী তাহাকে তাহাই দিতেছেন, আর বলিতেছেন "তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার সরলা-সুবোধ সুখী হয় ও দীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকে।" সকলেই হৃষ্টচিত্তে ভাবী নবদম্পতীর মঙ্গল কামনা করিতেছে।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই অন্তঃপুরে নবীনাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক'নে সাজাইতে বসিলেন, কেহ কেহ বা নিজ নিজ বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন। প্রৌঢ়ারা মাঙ্গলিক আচারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ কেহ বা এ দিক ও দিক পরিদর্শন করিয়া গৃহিণীপনা প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আগমন করিতে লাগিলেন এবং সকলে বহির্ব্বাটীস্থ প্রাঙ্গনে সভা জম্‌কাইয়া বসিলেন। সভাস্থল সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছে; স্থানে স্থানে বেলোয়ারী ঝাড় জ্বলিতেছে; লতা পুষ্প পত্রে সজ্জিত করিয়া স্থানটীকে কুঞ্জবনে পরিণত করা হইয়াছে।

সুবোধচন্দ্র দরিদ্র সন্তান; সুতরাং বরদা বাবু নিজ ব্যয়েই ভাবী জামাতার বিবাহার্থ আগমনোপলক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে বাদ্য ও ...শের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই ...বধ বাদ্যধ্বনিতে হুগলি সহর কাঁপাইয়া, আলোকমালায় চতুর্দ্দিক

আলোকিত করিয়া, চারি ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বালক বর সুবোধচন্দ্র দেখা দিলেন। মেয়ে মহলে চারিদিক হইতে উঁকি ঝুঁকি দিয়া বর দেখিবার ঘটা পড়িয়া গেল। কেহ বলিল—"বেশ বর, যেমন আমাদের সরলা, তেমনি বর হ'য়েছে।" কেহ বলিল—"দেখ, যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তিক; সরলার মা, তোমার বেশ জামাই হ'য়েছে। আহা! বেঁচে থাক, এই প্রার্থনা!" সরলার মাতার আনন্দের সীমা নাই। বালক সুবোধচন্দ্রের সরল, সুন্দর মুখ দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ে বাৎসল্য স্নেহের আবির্ভাব হইয়াছে।

রাত্রির প্রথম প্রহরেই বিবাহের লগ্ন। বিবাহের প্রারম্ভিক ক্রিয়ার জন্য বরকে অন্তঃপুরে ছাঁদলাতলায় আনা হইল। রক্তবস্ত্রাবৃতা সরলাও তথায় নীত হইল। বালিকার ঘুম আসিয়াছিল, চতুর্দ্দিকে লোক সমাগম দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল! সকলে আদর করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। স্ত্রী-আচার আরম্ভ হইল। পশ্চাৎ হইতে কেহ বরের কান মলিয়া দিতে লাগিল, কেহ নাক ধরিয়া টানিল। সরলার মাতা সকলকেই নিষেধ করিতে লাগিলেন। বহির্ব্বাটী হইতে বরদাবাবু বলিয়া পাঠাইলেন "বরের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়, ছেলে মানুষ—কাতর হইবে। রাত্রি অধিক হইতেছে, বিবাহের সময় উত্তীর্ণ হয়, শীঘ্র শীঘ্র স্ত্রী-আচার কার্য্য শেষ করিয়া লও।" কর্ত্তার ভৎসনার ভয়ে কেহই আর বরের গায়ে হাত দিতে সাহস করিল না। স্ত্রী-আচার শেষ হইলে বর-ক'নেকে বিবাহ স্থানে আনা হইল। বরদাবাবু সম্প্রদান করিতে বসিলেন—পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বরকে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিলেন, দুঃখের বিষয় বর তাহার অ[illegible] উচ্চারণ করিতে পারিল না! এইরূপে বিবাহকার্য্য সমাধা

বর-ক'নেকে লইয়া নব্যারা বাসরঘরে আসিলেন; বালিকারদলও তাঁহাদের অনুসরণ করিল এবং দুই চারি জন প্রৌঢ়াকেও তথায় দেখা যাইতে লাগিল।

বাসর ঘরের শোভা অতীব মনোহর। চারিদিকের দেওয়ালে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্র, তাহাদের চতুর্দ্দিকে ফুলের মালা ও লতাপত্র সাজাইয়া দেওয়াতে চিত্রগুলিকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। বিবিধ আকারের দেওয়ালগিরি ও ঝাড়ে বাতি জ্বলিতেছে। কক্ষতলে সতরঞ্চের উপর জরির কারুকার্য্য খচিত চাদর পাতা; বরক'নে আসিয়া তথায় বসিয়াছে, নবীনাগণ বরক'নের চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপ করার পর বর বলিল—"আমার বড় অসুখ করিতেছে, আমি শুইব।"

সরলার মাতা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি কহিলেন—"তা শোওনা বাবা, অনেক রাত হ'য়েছে, একটু ঘুমাও, সব ভাল হ'য়ে যাবে।"

সমবেতা নবীনাগণকেও সরলার মাতা কহিলেন, "ছেলে মানুষ, অসুখবোধ ক'চ্চে, একটু ঘুমুক। তোমরা আজকার মত একটু স'রে যাও, গোলমাল হ'লে ঘুম হ'বেনা। কিছু মনে ক'রনা, রাত জেগে অসুখ হ'লে কর্ত্তা শুনে রাগ ক'রবেন।"

"তা বটেইতো, ছেলেমানুষ, রাত জাগায়ে দরকার নাই" এই কথা বলিয়া সকলে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সুবোধের ভেদ হইতে লাগিল। বরদাবাবু সংবাদ পাইয়া অন্তঃপুরে আসিলেন এবং চিকিৎসক আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অনতিবিলম্বে চিকিৎসক আসিলেন; তিনি রোগীর অবস্থা ভাল বলিলেন না, ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন।

বিবাহ বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে স্থান আনন্দ কোলাহলে, মাঙ্গলিক ধ্বনিতে ও বাদ্যনিক্বণে পরিপূরিত ছিল, সেই স্থানে এখন বিষাদের করুণধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আনন্দ কোলাহল কোথায় চলিয়া গেল!

সুবোধচন্দ্রের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। হায়! কোথা নব-বিবাহিত দম্পতী লইয়া সকলে আনন্দ করিবে, না বিষণ্ণ হৃদয়ে, শঙ্কিত মনে রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছে!

এত চেষ্টা—এত শুশ্রূষা সমুদায়ই বৃথা হইল। ঔষধে কোনও উপকার দর্শাইল না—বিবাহ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বালক সুবোধচন্দ্র মানবলীলা সম্বরণ করিল। একটী সংসার শোক-সমুদ্রে ভাসিল। বালিকা সরলার আট বৎসর বয়সে, একই রাত্রে বিবাহ ও বৈধব্য দুই-ই ঘটিল।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনাথিনী।

সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। মানুষের দিন সুখের হউক, আর দুঃখের হউক, চলিয়া যায়। বরদা বাবুর সেই ভীষণ শোকের দিনও চলিয়া গেল, কিন্তু স্মৃতিটুকু সকলের হৃদয়কন্দরে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল। প্রথম শোকের উচ্ছ্বাস ক্রমে কমিয়া আসিল, কিন্তু যেটী চিরদিনের সেইটী রহিয়া গেল।

এক দিন দুই দিন করিয়া মাস উত্তীর্ণ হইল। একমাস দুইমাস করিয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল। বরদাবাবুর শরীর দিন দিন ভগ্ন হইতে লাগিল। বড় সুখের আশালতা ছিন্ন হওয়ায় তাঁহার হৃদয় এতদূর ভগ্ন হইয়াছিল যে, অবশেষে তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল। সরলার মাতা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া অহোরাত্র তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং সতত ঈশ্বরপদে স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। অর্থকে অর্থজ্ঞান না করিয়া স্বামীর চিকিৎসার জন্য তিনি অজস্র ব্যয় করিতে লাগিলেন। স্থানীয় প্রধান প্রধান ডাক্তার-

গণ চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন ; মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে ডাক্তার লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। কখন পীড়ার বৃদ্ধি, কখন কিঞ্চিৎ উপশম, কোনদিন ভাল, কোন দিন মন্দ, এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। এই এক বৎসরে বরদাবাবু সম্পূর্ণরূপে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন, আর উঠিবার শক্তি নাই ; এখন তাঁহাকে দেখিলে আর চেনা যায় না। পীড়ার ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও রোগ অসাধ্য বুঝিয়া ডাক্তারগণ জবাব দিয়া-গেলেন ; কিন্তু সরলার মাতা এখনও তাঁহার স্বামীর জীবন-আশা পরিত্যাগ করেন নাই—তিনি ডাক্তারগণকে ধৈর্য্য সহকারে চিকিৎসা করিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ডাক্তারগণ অগত্যা যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং ঔষধ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সরলার মাতার গহনাগুলি প্রায় সমস্তই বিক্রয় করা হইল এবং তাহার পর ঋণ করিয়া চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু যাহার পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে, মানবের সাধ্য কি যে তাহার জীবন দান করিতে পারে! এত চেষ্টা সমস্তই বৃথা হইল! প্রায় দেড় বৎসরকাল রোগে ভুগিয়া বরদাবাবু ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন।

সরলা ও তাহার মাতার অবস্থা কি শোচনীয়! হায়! আজ তাঁহারা অনাথিনী ; রাজগৃহিণী আজ কাঙ্গালিনী! কাহার আশ্রয় লইবেন এমন লোক নাই ; কে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, কাহার মুখপানে চাহিবেন? জগদীশ্বর! তোমার এ কি লীলা! তুমি কাহাকে ভাঙ্গিতেছ, কাহাকেও গড়িতেছ। মহিমাময়! তোমার মহিমা মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। ভগবন্! তোমার অসীম শক্তির পরিচয় সর্ব্বত্র প্রকাশিত। তুমিই রক্ষাকর্ত্তা ; তোমা ভিন্ন এই অনাথ পরিবার আর কাহাকে ডাকিবে, আর কাহারই বা আশ্রয় লইবে! মানব উপলক্ষ মাত্র—তুমিই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

বরদা বাবুর একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম হরপ্রসাদ মিত্র। তিনি হুগলির মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনবান ব্যক্তি। বরদা বাবুর মৃত্যুর পরেই তিনি তাঁহার স্ত্রী ও একজন প্রাচীনা পরিচারিকাকে বরদা বাবুর বাটীতে প্রেরণ করিলেন; তাঁহারা বরদা বাবুর বাটীতে সরলা ও তাহার মাতার তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ঋণ পরিশোধের কথাপ্রসঙ্গে একদিন সরলার মাতা হরপ্রসাদ বাবুর স্ত্রীকে বলিলেন—"বাটী বিক্রয় করা ভিন্ন ঋণ পরিশোধের অন্য উপায় নাই, সুতরাং বাটী ও সমুদায় আসবাব পত্র বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত ঋণ পরিশোধের পর যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার কিয়দংশ দিয়া সরলার নামে একটী বাটী ক্রয় করা হউক। হরপ্রসাদ বাবুর তত্বাবধানে তিনি সরলার সহিত সেই বাটীতে বাস করিবেন।"

হরপ্রসাদ বাবুও বুঝিলেন যে বাটী বিক্রয় করা ভিন্ন ঋণ পরিশোধের অন্য উপায় নাই; সুতরাং বাটী বিক্রয়ের পক্ষে মত দিয়া তিনি এই প্রস্তাব করিলেন যে, "অন্য বাটী ক্রয় করিবার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার বাটীর অন্দর মহলের পার্শ্বে তাঁহার যে ক্ষুদ্র বাটী আছে, সরলার মাতা পুত্রীর সহিত সেই বাটীতে বাস করুন; তাহা হইলে সরলার মাতার তাঁহার সহিত ঠিক এক বাটীতে বাস করাও হইবে না, অথচ একত্র বাস করার সমস্ত সুবিধা পাইবেন। আর তাঁহারা চিরজীবন যাহাতে সে বাটীতে বাস করিতে পারেন, তিনি (হরপ্রসাদ বাবু) সেরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। সরলার মাতা হরপ্রসাদ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বরদা বাবুর মৃত্যুর দেড়মাস পরে সরলা ও তাহার মাতা হরপ্রসাদ বাবুর বাটীতে আসিলেন। হরপ্রসাদ বাবুর বাটীর

পশ্চাৎ ভাগস্থ সেই ক্ষুদ্র বাটী সরলা ও তাহার মাতার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। হরপ্রসাদ বাবু সরলার মাতার পুরাতন পরিচারিকাকেই তাঁহাদের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু সরলার মাতা নূতন বাটীতে আগমন করিয়া পরিচারিকা দর্শনে ক্ষুব্ধ হইলেন। হরপ্রসাদ বাবু তাঁহাদের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তিনি সে জন্য লজ্জিত। কাহারও দান গ্রহণ করিতে তিনি দুঃখিত ও সঙ্কুচিত হন, অধিক পীড়াপীড়ি করিলে বিরক্তও হন। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে দান গ্রহণ না করিলে উপায় নাই। সরলাকে লইয়া কোথায় দাঁড়াইবেন, সেই জন্য এই বাটীতে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পরিচারিকা দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি পরিচারিকাকে কহিলেন—"দেখ বাছা, আমার এখন আর এমন সঙ্গতি নাই যে, তোমাকে মাহিয়ানা দিয়া রাখিব। অতএব তোমাকে যে বাবু নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে গিয়া বল যে, আমাদের দাসীর প্রয়োজন নাই।"

পরিচারিকা মিত্র বাড়ীতে গিয়া ঐ কথা বলিলে মিত্র-গৃহিণী সরলার মাতার নিকট আসিয়া কহিলেন—"হাঁ বোন্, তুমি দাসীকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছ কেন? তুমি কি কোনকালে কষ্ট করিয়াছ, যে, এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে? সরলা ছেলেমানুষ, সে কখন দাসীর কোল হইতে নামিত না—এখন কি সে কাজ করিতে পারিবে? ভাই, তুমি আমাদের পর ভাবিলে! তুমি উহাকে রাখ নাই শুনিলে তিনি বড়ই দুঃখিত হইবেন। উহার মাহিয়ানা বা ভরণ পোষণের জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি উহাকে রাখ।"

সরলার মাতা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন— "দিদি, তোমাদের সদ্ব্যবহার এ জীবনে ভুলিব না। সাধারণ মানবের

কখন এরূপ মহত্ত্ব দেখা যায় না। তাহারা কখন ব্যথীর ব্যথা বুঝে না—অনাথার প্রতি দৃকপাত্ করে না। তোমরা দেবতা—সেই জন্যই এই দেবত্ব তোমাদের দেহে বিদ্যমান রহিয়াছে। মানবের চিরদিন কখন সমান যায় না; ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখিবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের নিজ নিজ কর্ম্মফলেই এ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহাতে আমাদের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। কাজ করিতাম না বলিয়া কি এখন কাজ করিতে পারিব না! সে গত সুখের আলোচনায় এখন আর ফল কি! এখন মনে করিব, ভগবানের ইচ্ছায় এতদিন এক অবস্থায় ছিলাম, এখন আবার তাঁহারই ইচ্ছায় অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু এ অবস্থাকে দুঃখজনক মনে করা কখনই উচিত নয়। ভগিনী! দুঃখ মনে করিলেই দুঃখ, সুখ মনে করিলেই সুখ।"

মিত্র-গৃহিনী সরলার মাতার কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার ধৈর্য্যশীলতার প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলেন।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিত্র পরিবার।

হরপ্রসাদ বাবুর চারি পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিজয়কুমার, বয়স কুড়ি বৎসর, বি,এ, পড়িতেছে। মধ্যমপুত্র বসন্তকুমার, বয়স আঠার বৎসর, ডাক্তারী পড়ে। তৃতীয় পুত্র শরৎকুমার এণ্ট্রান্স স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে—তাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসর। কনিষ্ঠ পুত্র শিশিরকুমার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে; শিশিরকুমার শরৎ-কুমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট। হরপ্রসাদ বাবুর প্রথম তিন পুত্রের বিবাহ হইয়াছে; শিশিরকুমার এখনও অবিবাহিত। কন্যা প্রমীলার বয়স দশ বৎসর, সম্প্রতি কলিকাতায় বিবাহ হইয়াছে। চারিপুত্রের পর একমাত্র কন্যা প্রমীলা—বড় আদরের, তাহাকে সকলেই ভাল-বাসে। প্রমীলা বালিকা হইলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও চতুরা। সে এতদিন একাকিনী ছিল, এখন সঙ্গিনী পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইল। তাহার মধ্যমা ও তৃতীয়া ভ্রাতৃবধূদ্বয় বালিকা বলিয়া এখনও পিত্রালয়ে বাস করিতেছে এবং জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ তাহাপেক্ষা কয়েক

বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াই হউক, বা অন্য কোনও কারণেই হউক, তাহার সহিত মন খুলিয়া মিশিতে চাহে না।

বিবাহের পর প্রমীলা এ পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ে পুনর্গমন করে নাই। সে অবিবাহিতার ন্যায় এখানে ওখানে বেড়াইতে যায় এবং খেলা করিয়া বেড়ায়। প্রমীলা মাষ্টারের নিকট পড়ে। হরপ্রসাদ বাবু সরলাকেও মাষ্টারের নিকট পড়িতে বলিলেন। তাহাতে সরলার মাতা বলিয়া পাঠাইলেন—"সরলার আর পড়িবার আবশ্যক নাই, যাহা শিখিয়াছে তাহাই যথেষ্ট।" হরপ্রসাদ বাবু বুঝাইয়া বলিলেন—"সরলার লেখা পড়া শিখিবার ইচ্ছা আছে, তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। স্ত্রীলোক উত্তমরূপ শিক্ষিতা হইলে তাহার উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। বিশেষতঃ সরলা এখন বালিকা, এখন হইতে যদি সৎশিক্ষা পায়, তাহা হইলে পরিণামে উহার মঙ্গল হইতে পারে। আমার প্রমীলা অপেক্ষা সরলা বয়সে ছোট, প্রমীলা যখন পড়িতেছে, তখন সরলার পড়িতে দোষ কি?" হরপ্রসাদ বাবুর আগ্রহ দেখিয়া সরলার মাতা আর কোনও আপত্তি করিলেন না। সরলা মাষ্টারের নিকট পড়িতে লাগিল।

শিশির ও প্রমীলা সরলাকে নিজ সহোদরার ন্যায় স্নেহ করে; সরলাও তাহাদের নিতান্ত অনুগতা। প্রত্যহ প্রাতঃকালে শিশির ও প্রমীলা সরলাকে ডাকিয়া আনে, তিনজনে পড়া শুনা করে, একত্রে খেলা করে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকে না—এক জনের সুখ দুঃখ অপর দুইজনে সমভাবে ভোগ করে। বড়ই সুখে সরলার দিন কাটিতে লাগিল। বালিকা পিতৃবিয়োগজনিত শোক দুঃখ হরপ্রসাদ বাবু এবং তাঁহার গৃহিণীর যত্নে ও স্নেহে ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতে লাগিল। সরলার সরলতায় ও নম্রতায়

সকলেই মুগ্ধ। সকলেই তাহাকে ভালবাসে। শিশির ও প্রমীলার সহিত তাহার অকৃত্রিম ভালবাসা দর্শনে সকলেই সুখী।

দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল। এক দিন সরলার মাতা একটী ক্ষুদ্র বাক্স হস্তে লইয়া মিত্র-গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উহা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন—"দিদি, এই গহনা-গুলি বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে। সমস্তই গিয়াছে, কেবলমাত্র আমার অবশিষ্ট দু' একখানি ও সরলার এই গহনাগুলি যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম, আজ তাহা তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম; এই গুলি বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে।" এই বলিয়া বাক্স খুলিলেন। অলঙ্কার দেখিয়া মিত্র-গৃহিণী কহিলেন—"কেন বোন, এই সকল অলঙ্কার এখন বিক্রয় করিয়া কি হইবে?" সরলার মাতা কহিলেন—"দিদি, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন আছে; টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে, গহনা সহজে হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, টাকা ব্যাঙ্কে জমা থাকাই ভাল।" এই বলিয়া সরলার মাতা গহনাগুলি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। হরপ্রসাদ বাবু সরলার মাতাকে বিশেষরূপ জানিতেন। তিনি মনে করিলেন সরলার মাতা নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ গহনা বিক্রয় করিতেছেন, এবং তিনি যখন গহনা বিক্রয়ের অভিলাষ করিয়াছেন, তখন উহা বিক্রয় না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। সুতরাং হরপ্রসাদ বাবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া ছয় হাজার টাকা সরলার মাতাকে প্রদান করিলেন। সরলার মাতা সমস্ত টাকা হরপ্রসাদ বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, "তাঁহারা যে বাটীতে বাস করিতেছেন, সেই বাটীর মূল্যস্বরূপ এই টাকা হইতে দুই হাজার টাকা হরপ্রসাদ বাবু গ্রহণ করুন এবং বাকী টাকা সরলার নামে ব্যাঙ্কে জমা থাকুক। আর তাঁহাদের বাটী

বিক্রয়ের টাকা যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও এই টাকার সঙ্গে ব্যাঙ্কে জমা থাকুক।” বাটীর মূল্য পাইয়া হরপ্রসাদ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন “সে কি কথা, বাটীর মূল্য দিতে হইবে না। আমি সে বাটী সরলাকে দান করিয়াছি।” সরলার মাতা তাহা কিছুতেই শুনিলেন না; বলিলেন,—“আমি ও বাটী তবে লইব না; সরলাকে লইয়া গাছতলায় থাকিব সেও ভাল, তথাপি ও বাটীতে থাকিব না।” হরপ্রসাদবাবু বুঝিলেন, যে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রগণ সরলা ও তাহার মাতাকে যদি ঐ বাটীতে বাস করিতে না দেয়, এই মনে করিয়াই সরলার মাতা এক্ষণে বাটী ক্রয় করিতে চাহিতেছেন। অগত্যা তিনি টাকা গ্রহণ করিলেন এবং সরলার নামে বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিলেন। সকলেই জানিলেন যে সরলার মাতা বাটী ক্রয় করিলেন। হরপ্রসাদ বাবু সরলার মাতার নিকট হইতে টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে সরলার নামে জমা রাখিলেন; এবং সরলার মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন বাটী বিক্রয় করিলাম। এই সংবাদ হরপ্রসাদ বাবু ও তাঁহার গৃহিণী ব্যতীত আর কেহই জানিল না।

হরপ্রসাদ বাবুই বরদাকান্ত বাবুর প্রকৃত বন্ধু! এরূপ অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সংসারে বিরল। এইরূপ মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা যদি সকল মানব হৃদয়ে বিরাজ করিত তাহা হইলে সংসার স্বর্গ হইত।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—০—

মাতা-পুত্রী।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; হরপ্রসাদ বাবুর স্বর্গলাভ হইয়াছে; সংসারের ভার এখন বিজয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছে। বিজয় বি, এ, পাস করিয়া কলেজে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিল, হরপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুর পর হইতে বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল এবং সংসারের ভার গ্রহণ করিল। বসন্তকুমার ডাক্তার হইয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিল। শরৎ ও শিশির কলিকাতায় পড়া শুনা করিতে লাগিল। শ্বশুরের পীড়ার সময় বধূগণ আসিয়াছে, তদবধি আর পিত্রালয়ে যায় নাই। হরপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুর দুইমাস পরে প্রমীলা শ্বশুরালয়ে গিয়াছে। সরলা এখন সঙ্গিনী হারা, তাহার এখন আর সে প্রফুল্লতা নাই।

সরলার মাতার আর্থিক অবস্থার অবনতি হইলেও তাঁহার দানশীলতার হ্রাস হয় নাই। তিনি সূচিকার্য্যে সুনিপুণা এবং চিত্রাঙ্কণ

করিতেও জানিতেন। এই উভয় বিদ্যাই এখন তাঁহার উপজীবিকা স্বরূপ হইয়াছে। হরপ্রসাদ বাবুর আশ্রয়ে আসার পর হইতে তিনি সূচিকার্য্যের আয় হইতে নিজের এবং কন্যার ভরণ পোষণ চালাইতেন; হরপ্রসাদ বাবু তাহাতে দুঃখিত হইতেন এবং সময়ে সময়ে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলে, বিনয়পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া পাঠাইতেন। তিনি সমস্ত দিন যে সকল শিল্প কার্য্য করিতেন, কন্যা সরলা নিকটে থাকিয়া তাহা শিক্ষা করিত। রাত্রে সান্ধ্যকৃত্য সমাপনান্তে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং সরলাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেন ও নানাবিষয়ে বহুবিধ উপদেশ দিতেন।

হরপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে সরলার মাতা অতিথি-শালা স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া হরপ্রসাদ বাবুকে কহিলেন—"বহুদিন হইতে আমার অতিথিশালা স্থাপনের অভিলাষ আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। আমার বাটীর পার্শ্বে যে জায়গাটুকু আছে সেই জায়গায় একটী সামান্য রূপ অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে হইবে। এই কয় বৎসরে সরলার নামীয় টাকায় যে সুদ জমিয়াছে তাহা দ্বারাই যেরূপ সম্ভব সেইরূপ একটী অতিথিশালা নির্ম্মিত হউক। এখন আমার যেমন অবস্থা সেই অবস্থানুসারে অতিথি সৎকার করিতে চেষ্টা করিব।" হরপ্রসাদ বাবু সরলার মাতার অভিপ্রায়মত অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সরলা ও তাঁহার মাতা উভয়ে পরিশ্রম করিয়া সূচিকার্য্য ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য করেন এবং সেইগুলি বিক্রয় করিয়া যাহা উপার্জ্জন হয় তাহার কিয়দংশ দ্বারা সংসার খরচ চালাইয়া অবশিষ্ট অর্থ অতিথি সৎকারে ব্যয় করেন। ব্যাঙ্ক হইতে যে সুদ পান তাহাও অতিথিশালার জন্য ব্যয় হয়।

বৈশাখ মাস, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। খিড়কীর পুষ্করিণীতে সরলা একাকিনী গাত্র ধৌত করিতেছিল। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—"সরলা, এখনও মা, তোর কাপড় কাচা হয় নাই? সন্ধ্যা হইয়াছে, একলা ঘাটে রহিয়াছিস?" সরলার চমক ভাঙ্গিল, কহিল—"যাই মা, হইয়াছে।" এই বলিয়া সরলা তাড়াতাড়ি কাপড় কাচিয়া তীরে উঠিল। সরলার মাতা অগ্রে চলিলেন, সরলা তাঁহার পশ্চাতে চলিল। সরলা এখন আর বালিকা নহে, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে; তাহার স্বভাব সিদ্ধ নম্রতা ও লজ্জাশীলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন কোন কোন সময় তাহাকে ঈষৎ বিষণ্ণ দেখা যায়, আবার অনেক সময় তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন সে কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

সরলার মাতার বয়স পঞ্চত্রিংশ বর্ষের অধিক হইবে না, কিন্তু তাঁহাকে পঞ্চাশৎ বর্ষীয়া বৃদ্ধার ন্যায় দেখায়। মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছে, বদনমণ্ডল গম্ভীর, নয়নকোণে কালিমা পড়িয়াছে। যৌবনে তিনি যে রূপবতী রমণী ছিলেন, এখন তাহার অল্প চিহ্নই বিদ্যমান।

পথে যাইতে যাইতে মাতা কহিলেন—"আমি যদি না আসিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আরও খানিকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিতে।"

সরলা কহিল—"আজ বড় গরম পড়িয়াছে, বড় গা জ্বলিতেছিল, তাই জল হইতে উঠিতে ইচ্ছা হইতেছিল না।"

মাতা আর কথা কহিলেন না; উভয়ে নীরবে বাটী আসিলেন।

সরলা আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করতঃ শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া কক্ষতলে বসিল। মাতা কন্যার কেশরাশি আঁচড়াইয়া দিতে বসিলেন।

সরলার মাথায় হাত দিয়া জননী কহিলেন—"ওমা, চুল দিয়া যে জল পড়িতেছে, এখন স্নান করিয়াছ না কি ?" সরলা নীরব রহিল। মাতা পুনরায় কহিলেন—"এমন করিয়া সন্ধ্যার সময় স্নান করিলে কয়দিন বাঁচিবি !" এবারেও সরলা নিরুত্তর। মাতার নয়নদ্বয় অশ্রু পরিপূর্ণ হইল, কন্যা দেখিতে পাইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিলে সরলা পাছে দুঃখিত হয় সেজন্য তিনি সরলার সম্মুখে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল ভাব দেখাইয়া থাকেন; যেন তাঁহার কোন চিন্তা নাই, শোক দুঃখ নাই, এরূপ ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহারি একমাত্র ধ্রুবতারা, নয়নমণি সরলা; সেই সরলার বিষণ্ণতা তিনি কি করিয়া দর্শন করিবেন। ভগবান তাহার চিরদিনের সুখশান্তি হরণ করিয়াছেন; সেই চিরদুঃখিনী সরলা যাহাতে সুখী হয় মাতা কোন্ প্রাণে তাহা না করিবেন।

সরলার ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাশি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া পড়িয়াছে; সেই আলুলায়িত কুন্তলের মধ্যে অপূর্ব্ব সরলতা মাখা, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, শান্ত, বিষণ্ণ মুখখানি মাতার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিতে লাগিল। মাতা ভাবিতেছেন—"হায় অভাগি, কেন আমার গর্ভে জন্মিয়াছিলি ! আমার গর্ভ দোষে তোকে এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। শুনিয়াছি পিতামাতার পাপে সন্তানগণ কষ্ট পায়। তিনি দেবতুল্য মানুষ ছিলেন, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে নাই। আমি হতভাগী, আমার পাপেই সোণার সংসার ছারখার হইল। মা, তোর বিষণ্ণ মুখ যে আমি আর দেখিতে পারি না ! হা ভগবান, তোমার মনে এই ছিল !" মাতার নয়নদ্বয় অশ্রুবর্ষণ করিল, তাড়াতাড়ি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। আবার তিনি মনে মনে কহিলেন—"হরি হে, ধৈর্য্য দাও; যাহা হইবার তাহাত হইয়াছে, আর

ফিরিবে না। হে জগদীশ, চিরদিন তোমার পদে যেন সরলার মতি থাকে; অজ্ঞান বালিকা যদি ভ্রমে পতিত হয় তাহাকে রক্ষা করিও। হরিহে, তুমিই একমাত্র ভরসা। ভগবান, অসময়ে যাহাকে আমাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা করিয়া দিয়াছিলে তাহা-কেও হরণ করিলে! অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন, ভগবান, ধর্ম্মে যেন চিরদিন মতি থাকে; সত্য পথ হইতে যেন কখন পদস্খলন না হয়। চিরদিন কাহারও সমান যায় না, সকলেই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে; সংসার অনিত্য ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। মধুসূদন, সরলা যেন তোমার কৃপা কণায় বঞ্চিত না হয়।" মাতার অশ্রু বাধা মানিল না—নয়নপ্রান্ত হইতে দর বিগলিত ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল; বস্ত্রপ্রান্তে অশ্রুমুছিয়া সযত্নে কন্যার কেশগুলি আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

সরলা ভাবিতেছে—"আমি কেন মা'র পুত্র হইলাম না। হে ভগবান, কেন আমায় পুত্র করিয়া দিলে না! আমি যদি কন্যা না হইতাম তাহা হইলেত মায়ের এত কষ্ট হইত না; আমার জন্যইত মা'র যত দুঃখ। আমি পাপীয়সী কেন জন্মিলাম! জন্মি-লামত মরিলাম না কেন! তখন যদি মরিতাম তাহা হইলে কোন যন্ত্রণাই থাকিত না। আমার জন্য স্নেহময় পিতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—রাজরাণী স্নেহময়ী জননী অনাথিনী হইলেন—পরিশেষে পরের মুখাপেক্ষী হইতে হইল! না জানি অদৃষ্টে আরও কত কি আছে! জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় প্রমীলা অপেক্ষা আমায় অধিক স্নেহ করিতেন—মাতাকে জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, আমাদের অদৃষ্টগুণে তিনিও কালের কবলে কবলিত হই-লেন! মা আমার নিশিদিন বিষণ্ণ হইয়া থাকেন, আমিই কি সেই

বিষণ্ণতার কারণ নই? মা আমার জ্ঞানবতী, তিনি দারিদ্র্যের জন্য কাতর নন, আমারজন্যই তাঁহার এত মনঃকষ্ট; মা'র এ মনঃকষ্ট কি আমি দূর করিতে সক্ষম হইব না? ভগবান, আমায় সেশক্তি দাও যেন মায়ের প্রফুল্ল মুখ দেখিতে পাই। কাহারও অবস্থা চিরদিন সমান যায় না। আমি নিজের অবস্থায় কিছুমাত্র কাতর নই, তাহাত সর্ব্বান্তর্যামী তুমি সকলই জান; নিজের সুখ দুঃখের জন্য ক্ষণতরেও ভাবিনা, মাতার উপদেশ যেন সর্ব্বতো-ভাবে পালন করিতে পারি, ইহাই তোমার চরণে প্রার্থনা। তোমার অসীম করুণা মানবের উপর অবিরত বর্ষণ করিতেছ, যেন তোমার সেই অপরিসীম দয়া উপলব্ধি করিতে পারি। যেন তোমার শ্রীচরণ হইতে মন কখন বিচ্যুত না হয়।"

সরলা আরও কত কি ভাবিতে লাগিল। তাহার স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি সম্মুখের বাতায়নে পতিত চন্দ্ররশ্মির প্রতি নিপতিত রহিয়াছে। কক্ষে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে। মাতাপুত্রী উভয়ে নীরব—নিস্তব্ধ; উভয়েই চিন্তামগ্না। এমন সময় কক্ষ দ্বারে কে ডাকিল "কাকিমা"। সরলার মাতার চমক ভাঙ্গিল। মাতাপুত্রী উভয়েই দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন একটী যুবক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সরলার মাতা কহিলেন—"এস বাবা, এস; বাহিরে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, ঘরে এসে বস। সরলা, শিশিরকে একখানি আসন পেতে দাও।" সরলা আসন পাতিয়া দিল, শিশির কুমার গৃহমধ্যে আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। সরলার মাতা কহিলেন—"বাবা, আমি ভাবিতেছিলাম যে শিশির বাটী আসিয়াছে তবে আমার নিকট আসিল না কেন? সর-লাকে বলিলাম যে তোমার প্রমীলা দিদি কেমন আছে জিজ্ঞাসা

করিয়া এস, তা এমন লাজুক মেয়ে যে কিছুতেই গেল না। ছেলে বেলায় এক সঙ্গে খেলা করিয়াছিস্, এখন তাহাকে এত লজ্জা কেন?” শিশির একটু হাসিয়া কহিলেন—“সরলার একথা আমি প্রমীলাকে বলিয়া দিব; সরলা প্রমীলার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই তাহাও বলিয়া দিব।” সরলার মাতাও একটু হাসিলেন, বলিলেন—“প্রমীলা আঁসিলে সরলা স্বস্তি পায়, উহারা দুটী যেন এক প্রাণ; প্রমীলাকে ছাড়িয়া উহার বড় কষ্টে দিন যাইতেছে।”

শিশির কহিলেন—“সে জন্যই বোধ হয় অত কাহিল হইয়া গিয়াছে। কোন অসুখ হয় নাই ত?”

সরলারমাতা। না, কোন অসুখ হয় নাই বটে, তবে দিন দিন বড় রোগা হইয়া যাইতেছে কেন, জানিনা।

সরলার প্রতি নেত্রপাত করিয়া স্নেহ পূর্ণস্বরে শিশির কহিলেন—“সরলা, তোমার কি কোন অসুখ আছে? লুকাইও না, বল, তাহার চিকিৎসা করা যাইবে। রোগ বৃদ্ধি পাইলে পরে কাকি-মাকে কষ্ট পাইতে হইবে, জানিও। যদি কোন অসুখ হইয়া থাকে স্পষ্ট করিয়া বল। দিন দিন মলিন হইতেছ কেন, সরলা?”

সরলা অতি ধীরে ধীরে উত্তর করিল—“না, কোনও অসুখ নাই—বেশ ভাল আছি। প্রমীলা কেমন আছে? কবে আসিবে? তাহাকে আনিলে না কেন?”

শিশির একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—“প্রমীলা শীঘ্রই আসিবে। সে সেখানে গিয়া তোমার জন্য বড় কাঁদিয়াছে, তাহার শাশুড়ী দুইমাসের জন্য পাঠাইয়া দিবেন, সেজন্য চিন্তা নাই।”

সরলার বদন প্রফুল্ল হইল। তাহার বিষন্নমুখে হাসি দেখিয়া মাতা একটু হাসিয়া কহিলেন—“পাগ্‌লী, তোর জন্য কি সে শ্বশুরঘর করিবে না।

শিশির কহিলেন—"কাকিমা, সেও তাই চায়। সরলাকে পাইলে সে সব ভুলিয়া যায়. সে সরলাকে বড় ভালবাসে। শুধু সে কেন, সরলাকে সকলেই ভালবাসে। সরলার নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও সরলতা প্রকৃতই সকল লোকের মন আকর্ষণ করে। এমন লোক নাই যে সরলার প্রশংসা করে না। তবে সরলা আজ কাল একটু দুষ্ট হইয়াছে, প্রমীলা আসিলে আমি সে দুষ্টামী দূর করিব।" এই বলিয়া শিশির হাসিলেন।

সরলার মাতা হাসিয়া কহিলেন—"সত্য, সরলা বড় লাজুক হইয়াছে, কাহারও সম্মুখে যাইতে চাহেনা; তুমি তাই এখনও এখানে বসিয়া আছে, অন্য লোক হইলে ও এতক্ষণ কোথায় পলাইয়া যাইত!"

শিশির। তবে কাকিমা, আমি বিদায় হই, রাত হইয়াছে।

সরলারমাতা। এখন কিছু দিন থাকিবে, না শীঘ্রই যাইবে?

শিশির। গ্রীষ্মের ছুটী হইয়াছে, এখন একমাস বাটী থাকিব।

সরলারমাতা। আবার কাল আসিও।

শিশির "আসিব" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিংসা—একটী চিত্র।

দিবা দ্বিপ্রহর। মিত্র বাটীর দ্বিতলের একটী সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া দুইটী যুবতী কথোপকথন করিতেছে। হর্ম্ম্যতলে গালিচা পাতা; তদুপরি রমণীদ্বয় বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছে। একজনের বয়স অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, মধ্যমাকৃতি, গঠন লালিত্য-পূর্ণ, মুখে গর্ব্বচিহ্ন প্রকটিত। অপরা প্রথমা অপেক্ষা বয়সে কিছু ন্যূনা হইবে; বর্ণ গৌর, স্থূলাঙ্গী, দৃষ্টি চঞ্চল ও প্রখর। প্রথমা সুন্দরী বিজয়ের সহধর্ম্মিনী, সুরবালা; দ্বিতীয়া বসন্তের স্ত্রী, চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা সুরবালাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"দেখ দিদি, ঐ ছুঁড়ীটাকে দেখ্‌লে আমার গা জ্বলে যায়!"

চন্দ্রকলার বাক্যে সুরবালা কপট ভীতি ভাব দেখাইয়া কহিল—"চুপ কর বোন, চুপকর; এখনি যদি কেহ একথা শুনতে পায়, তা হ'লে আমাদের কাঁধে মাথা থাক্‌বে না।"

চন্দ্রকলা তাচ্ছিল্য ভাবে উত্তর করিল—"ভয়ে ম'রে গেলাম

আর কি! তুমি যেমন ভয়ে বাঁচ না, আমি তা পা'রব না, তাতে আমি ভালই হই আর মন্দই হই।"

সুরবালা। তা ভাই, কাজে কাজেই ভয় ক'রতে হয়। শেষে কি অপমানিত হ'ব। আপনার মান আপনার ঠাঁই। আমাদের যেমন অদৃষ্ট ভাই, দশ জনে যদি দশ কথা বলে যায় তাহাও নীরবে সহ্য ক'রতে হবে।

চন্দ্রকলা। কি দায় পড়েছে সহ্য ক'রবার জন্য? বাপের বাড়ী চ'লে যাব। আমার সঙ্গে যিনি বিবাদ ক'রবেন তাঁ'র ভিটামাটী উৎসন্ন ক'রব, ভিটায় ঘুঘু চরাব তবে আমার নাম চন্দ্রকলা!

চন্দ্রকলার বাক্যে সুরবালা সন্তুষ্ট হইয়া কহিল—"ভাই, আমি ত ঐ মিচকেমুখী ছুঁড়ীটাকে দেখ্‌তে পারি না, কিন্তু কি ক'রব ভাই, পরের ঘরে সব জ্বালাই সহ্য কর্‌তে হয়। মরণ আর কি! আবার মাষ্টারের কাছে লেখা পড়া শেখা হ'য়েছে! গলায় দড়ি যোটেনি? বিধবার আবার লেখা পড়া! ছিছি! ঘেন্নায় মরি!

চন্দ্রকলা। আবার শিশির বাবু বলেন—"সরলাকে যে না ভালবাসে তার মনুষ্যত্ব নাই, সে হৃদয়হীন"। প্রিমী বলে—"সরলা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি!" সরলা সরলা করেই সকলে পাগল। মরণ নেই সরলা পোড়ার মুখীর! আমার ইচ্ছা কয়ে শীলের নোড়া দিয়ে ওর মুখ রগড়ে দিই!

সুরবালা। না ভাই, আজ দেখ্‌ছি তুমি একটা কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বেনা। আমাদের এই সব কথা শুনে যদি কেহ গিন্নীর কানে তোলে তা হ'লে লাঞ্ছনার একশেষ হবে।

চন্দ্রকলা। হ'লেই হোল আর কি! যেমন বাড়ীর গিন্নী,

তেমনি তাঁ'র সন্তানগণ রত্নসদৃশ! গুণের বালাই নিয়ে মরি! দেখ দিদি, আমার ভাই বোধ হয় বুড়ী মাগী এদের সব গুণ করেছে, নইলে এত হবে কেন? আপনার লোকে কেহ এত আদর, যত্ন ও শ্রদ্ধা করেনা। ঐ মাগীটাই যত নষ্টের মূল! আবার আমাদের সঙ্গে কথা কন না, মেয়েকে আস্‌তে দেন না! ডাইনী-মাগী কোথাকার!

সুরবালা। ওলো, কবে নাকি সরলার বাপ এদের কি উপকার ক'রেছিল, সেই কৃতজ্ঞতা ইহারা ভুল্‌তে পারে নাই! তাই এত মান্য, তা জানিস্?

চন্দ্রকলা। জানি, সবজানি, সরলার বিধুমুখেরগুণ! কৃতজ্ঞতা কি আর বুঝতে বাকী নাই! আর সেজ বউ পোড়ার মুখী আমাদের নিকট একবারও আসে না; সেও সরলা ব'লতে অজ্ঞান, বুঝিবা সরলাকে পেলে একেবারে গ'লে যান্! ঢলানিরা সব!

সুরবালা। আবার এক ঢলানি আস্‌ছেন, জান ত?

চন্দ্রকলা। আবার কে?

সুরবালা। প্রিয়ম্বদা। কাল পরশুর মধ্যে আস্‌বে যে, শুননি নাকি?

চন্দ্রকলা। তা শুনি নাই; আর শুন্‌বার তত আবশ্যক নাই। ওদের এইবার ষোলকলা পূর্ণ হবে।

সুরবালা। আমার ভাই ইচ্ছা যে ওদের ও বাড়ী হ'তে বিদায় করে দিই, কিম্বা এবাড়ী আসা বন্ধ ক'রে দিই।

চন্দ্রকলা। এবাড়ী আসা আমিই বন্ধ ক'রব তবে আমার নাম চন্দ্রকলা। আর যে বাড়ীতে উঁহারা আছে উহাতে আমাদের কর্ত্তৃত্ব ক'রবার অধিকার নাই, কারণ উহারা ওবাড়ী কিনেছে।

সুরবালা। যাই হ’ক, ওদের এ বাড়ী আসা বন্ধ করার ভার তোমার উপর রহিল, আমি এবিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিলাম।

চন্দ্রকলা। যদি সাহায্য আবশ্যক হয় ব’লব, নচেৎ তোমার কিছুই ক’রতে হবে না। আমি ওদের পীরিত এমন চটাব যে ওদের আর মুখ দেখাদেখি থা’কবে না। তবে একটু বিলম্ব হবে, কারণ গিন্নী র’য়েছেন, চারিদিকে দৃষ্টি রেখে কায ক’রতে হবে। যাহাতে আমাদের প্রতি সন্দেহ না পড়ে তাহা ক’রতে হবে। তুমি চন্দ্রকলার বুদ্ধির দৌড়টা একবার দেখ।

এই বলিয়া চন্দ্রকলা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিল। সুরবালা সন্তুষ্ট হইল এবং তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া মহা আনন্দিত হইল।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রেম—আর একটী চিত্র।

পাঠক পাঠিকাগণ, যে সময় কুটিল হৃদয়া রমণীদ্বয় নিজ নিজ হৃদয়ের ঘৃণিত ভাব প্রকাশ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে হরপ্রসাদ বাবুর ভবনের অন্য এক অংশের আর একটী চিত্র দর্শন করুন।

শরতের শয়ন কক্ষে শৈবলিনী এবং সরলা বসিয়া আছে। সরলা নীরবে বসিয়া কি ভাবিতেছে দেখিয়া শৈবলিনী স্নেহভরে, সরলার চিবুক ধরিয়া কহিল,—"সরলা, কি ভা'বছ?" সরলার চমক ভাঙ্গিল, কহিল, "কৈ কিছুই না।" এই বলিয়া আবার নীরব হইল।

শৈবলিনী আবার সাদরে দুই হস্তে সরলার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—"কিছুই না" বলিয়া যে নীরব হইলে? শীলা, তোমার পূর্ব্বকার মত দেখিনা কেন? সেরূপ প্রফুল্লভাব তোমার বদনে দেখিতে পাই না কেন? শীলু, তোমার স্বভাবে এত অভাব ঘটিল কেন, বলিবে না? প্রমীলার বিচ্ছেদই কি ইহার কারণ?"

সরলার আদরের নাম শীলা।

সরলা মৃদু হাসিয়া অতি ধীরে ধীরে কহিল—"কৈ, আমিত কিছুই বুঝিতে পারি না, তবে তোমরা যদি কিছু অভাব দেখিতে পাও ত বলিতে পারি না। তুমিও ত এতক্ষণ কোন কথা বল নাই, তুমি কি ভাবিতেছিলে?"

শৈবলিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—"আমি ভাবিতেছিলাম মানুষ কিসে সুখী হয়। তোমার মতে এ জগতে প্রকৃত সুখী কে, সরলা?"

সরলা উত্তর করিল—"যিনি প্রকৃত প্রেমিক, যিনি বিশ্ব প্রেমিক, তিনিই প্রকৃত সুখী।"

শৈবলিনী কহিল—"কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক তুমি কাহাকে বল? সংসারের চক্ষে যাহাদিগকে সুখী দেখা যায় তাহারা সকলে কি প্রকৃত সুখী নয়?"

সরলা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই। ধন, মান, ও অতুল সম্পদের অধিকারীকেও সুখী বলা যায় না। ভোগবিলাসই তাঁহাদের মধ্যে অনেকের সুখ; প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানেন না। যিনি রিপুর অবশীভূত, ভোগ লালসা বর্জ্জিত, স্বার্থত্যাগী, পরহিত সাধনই যাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সর্ব্বভূতে যাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনিই বিশ্ব প্রেমিক, তিনিই সুখী। আনন্দ ভিন্ন নিরানন্দ কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিইত মর জগতে নর দেবতা।

শৈবলিনী। কিন্তু এ সংসারে ওরূপ জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা বিরল। হিংসা, অহঙ্কার ও স্বার্থপরতায় এ সংসার পরিপূর্ণ। পরউপকার দূরের কথা, পরের সর্ব্বনাশ করাই, পরের শুভ দেখিয়া ঈর্ষা করাই যেন সাধারণ মানবের স্বভাব। তবে যাঁহারা সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত সাধু থাকিতে পারেন।

সরলা। ভগবান্ যাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, সংসারে থাকিয়াও তিনি অনন্ত সুখ ভোগ করিতেছেন। যিনি প্রেমময় জগদীশ্বরের প্রেমের অধীন, সংসারের ঘোর কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও যিনি দিনান্তে একবারও তাঁহাকে স্মরণ করেন, তাঁহাকেই ভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। সংসারত্যাগী মহাপুরুষ যে জিতেন্দ্রিয় হইবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু সংসার ত্যাগ করিলেই যে ভগবৎ প্রেম জন্মে বা ভগবানের কৃপাপাত্র হওয়া যায় এমন কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই। যিনি সংসারে থাকিয়া ভগবৎ প্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি কামনা মধ্যে থাকিয়াও নিষ্কাম—সংসারী হইয়াও সংসারের নির্লিপ্ত ভাবে জীবন যাপন করেন। আর ভগবানকে ডাকিবার সময় অসময় নাই, দেশ কাল পাত্র ভেদ নাই। যিনি সেই প্রেমময় ভগবানকে নিশি দিন ডাকেন এবং তাঁহার চিন্তাতে যিনি সুখ বিবেচনা করেন, তিনিই ভাগ্যবান। ভগবান প্রেমময় প্রেমেই ভগবান বিরাজিত। যে জন প্রেমিক, তাঁহার কি আর নশ্বর জগতের সুখের কামনা থাকে? ক্ষমা, দয়া, সরলতা, পরোপকারিতা, নিরহঙ্কারিতা তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যিনি জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কাম প্রেমিক, সর্ব্বভূতে যাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনিই ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন। আমার যাহা ধারণা তাহাই তোমায় কহিলাম; আমার এই ধারণা যদি ভ্রমপূর্ণ হয় তাহা হউক, আমি আমার এ ভ্রম ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করি না, কারণ আমার এই বিশ্বাসেই সুখ, আমি এই চিন্তাতেই সুখী এবং এই বিশ্বাসেই আমি চিরদিন থাকিতে বাসনা করি।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। পরে শৈবলিনী কহিল, "ঘাটে চল, বেলা গেল।" সরলা উঠিল এবং উভয়ে কাপড় কাচিতে প্রস্থান করিল।

সরলার বাল্য কাল হইতে সৎ শিক্ষার অভাব হয় নাই এবং সেই সৎশিক্ষার ফলে সরলার এই পঞ্চদশ বর্ষে হিন্দু ধর্ম্মে ও নীতি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। শৈবলিনীর নিকট বলিয়াই সরলার মুখে এতগুলি কথা বাহির হইল, অন্য লোকের সম্মুখে হইলে সে একটীও বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিত না।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপদেশ।

এক মাস দুই মাস করিয়া হরপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুর পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সরলার মাতার সংসার সেইরূপই চলিতেছে। আপনাদের অবস্থায় মাতা ও কন্যা কেহই অসন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা আগ্রহ ও প্রীতির সহিত দীন দরিদ্রকে সাধ্যমত অন্ন প্রদান, নিঃসহায় পীড়িতের শুশ্রুষা ও অতিথি সৎকার করিতেছেন। তাঁহাদের সৎকার্য্যে অনেকেই সন্তুষ্ট, কেবল নীচমনা, খল প্রকৃতির লোকেরাই বিষম হিংসানলে দগ্ধ হয়।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। সরলার মাতা এতক্ষণে সায়ংকৃত্য সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন। শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সরলা তথায় নাই। তিনি একখানি বাঙ্গালা গীতা হস্তে লইয়া পাঠ করিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে সরলা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া মাতাকে

গীতা পাঠে নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বসিল এবং নীরবে গীতা পাঠ শুনিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পাঠ করিয়া সরলার মাতা পুস্তক বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন এবং কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"সরলা, তোমার জেঠাই মায়ের নিকট গিয়াছিলে?"

সরলা গীতা পাঠ শুনিতে শুনিতে এক মনে চিন্তা করিতেছিল, মাতার আহ্বানে চমক ভাঙ্গিল। কহিল—"কি বলিলে মা? অন্যমনস্ক ছিলাম, শুনিতে পাই নাই।"

সরলার মাতা কহিলেন—"আজ প্রমীলার মা তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তুমি গিয়াছিলে কি না তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সরলা। হাঁ, গিয়াছিলাম। এই মাত্র সেখান হইতে আসিতেছি।

মাতা। তিনি কোনও প্রয়োজনীয় কথা বলিলেন কি?

সরলা। হাঁ। অন্যান্য কথার পর বলিলেন, তুমি আমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা বধূদ্বয়ের সহিত যেরূপ মিলিয়া মিশিয়া থাক তাহা ভাল বটে, কিন্তু একটু সাবধান থাকিও, উহাদের সকল কথার তুমি সহসা উত্তর করিও না, উত্তর করিবার পূর্ব্বে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া উত্তর করিও। অবশ্য উহাদের প্রত্যেক কথার উত্তর দিতে আমি নিষেধ করিতেছি এরূপ মনে করিও না, তবে উহারা কখন্ কোন্ কথা কি উদ্দেশ্যে বলে তাহা হয়ত তুমি সকল সময় বুঝিতে পার না, এজন্য তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি।

মাতা। ওরূপ কথা কেন বলিলেন বুঝিয়াছ কি?

সরলা। বুঝিয়াছি। তাঁহারা এখন মধ্যে মধ্যে আমার কথার দোষ ধরিয়া থাকেন, কোন্ দিন কোন্ কথায় কি গোলযোগ উপস্থিত হইবে এই জন্যই আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

মাতা। তুমি তাঁহার আজ্ঞা পালনে সম্মত আছ ?

সরলা। জেঠাইমা এবং তুমি যাহা আদেশ করিবে তাহাতে আমার অসম্মতির কি কারণ আছে, মা ? সে আদেশ ভাল কি মন্দ তাহাও আমার বিবেচনা করিবার আবশ্যক নাই। তোমরা যখন যে আদেশ করিবে তাহা পালন করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাতে আর আমার সম্মতি অসম্মতি কি, মা ?

কন্যার বচনে মাতা সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—"মা, ইহা জানিও যে স্থানবিশেষে অসৎ সংসর্গে সৎও অসৎ হয়, আবার অসৎ প্রকৃতির লোক অনেক সময় বিনা কারণে সরল প্রকৃতির লোকের কথায়, কার্য্যে বা ব্যবহারে অন্যায়রূপে দোষারোপ করিয়া থাকে। তোমার জেঠাইমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা বধূদ্বয় যে ক্রূর-প্রকৃতির লোক তাহা তাঁহার অবিদিত নাই, তজ্জন্যই তোমাকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন।

সরলা। জেঠাইমার কথায় এখন আমার মনে হইতেছে যে তাঁহার জেষ্ঠা ও মধ্যমা বধূদ্বয় আমার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন, কিন্তু এ কথা আমি পূর্ব্বে ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। তাঁহারা কেন যে আমার প্রতি অপ্রসন্ন তাহা ত আমি জানি না, জানিতে পারিলে আমার পক্ষে ভাল হইত।

মাতা। উহাদের অসন্তুষ্টির কারণ উহাদের প্রতি তোমার ব্যবহার, কিম্বা উহাদের প্রকৃতি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলে অল্প দিনেই বুঝিতে পারিবে।

সরলা। আমি যদি উহাদের নিকট কখনও কোনও অপরাধ না করি, আমি যদি সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে মান্য ও ভক্তি করি, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই অধিকদিন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতে পারিবেন

না। আমি যদি ন্যায় ও ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ না করি, তাহা হইলে কেহ কখনও আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।

মাতা। ভগবানের নিকট নিশি দিন এই প্রার্থনা করি যেন চির দিন তোমার ধর্ম্মপথে মতি থাকে এবং এইরূপ সরল প্রকৃতি ও উন্নতমন থাকে। মা সরলা, এ জগৎ ভীষণ পরীক্ষার স্থল। মানবগণ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল এই স্থানে ভোগ করিতে আইসে। আনন্দময় পিতা তাহাদের যে উপদেশ প্রদান করিয়া এই স্থানে প্রেরণ করেন, তাহারা এই মায়াময় সংসারে আসিয়া সমস্তই বিস্মৃত হয় এবং আপনাপন স্বার্থের জন্য অনিত্য সুখের আশায় বহুবিধ পাপানুষ্ঠান করে এবং বারবার জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করে। মা, এ সংসারে কেহ কাহারও নয়, সকলি অনিত্য ও নশ্বর জানিও। মা, সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় অবিরত ঘুরিতেছে এবং মোহান্ধ মানবগণকে লইয়া ক্ষুদ্র বর্ত্তুলের মত খেলা করিতেছে। ভ্রমান্ধ মানব পার্থিব সুখের সময় হাসে; তখন অহঙ্কার তাহাদের ভূষণ, তাহারা সে সময়ে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে যায়, নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়া গর্ব্বে অন্ধ হয়; তখন তাহারা মনে করে চিরদিন বুঝি এইরূপে যাইবে; কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আবার তাহারা যখন দুঃখে পতিত হয় তখন কাঁদে, নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়—অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করে। মা, এইরূপ দুর্ব্বলচিত্ত লোকই এ সংসারে অধিক। জ্ঞানী লোকেরা সাধারণ মানবের ন্যায় কখনও দুঃখে কাতর বা সুখে হৃষ্ট হন না; তাঁহারা সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন। ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাঁহারা তাহাতেই

সন্তুষ্ট থাকেন; অনিত্য বস্তুতে তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয় না—তাঁহারা নিত্য বস্তুর অন্বেষণ করেন। মা সরলা, কখনও মনে করিও না যে এ সংসার দুঃখের। মনেই সুখ, মনেই দুঃখ; তুমি যদি আপনাকে অসুখী মনে কর, তবেই অসুখী হইবে, সুখী মনে করিলেই সুখী হইবে। সুখ দুঃখ মানবের মনে, তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করে। যে নাম গ্রহণ করিলে শোক দুঃখ থাকে না, জরা, মৃত্যুভয় থাকে না—যে নাম গ্রহণ করিলে হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠে, মনের মলিনতা দূর হয়, অশান্তিময় হৃদয় শান্তিপূর্ণ হয়, সেই মধুমাখা নাম না লইয়া লোকে কেবল ষড়রিপুর অসহ্য তাড়না সহ্য করে। যদি শান্তি চাও, তবে শান্তিময়ের চরণে আত্ম সমর্পণ করিবে। ন্যায় পথ কদাপি পরিত্যাগ করিবে না, ভ্রমেও কখনও সত্যের অপলাপ করিও না।

মাতা নীরব হইলেন। সরলা অতি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল—"মা, এ জগৎ যে অনিত্য তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু এ সংসার যে কেবল দুঃখের আকর, সুখের স্থান নহে, তাহা মনে করি না। সুখ দুঃখ যে মানবের মনে তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু মা, তুমি যে বলিলে অসতের সংসর্গে সৎও অসৎ হয়, তবে সতের কি এমন ক্ষমতা নাই যে অসৎকে সৎপথে আনয়ন করে।"

মাতা উত্তর করিলেন—"আছে, বিলক্ষণ আছে। কিন্তু অসতের সংখ্যা যদি অধিক হয় তাহা হইলে একটি মাত্র সৎ সহজে তাহাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; উপরন্তু অসতের সহিত একত্র অবস্থান হেতু তাহার প্রকৃতিতেও অসতের প্রভাব বিস্তারিত হওয়া অসম্ভব নহে। সে কথা এখন থাক্। দেখিও, তোমার জেঠাইমার উপদেশ যেন বিস্মৃত হইও না।"

সরলা। বড় বধূ দিদিদিগকে স্নেহ বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই

বলিয়াই তাঁহারা গর্ব্বের অন্তরালস্থ হিংসা বহ্নিতে দিবানিশি দগ্ধ হইতেছেন। মা, এমন সময় কি আসিবে না, যে সময় বউদিদিরা শান্তি পাইবেন, তাঁহাদের হৃদয়ের কলুষভাব দূর হইবে?

মাতা। সরলা, তোমার বাক্যে যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। মা, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। ভগবান অবশ্যই সেদিন দিবেন। উপদেশ প্রদান করিয়া মন্দকে যিনি ভাল করেন তিনিই মহৎ। মা, সাবধান, আত্মরক্ষা সর্ব্বকার্য্যে করিও। তুমি এখন বালিকা, ভাল মন্দ বিবেচনা শক্তি এখন তোমার ভালরূপ হয় নাই; দেখিও যেন আত্ম-প্রতারিত হইও না। কখনও নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইও না; পূর্ব্বে কি ছিলাম, এখন কি হইয়াছি, এ চিন্তা যেন কদাচ তোমার মনে স্থান না পায়। আমরা যেরূপ ছিলাম সেইরূপই আছি, কেবল মানবের চক্ষে ধনহীন হইয়াছি, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। গত বিষয়ের জন্য অনুশোচনা করিয়া মনকে কষ্ট দিও না। ভগবান্ যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্য, ইহাই ভাবিবে; কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিবে। জগদীশ্বরের চরণে কামনা করি দিন দিন তোমার ধর্ম্মলিপ্সা বৃদ্ধি হউক।

দূরে গির্জ্জার ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। মাতা কহিলেন—"সরলা, রাত্রি অধিক হইয়াছে, শয়ন কর; অধিক রাত্রি জাগিলে অসুখ হইবে।"





অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঙ্গিনীদ্বয়।

"বলি সরলা, তুই নাকি বড় দুষ্ট হয়েছিস্? এই এক বৎসর নিকটে ছিলাম না বলিয়া এর মধ্যে আমার শিক্ষা ভুলিয়াছিস্? আচ্ছা, আমি এসেছি, এইবার তোমায় ঠিক করিব।"

কয়েক দিবস হইল প্রমীলা শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। হাসিতে হাসিতে প্রমীলা সুন্দরী উপরি উক্ত কথাগুলি সরলাকে বলিল।

সরলা হাসিয়া কহিল—"হাঁ ভাই, আমি বড় বেয়াদব হইয়াছি। তুমি কিছুদিন থাকিয়া আমাকে আবার ঠিক করিয়া লও।"

শৈবলিনী। আমি বাঁচিলাম। দেখ ভাই ঠাকুরঝি, সরলা আর আগেকার মত নাই। সর্ব্বদাই কি ভাবে; সেরূপ হাসেনা, খেলেনা, আনন্দ করিয়া বেড়ায় না, যেন কত গিন্নি!

প্রমীলা। আমি আসিয়া চার জনের নালিস শুনিলাম।

সরলা। কার কার?

প্রমীলা। প্রথম বড় বউদিদির, দ্বিতীয় মেজ বউদিদির, তৃতীয়

সেজ বউদিদির, আর চতুর্থ ছোট দাদার। সেজ বউদিদির আর ছোট দাদার নালিস একরূপ; আর বড় বউদিদির ও মেজ বউদিদির নালিস অন্যরূপ।

শৈবলিনী। তাঁহাদের নালিস কিরূপ?

প্রমীলা। তাঁহারা প্রথমে কিছুই বলেন নাই, সরলার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সরলা কোথায়", তখন তাঁহারা বলিলেন সরলার বিষয় আমরা কি জানি ভাই? সে আমাদের সহিত মেশে না, ভাল করিয়া কথা কহে না। আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়া হাসিলাম।

শৈবলিনী। তুমি বিশ্বাস করিয়াছ?

প্রমীলা। অন্য কাহারও নাম করিলে বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু সরলার নাম যখন করিলেন তখন কিরূপে বিশ্বাস করি? উপরন্তু এ বিষয়ে আমি সরলার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।

শৈবলিনী। কেন?

প্রমীলা। মা বলিলেন—"আমি সরলাকে বড় ও মেজ বউমাদের সহিত মিশিতে নিষেধ করিয়াছি।" তাহা শুনিয়া আমি অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলাম—"মা, বড় অন্যায় কাজ করিয়াছ, ইহাতে সরলার শত্রু বৃদ্ধি হইবে; তুমি ভাল কাজ কর নাই।" তাহা শুনিয়া মা কহিলেন—"সরলা কি সেরূপ নির্ব্বোধ মেয়ে? সে আমার আদেশ শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিল, শেষে আমরা সরলার মন বুঝিলাম এবং তাহার সৎবুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিতে অনুমতি দিলাম।"

শৈবলিনী। আমরা উভয়ে তাঁহাদের ঘরে যাইলে তাঁহারা নানারূপ বিদ্রূপ করেন। আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে সরলা নিষেধ করে। আমরা একদিন যদি না যাই তাহা হইলে নানাপ্রকার

কথা তোলেন; আবার যাইলেও তাচ্ছিল্য ও বিক্রূপ করেন; আমাদের কথা লইয়া আমাদের সম্মুখে হাস্য পরিহাস করেন। আমরা তাঁহাদের চরণে কি অপরাধে অপরাধিনী তাহা বলিতে পারি না।

প্রমীলা। আমি সরলাকে বিশেষরূপ চিনি, উহার মন কত দূর উন্নত তাহা সকলের বুঝিবার শক্তি নাই।

প্রমীলার কথায় বাধা দিয়া সরলা একটু বিরক্তভাবে, অথচ ধীরে ধীরে কহিল—"ছি! ভাই প্রমীলা, ও সব কি কথা! ও সব কথা ছাড়িয়া দাও, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল!"

প্রমীলা হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা ছাড়িয়া দিলাম। এখন আমায় কয়েকটী কথার উত্তর দাও দেখি।"

সরলা। কি, বল, উত্তর দিতেছি।

প্রমীলা। তোমার এভাব কতদিন হইয়াছে?

সরলা। চিরকাল কি একভাব থাকিবে, ভাই?

প্রমীলা। অপরের নিকট না থাকুক, আমাদের নিকট অবশ্যই থাকিবে। বল্ আমার কথা শুন্‌বি, সর্ব্বদা বিষণ্ণ হ'য়ে থাক্‌বিনা—আমি যা ব'লব শুন্‌বি।

সরলা। তোমার কোন্ কথাটা না শুনি? ন্যায় সঙ্গত কথা কেন না শুনিব?

প্রমীলা। মরণ আর কি! আমি ওঁকে ন্যায় বলিব না তো অন্যায় বলিব! মর্‌বে কবে?

সরলা। টান পড়লেই।

প্রমীলা উভয় বাহুদ্বারা সরলার গলদেশ বেষ্টন করিয়া সাদরে তাহার গণ্ডে একটী চুম্বন করিয়া কহিল—"বালাই! শত্রুর টান পড়ুক। ভাই, আমি এক বৎসর যে কিরূপে কাটিয়েছি তাহা আর কি ব'লব।"

সরলা। আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। তোমার মনে আমার মনে যদি প্রভেদ থাকিত তাহা হইলে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইত বটে।

শৈবলিনী। কেন ভাই, তুমি ত আর একটী পাইয়াছিলে।

প্রমীলা। তাহা হইলে কি হয়? সরলা নইলে কি প্রমীলার হৃদয় শান্ত হয়! তিনি বলেন—"তুমি আমা অপেক্ষা সরলাকে অধিক ভালবাস, সে জন্য আমার ঈর্ষা হয়, আমার মনে হয় সরলা আমার সতীন।"

প্রমীলার বাক্যে শৈবলিনী ও সরলা উভয়ে হাসিয়া উঠিল। তাহাদের হাস্য বেগ প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই শিশিরকুমার সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে হাস্যপরায়ণা দেখিয়া কহিলেন—"বেশ হাসির ঘটা পড়িয়াছে দেখিতেছি।"

প্রমীলা কহিল—"ছোটদাদা, আমি মোটে দুইদিন আসিয়াছি ইহার মধ্যে সরলাকে কেমন হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছি। ও বলিয়াছে আর দুষ্টামি করিবেনা, যদি করে তবে আমি শাস্তি দিব।"

শিশিরকুমার হাসিয়া কহিলেন—"তুই যাওয়ার পর সরলার এমন প্রফুল্লতা দেখি নাই; আর আমিত দেখিতে পাইব না, কারণ সরলা আমার সহিত আড়ি করিয়াছে। কেমন সরলা, কর নাই?"

সরলা বড় বিপদে পড়িল, কি উত্তর প্রদান করিবে ভাবিয়া পাইল না। কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া পরে লজ্জা বিকম্পিতস্বরে ধীরে ধীরে কহিল—"কই, না।"

প্রমীলা হাসিয়া সরলার পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র মুষ্টাঘাত করিয়া কহিল—"না, তবে কথা কচ্ছিস না কেন?"

সরলা মৃদুস্বরে কহিল—"এই যে কইছি?"

শিশির কুমার দেখিলেন সরলা এখন তাঁহাকে দেখিলে বড় লজ্জা পায়,

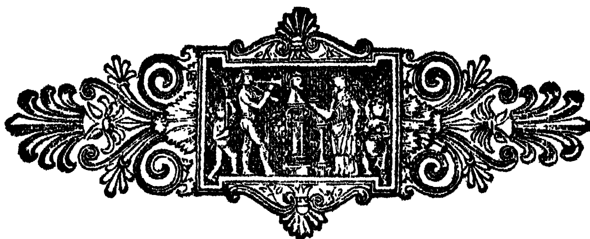
সুতরাং তাহাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিৎ নয় মনে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমীলা কহিল—"ছোট দাদার সহিত আমরা একত্রে কত খেলা করিয়াছি, এখন তাঁহার সহিত কথা কহিতে লজ্জায় মরিয়া যাস্!"

সরলা। দিন দিন্ ছোট হইতেছি না বড় হইতেছি? বাল্যকালের স্বভাব কি চিরদিন থাকে? তখনকার খেলা কি আর এখন ভাল দেখায়?

সহসা পশ্চাৎ দিকে উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল শরৎকুমার দাঁড়াইয়া হাঁসিতেছেন। তাহা দেখিয়া শৈবলিনী আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া পলাইয়া গেল। সরলা ও প্রমীলা হাসিতে হাসিতে তৎপশ্চাৎ গমন করিল।





নবম পরিচ্ছেদ।

পুষ্করিণীর ঘাটে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। দারুণ গ্রীষ্ম! দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে, তথাপি এখনও রবির প্রবল উত্তাপ হ্রাস হয় নাই। মানবগণ গ্রীষ্মাতিশয্যে আই ঢাই করিতেছে—পাখা টানিয়া টানিয়া হাত ব্যথা হইতেছে—পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইতেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে শীতল জল পান করিয়া দারুণ পিপাসা নিবৃত্তি করিতেছে। জীব জন্তু যে যথায় ছায়া পাইয়াছে তথায় আশ্রয় লইয়াছে। আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাতক ডাকিতেছে—"ফটিক জল, ফটিক জল।"

অদ্য একাদশী। সরলার মাতা ও সরলা সমস্ত দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া রহিয়াছেন। সমস্তদিন মাতাপুত্রী দেবার্চ্চনা করিয়া, অতিথি ভোজন করাইয়া সময় অতিবাহিত করিলেন। এই দারুণ গ্রীষ্ম ও প্রাণনাশক পিপাসা তাঁহাদের কাতর করিতে পারে নাই।

সরলা ও তাহার মাতা দিবসের কর্ম্ম সমাধান করিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পুষ্করিণীর ঘাটে গাত্র ধৌত করিতে আসিলেন। সরলার মাতা

শীঘ্রই চলিয়া গেলেন ; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"সরলা, অধিকক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিও না, শীঘ্রই কাপড় কাচিয়া বাড়ী আইস। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, একাকী থাকিও না। আমি গিয়া প্রমীলাকে হউক কিম্বা অপর কাহাকেও হউক পাঠাইয়া দিতেছি। সন্ধ্যা আহ্নিকের সময় হইয়াছে, আমি চলিলাম।"

মাতা প্রস্থান করিলেন, সরলা জলে অবগাহন করিয়া রহিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল। চন্দ্র গগণ হৃদয়ে শোভিত হইলেন ; তাঁহার কিরণ পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে পতিত হইয়া চিকমিক করিতে লাগিল। অন্যমনস্কতা বশতঃ সরলার মাতার আজ্ঞা মনে নাই। সে তখন জলে গা ডুবাইয়া একমনে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে প্রতিফলিত চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে জল মধ্যে মুখ পর্য্যন্ত ডুবাইতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে মাথাটি পর্য্যন্ত ডুবিল, তৎক্ষণাৎ আবার মস্তক উত্তোলন করিয়া সভয়ে পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, পাছে কেহ দেখিতে পায়। এমন সময় পশ্চাতে কে ডাকিল—"সরলা"।

সরলা কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল, পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া লইয়া লজ্জাভরে তাড়াতাড়ি আর্দ্রবস্ত্রে গাত্র আবৃত করিল। এ আবার কি জ্বালা! বস্ত্র গাত্রে জড়াইয়া গেল। আগন্তুক কহিল—"তুমি বহুক্ষণ ঘাটে আসিয়াছ, এখনও বাড়ী যাও নাই, সেজন্য কাকিমা আমায় বলিলেন "সরলা একাকী ঘাটে আছে, প্রমীলাকে একবার পাঠাইয়া দাও।" আমি নিজে আসিয়া ধৃষ্টতা করিয়াছি, সেজন্য ক্ষমা করিও।"

শিশির কুমার দেখিলেন তাঁহার আগমনে সরলা লজ্জা পাইতেছে, জল হইতে উঠিতেছে না। তখন তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন, এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—"আমি চলিলাম, তুমি শীঘ্র বাড়ী যাও, বিলম্ব

করিওনা।” শিশিরকুমার প্রস্থান করিলে পর সরলা জল হইতে তীরে উঠিয়া বাটী গমন করিল।

শিশিরকুমার নিজ শয়ন কক্ষে গমন করিয়া একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল চিন্তাক্লিষ্ট, তিনি একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে কপালের স্বেদবিন্দু মুছিতে লাগিলেন।

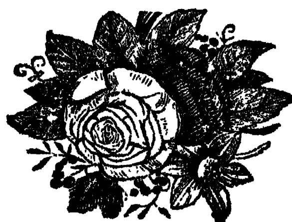
শিশির কুমার ভাবিতেছেন—“সরলা আমার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আলাপ করে না কেন? আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি? কৈ, মনে ত পড়ে না। আর যদি করিয়াই থাকি তাহা হইলে সরলা কখন দোষ গ্রহণ করিবে না। সরলার পূর্ব্বের ন্যায় বাল্যস্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য আর দেখিতে পাই না। ইহার কি কোন কারণ নাই? অবশ্য আছে। সম্ভবতঃ লজ্জাই এখন তাহার পূর্ব্ব ভাবের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। সত্যইত, সরলা এখন বড় হইয়াছে, আমিও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, এখন কি আর বাল্যকালের ব্যবহার ভাল দেখায়? সরলা বুদ্ধিমতী, আমি এতদিন এ বিষয় বুঝিতে পারি নাই। সে যাহা হউক এখন একটা মুখের কথা কহিতেও কি বাধা আছে? ভাল, সরলা কথা কহিলে আমি কেন নীরবে শ্রবণ করি? সরলার কথা গুলি বড় মিষ্ট; যখনই তাহার কথা শুনি তখনই মনে হয় যেন তাহার মুখের প্রতিশব্দ আমার হৃদয় কন্দরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। সরলার প্রকৃতি কেমন স্নিগ্ধকরী—তাহার মন কি উন্নত! আমি এত অল্প বয়সে এত জ্ঞান কাহারও দেখি নাই। আহা! সরলা জন্ম দুঃখিনী। সরলা! তুমি কাননে নির্জ্জনে ফুটিয়া নির্জ্জনেই শুকাইয়া যাইবে! আজ সমস্ত দিন এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত উদরে প্রবেশ করে নাই। কি কঠিন মানব হৃদয়! কি ভয়ানক সামাজিক শাসন! উঃ প্রাণ ফেটে যায়! জগদীশ! সরলার অদৃষ্টে

কেন এত কষ্ট লিখিয়াছিলে? এই বালিকা তোমার নিকট কি অপরাধে অপরাধিনী, প্রভু! তাহা তুমিই জান।"

শিশিরকুমার উঠিয়া বাতায়নে দাঁড়াইলেন এবং আবার ভাবিতে লাগিলেন—"সরলার এই দারুণ যন্ত্রণা কি আমি দূর করিতে পারি না? ভগবান্ আমায় সে শক্তি দাও, যেন সমাজের কুসংস্কার দূর করিতে সক্ষম হই। দয়াময়! এই ভীষণ নারী-মেধ হইতে অবলা নারী কুলকে রক্ষা কর। প্রভু, দুঃখের সময় সকলেই তোমার দোষ দেয়। দয়াময়, তোমার অপার করুণা, তুমি মানবগণকে দুঃখ প্রদান করনা—তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করে। জন্মদুঃখিনী সরলা চিরজীবন মর্ম্ম যাতনা ভোগ করিবে! বালিকার বৈধব্য কি শোচনীয় দুর্ঘটনা! সরলার বৈধব্য যন্ত্রণা দূর করা যদি আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত—কিন্তু সে কথা মনে স্থান দেওয়াও বুঝি পাপ! সরলার মনের ভাব আমি কিছুই জানিনা; সরলা হিন্দু বিধবা, আমার মন দিয়া তাহার মন বুঝিতে চেষ্টা করা নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা।"

শিশিরকুমার চেয়ারে উপবেশন করিয়া দুই হস্তদ্বারা বদন আবৃত করিয়া রহিলেন। তিনি কি রোদন করিতেছেন?

কিয়ৎক্ষণ পরে একজনক পরিচারক দ্বার দেশে আসিয়া কহিল—"ছোট দাদাবাবু, আপনাকে একটী ভদ্রলোক ডাকিতেছেন।" ভৃত্য চলিয়া গেল। শিশির কুমারও চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহার অনুসরণ করিলেন।





দশম পরিচ্ছেদ।

সুহৃদ সম্ভাষে।

শিশিরকুমার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার বাল্য বন্ধু মন্মথনাথ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। শিশিরকুমারকে দেখিয়া মন্মথনাথ সহাস্যে কহিলেন—"ভাল আছ ত, হে? এতদিন বাটী আসিয়াছ একদিনও কি সাক্ষাৎ করিতে নাই?"

শিশিরকুমার হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তুমি বাটী ছিলে না, কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব? কাল তুমি আসিয়াছ, আজ দেখা করিতে যাইতাম, একটু কাজ ছিল বলিয়া যাইতে পারি নাই, সেজন্য ক্ষমা করিও।"

মন্মথ। আচ্ছা, এবার ক্ষমা করিলাম, কিন্তু এরূপ পুনঃরায় হইলে আর ক্ষমা করিবনা। এখন চল—একটু বেড়াইয়া আসা যাউক।

শিশিরকুমার বন্ধুর হাত ধরিয়া বাটীর বাহির হইলেন এবং কিয়ৎদূর গমন করিয়া কহিলেন—"আমি বাটী আসিয়া তোমাদের বাটী দুই দিন গিয়াছিলাম। প্রথম দিন শুনিলাম যে তুমি কোন কার্য্যোপলক্ষে শ্রীরামপুর গিয়াছ, দ্বিতীয় দিন শুনিলাম তুমি ফিরিয়া আস নাই; তাহার পর আর যাই নাই। কাল শুনিলাম তুমি আসিয়াছ, আজ যাইয়া দেখা করিয়া আসিব মনে করিয়া ছিলাম, তা ভাই আজ একটা কাজ ছিল তাই যাইতে পারি নাই, আর না যাইবার একটা উদ্দেশ্যও ছিল।"

মন্মথ। কি উদ্দেশ্য, শুনি।

শিশির কুমার হাসিয়া বলিলেন—"ভাবিলাম, দেখি তুমি আইস কি না। আমার প্রতি তোমার কিরূপ মমতা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

মন্মথ সহাস্যে শিশিরকুমারের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন—"এখন দেখিলে ত শিশিরের প্রতি মন্মথর কিরূপ মমতা? আর আমিও বুঝিলাম মন্মথর প্রতি শিশিরের কি রকম টান!"

শিশিরকুমার হাসিয়া বলিলেন—"রাত অধিক হইতেছে, তুমি বাটীর নিকট আসিয়াছ বাটী যাও, আমিও বাটী যাই; কাল আবার দেখা হইবে।"

মন্মথ। রাত হ'লইবা তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদের বাড়ীর নিকট আসিয়াছ, একবার বাটীর ভিতর চলনা; বাটীর নিকট আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছ জানিতে পারিলে মা রাগ করিবেন; চল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

শিশিরকুমার অগত্যা সম্মত হইলেন। উভয়ে সম্মুখস্থ একখানি দ্বিতল ভবনে প্রবেশ করিলেন। মন্মথকে অন্দরমহলের পথে যাইতে দেখিয়া শিশিরকুমার কহিলেন—"মনা, আমি বাহিরে বসি, তুই শীঘ্র আয়।" মন্মথ শিশিরকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন "আর অত লজ্জা করে কাজ নাই, চল; উনি বাটীর ভিতর যাবেন তা আবার একজন আরদালি অগ্রে সংবাদ দিবে।"

শিশিরকুমার আর কোন কথা কহিলেন না, নীরবে মন্মথর অনুগমন করিলেন। মন্মথর স্ত্রী দ্বারে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল, হঠাৎ স্বামীর সহিত শিশিরকুমারকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অতিশয় লজ্জা পাইল এবং আকণ্ঠ ঘোমটা দিয়া পালঙ্কের অন্তরালে লুকাইল। তাহা দেখিয়া শিশিরকুমার বড়ই অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন—"দেখ দেখি,

তুই বড় বেয়াদব! এমন করে লোককে লজ্জা দেয়? চল বাহিরে যাই,—নচেৎ মাসীমাকে সংবাদ দে, দেখা করে যাই।”

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন—“তা, আর এত লজ্জা কেন? লীলা ঘরে আছে, তা’তে আর কি হ’য়েছে? আমি তোকে সঙ্গ করে এনেছি, তা’তে তোর এত লজ্জা কেন? তোর বিবাহ হলে আমি জোর করে তোর বউ দেখে আসব, জানিস ত আমি তোর মত লাজুক নই।”

শিশিরকুমার গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন অন্য দ্বার দিয়া লীলা গৃহ হইতে বহির্গত হইল। মন্মথ হাসিতে হাসিতে মাতাকে ডাকিতে গেলেন। মন্মথর মাতা আসিয়া কহিলেন—“শিশির; বাহিরে দাঁড়ায়ে কেন, বাবা, ঘরে এস। বাবা, তুমি আমাদের নিতান্ত পর ভাব!”

শিশির। সেকি মাসীমা! আপনাদের পর ভাবিব কেন? মনা বড় দুষ্ট, আমার নামে আপনার নিকট নানা কথা বলে, তাই আপনি ওরূপ বলিতেছেন। তা মাসীমা, আপনি ওর কথা কখনও শুনিবেন না।

মন্মথর মাতা হাসিয়া কহিলেন—“মন্মথ বলে তুমি নাকি এখানে আসিতে চাও না, তুমি বড় লাজুক ছেলে! বাবা, আমাদের বাটী আসিবে তাহাতে লজ্জা কি? বস বাবা, আমি আস্‌ছি।”

এই বলিয়া মন্মথর মাতা বাহিরে গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে এক থালা খাবার লইয়া আসিয়া শিশিরকুমারের সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন—“খাও বাবা।”

শিশির। এই ত মাসীমা, আপনি লৌকিকতা আরম্ভ করিলেন! এত খাবার কে খাইবে? তবে মনা যদি খায় ত আমি খাইতে পারি।

“কুচ পরোয়া নেই—এস দুজনেই আরম্ভ করিয়া দিই।”

এই বলিয়া মন্মথ শিশিরকুমারকে একটী সন্দেশ দিয়া কহিলেন—“ভাই, খাও দেখি।”

শিশির। গালে দাও।

মন্মথ। তাত বটেই! তুমি অমনি আঙ্গুলে কামড়াইয়া দাও আর কি?

উভয়ে আহার করিতে লাগিলেন। মন্মথর মাতা অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"ওমা নলিনী, এক ডিবা পান নিয়া আয়ত?"

একটী দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া সুন্দরী বালিকা এক ডিবা পান লইয়া আসিল এবং শিশিরকুমারের সম্মুখে রাখিয়া মন্মথর মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। মন্মথর মাতা কহিলেন—"বাবা শিশির, একবার এদিকে চেয়ে দেখ, এই মেয়েটীকে কি পছন্দ হয়?" শিশিরকুমার কিছু বিস্মিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন একটী বালিকা লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মন্মথর মাতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কহিলেন, "মাসীমা, এ মেয়েটী কে?"

মন্মথর মাতা। আমার সম্পর্কীয় দেবরের মেয়ে, মেয়েটী অবিবাহিতা। উপযুক্ত সৎপাত্র পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া এখনও আইবুড়া রহিয়াছে। বয়স্থা হইয়াছে কিন্তু তেমন সঙ্গতি নাই যে খরচ করিয়া ভাল পাত্রে সম্প্রদান করে, কাজে কাজেই এটা ওটা পাঁচটা দেখিতেছে। মেয়েটীও দেখিতে ভাল, তাই দেখে যদি কেহ বিনা খরচায় গ্রহণ করে।

শিশির। সৎপাত্রের অভাবে বিবাহ হইতেছে না? ভাল, আমি বিশেষ চেষ্টায় রহিলাম। আমি নিজেই পাত্রানুসন্ধান করিব। তেমন ভাল পাত্রের সন্ধান পাইলে আপনাদের সংবাদ দিব।

বালিকা নতমুখে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মন্মথর মাতা কহিলেন—"বাবা, আমরা তোমাকেই পাত্র স্থির করিয়াছি; তোমার মাও এই মেয়েটিকে দেখিয়াছেন, তাঁহার পছন্দ হইয়াছে। তিনি অর্থ চাহেন না; বলেন 'আমার ছেলের যদি মত হয় তাহা হইলে

আমার কোনও আপত্তি নাই।' এখন তোমার যদি মত হয় তাহা হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হয়। কি বাবা, চুপ করিয়া রহিলে যে?"

মন্মথ। ও কি ব'লবে যে ওর পছন্দ হ'য়েছে, ও সে ছেলেই নয়! আমি ব'ল্‌ছি ওর পছন্দ হ'য়েছে। দেখছ না, 'মৌনম্ সম্মতি লক্ষণম্!' ও কথা কচ্ছে না, চুপ ক'রে রয়েছে।

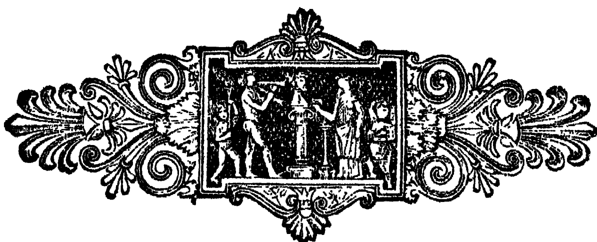
শিশিরকুমার মন্মথর প্রতি ভ্রূকুটী করিয়া মন্মথরমাতাকে কহিলেন— "মাসীমা, আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। যদি নিতান্তই আমার মত জানিতে চান তবে শুনুন, আমি এখন বিবাহ করিব না! কিন্তু আমি যথার্থই নল্লিনীর জন্য একটী সৎপাত্রের অনুসন্ধান করিব স্বীকার করিতেছি।"

মন্মথর মাতা একটু দুঃখিত হইলেন। তিনি কি বলিতে যাইতে- ছিলেন, মন্মথ ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করিলেন। শিশিরকুমার কহিলেন— "মাসীমা, আজ চলিলাম, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আবার একদিন আসিব। মনা চল্।"

মন্মথ অগ্রগামী হইলেন, পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিশিরকুমার বহির্ব্বাটী আসিলেন।

"আজ তবে চলিলাম, কাল আমাদের বাটীতে তুমি একবার যাইও।" এই বলিয়া শিশিরকুমার নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।





একাদশ পরিচ্ছেদ

সন্দেহে সতর্কতা।

ছুটীর পর শিশিরকুমার ও শরৎকুমার কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। শিশিরকুমারের নানা স্থান হইতে বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে। মন্মথরমাতা শিশিরকুমারের সহিত নলিনীর বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মিত্রগৃহিণী বলিয়াছেন—"পুত্রের অসম্মতিতে আমি কোথাও তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিব না। তাহার বিবাহের বয়স যায় নাই; এখন অমত আছে, পরে মত হইতে পারে, তখন বিবাহ দিব। এখন অমত করিতেছে, কিরূপে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিব?" কাজে কাজেই তাঁহারা অন্যত্র নলিনীর বিবাহের চেষ্টা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ঘটকদিগকেও শিশিরকুমারের মাতা ঐরূপ কথা বলিলেম; তাহারাও বেগতিক বুঝিয়া ক্ষান্ত হইল।

সরলার মাতা শিশিরকুমারের বিবাহে অসম্মতির কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মিত্রগৃহিণীকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। তাঁহার মনে ঈষৎ সন্দেহের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন—

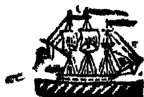
"শিশিরের বিবাহে অমতের কারণ কি? তাহার অপর ভ্রাতৃত্রয়ের অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে, সে কেন এখনও বিবাহে অমত করিতেছে? কি জানি, আমার মধ্যে মধ্যে কেমন মনে হয় সে যেন সরলার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত—না, না, আমার ভ্রম! সরলাকে কে না ভালবাসে? হয় ত তাহার ইচ্ছা যে আরও দুইটা পাশ দিয়া বিবাহ করিবে। শিশির বাল্যবিবাহ ভালবাসে না, সেইজন্য বোধ হয় অমত করিতেছে, আমারই বুঝিবার ভুল হইয়াছে।" আবার ভাবিলেন—"ভুলই বা কি করিয়া বলি, কখনও ভুল নয়। সরলার প্রতি তাহার আধুনিক ব্যবহার দেখিয়া আমার মনে হয় যে সে সরলাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভগিনী ভাবে ভালবাসিতে পারিতেছে না। বিধবা বিবাহ সমাজে চলিত নয় বলিয়া বোধ হয় একথা প্রকাশ করিতেছে না। শিশির কি সেই জন্য সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকে? শিশির সুবোধ, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র, কিন্তু তবুও আমার সাবধান: হওয়া উচিত। সরলার মন যে পথে আছে সেই পথই হিন্দু বিধবার অবলম্বনীয়, সরলা যাহাতে পথ ভ্রষ্ট না হয় সে দিকে আমার আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সরলার মনে যে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা ত মনে হয় না। তাহার হৃদয়ে যে প্রেমের অঙ্কুর বিকাশ হইয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিলে কিছু মাত্র বোধ হয় না। যাহা হউক এখন হইতেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এত দিন এ সকল চিন্তা আমার মনে উদয় হয় নাই। সরলার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে সুখময় এবং মঙ্গলময় হয় আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।* মাতার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আমি করিব, তাহার পর জগদীশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

সরলার মাতা এই প্রকার কত কথাই ভাবিলেন; আবার ভাবিলেন—"সরলার মনে যদি কোন প্রকার ভাবান্তর উপস্থিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপাততঃ চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রেম জন্মানও

অসম্ভব নহে। সরলার দুঃখে শিশির প্রকৃতই দুঃখিত। সরলার দুঃখ বিমোচনের জন্য সে প্রাণ দান করিতেও প্রস্তুত। শিশির সরলাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। কিন্তু হায়! এ ভালবাসার ফল হয় ত বিষময় হইবে। শিশির একদিন কথাচ্ছলে বলিয়া ফেলিয়াছিল, 'সরলাকে বিধবা বলা যায় না; সরলার ন্যায় বিধবাদিগের বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে।' আমি সেই দিন হইতে ঈষৎ সন্দেহ করিয়া আসিতেছি।"

সরলার মাতা মধ্যে মধ্যে এইরূপ কত কি ভাবিতেন, আর সরলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইতেন। প্রখরা বুদ্ধি সরলার পক্ষে তাহার মাতার মনোগত ভাব বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। সে মাতার চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া সেই সময় হইতে মাতার ইঙ্গিত মত সতর্কতা অবলম্বন করিতে লাগিল. কিন্তু তাহার বাহ্যিক ব্যবহারের কিছুমাত্রও পরিবর্ত্তন হইল না।

মাতা কন্যার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। সরলা যে সরলা সেই সরলাই আছে; হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, অতিথি সেবা করে, দেবপূজা করে, মাতার নিকট ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করে। সরলার মাতা বুঝিলেন যে সরলা শিশিরকে পূর্ব্ববৎ ভ্রাতৃস্নেহ করিয়া থাকে, কিন্তু এখন বয়োধিক্য বশতঃ স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা শিশিরের সম্মুখে নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে প্রতিবন্ধক হয়।





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকে চতুরে।

কলিকাতার পটলডাঙ্গায় একটী ছাত্রনিবাসে শিশিরকুমার ও শরৎ-কুমার বাস করেন। উভয়ের স্বতন্ত্র কক্ষ। ছাত্র নিবাসে প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন কলেজের ছাত্র আছে। মন্মথও কয়েক মাস হইতে সেই নিবাসে আশ্রয় লইয়াছেন। শিশিরকুমার ও মন্মথ দুই বন্ধুতে বিশেষ আনন্দের সহিত কাল কাটাইতেছেন।

এক দিন গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ শিশিরকুমার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ছাদে শয়ন করিয়া আছেন এবং মনে মনে কত কি চিন্তা করিতেছেন। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী; তাঁহার দৃষ্টি চন্দ্রের প্রতি নিবিষ্ট। এক এক খণ্ড মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে। শিশিরকুমার চিন্তিতমনে তাহাই দেখিতেছেন। এমন সময় কে ডাকিল "শিশির"।

শিশিরকুমার ফিরিয়া দেখিলেন—মন্মথ।

মন্মথ কহিলেন—"তুমি এখনও ঘরে যাও নাই—এত রাত্রি পর্য্যন্ত ছাদে রহিয়াছ? এ সময়কার ঠাণ্ডা হাওয়া ভাল নয়, ঠাণ্ডা লাগাইলে অসুখ হইতে পারে।"

শিশির। অতিশয় গরম বোধ হওয়াতে ঘরে শুইতে পারিলাম না। এখানে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে তাই উঠি উঠি করিয়াও উঠিয়া ঘরে যাইতে পারিতেছি না।

মন্মথ। আজ শরৎ দাদা বাড়ী গিয়াছেন বলিয়া তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ। গরম ত আর কাহারও বোধ হইতেছেনা, কেবল তোমারই হইতেছে!

শিশিরকুমার হাসিয়া বলিলেন—"তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে আমি ছাদে আছি?"

মন্মথ। আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম তোমার ঘরের দরজা খোলা ঘরে কেহ নাই; মনে করিলাম তবে হয়ত ছাদে শুইয়া আছ, তাই এখানে আসিলাম, দেখিলাম সত্য সত্যই তাই!

শিশির। আসিলে ভালই হইল। একাকী ছিলাম, সঙ্গী পাইলাম। এসেছ যখন বস, একটু গল্প করিয়া বাঁচি, তার্পর দুই জনেই ঘরে যাইব।

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে শিশিরকুমার উর্দ্ধদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"দেখ মন্মথ, ঐ যে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, জানিও আমার অদৃষ্টাকাশ ঠিক ঐরূপ মেঘাচ্ছন্ন।"

মন্মথ। তুমি ইচ্ছা করিয়া নিজের অদৃষ্টকে মেঘাচ্ছন্ন করিতেছ! তুমি ত কাহারও কথা শুনিবে না—বড় একগুঁয়ে হইয়াছ। তুমি যে এমন বেয়াদব হইবে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।

শিশিরকুমার হাসিয়া কহিলেন—"কেন ভাই, আমি একগুঁয়ের কাজ কি করিলাম? আর কিরূপেই বা বেয়াদব হইয়াছি, বল। ভাই, ইচ্ছা করিয়া কে দুঃখ ভোগ করে?"

মন্মথ। তুমি ত ইচ্ছা করিয়াই নিজের জীবনকে অবনতির পথে লইয়া যাইতেছ। তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য এত অনুরোধ করা হইতেছে, বিবাহ করিতেছ না কেন?

শিশির। তোমরা কি মনে কর আমি বিবাহ করিলেই সুখী হইব?

চতুর মন্মথ কহিলেন—"কেন সুখী হইবেনা? অসুখের কারণই বা কি?"

শিশির। বিবাহ করিয়া সুখী হওয়ার পরিবর্ত্তে বরং অসুখীই হইব, কারণ যাহাকে বিবাহ করিব তাহাকে সুখী করিতে পারিব না। একটী বালিকার অনাবিল জীবন দুঃখ পূর্ণ করিতেছি ভাবিয়া আরও অসুখী হইব।

মন্মথ। এখন ঐরূপ বলিতেছ, বিবাহ হইলে আর ওরূপ কথা বলিবেনা। আমি অমন তোমার মত বিবাহের নামে বিরক্ত বহু লোককে দেখিয়াছি, পরে তাহাদের বিবাহ হইলে নব বধূর পদ লেহনে সঙ্কুচিত হয় নাই। প্রথমে অনেকে বিবাহের নামে খড়্গহস্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের পর বধূদিগের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যের ন্যায় হইয়া পড়ে।

এই বলিয়া মন্মথ হাস্য করিতে লাগিলেন।

শিশিরকুমারও হাসিয়া কহিলেন—"তোমার মত গর্দ্দভই স্ত্রীর পদাবনত হইয়া পড়ে। কামিনীর বঙ্কিম কটাক্ষ শিশিরকুমারকে বিদ্ধ করিতে পারে না।"

মন্মথ। তুমি শিশির, ভোর বেলা গাছের পাতায়, দূর্ব্বাঘাসে পড়িয়া থাক, একটু বাতাস গায়ে লাগিতে না লাগিতে ঝরিয়া পড়, সূর্য্যতাপে শুকাইয়া যাও, তোমার আবার শক্তি আছে? আমি মন্মথ, নামেই ভুবন বিজয়ী, আমার অব্যর্থ সন্ধানে সকলেই পরাজিত, তা জান?

শিশিরকুমার হাসিয়া বলিলেন—"দোহাই তোমার, আমার প্রতি

কৃপা দৃষ্টি ক'রনা! আমি গরীব বেচারা, আমার শক্তি নাই, জানত তোমার প্রতাপ সহ্য করিতে পারিব না!"

মন্মথ শিশিরকুমারের মনোভাব বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু কে তাহার প্রণয়-পাত্রী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শিশিরকুমারের ব্যবহারে মন্মথ দুঃখিত হইলেন, ভাবিলেন 'এই কি শিশিরের বন্ধুত্ব! আমাকে সমস্ত গোপন করে? কিন্তু আমার নিকট কখনই গোপন রাখিতে পারিবে না।' প্রকাশ্যে কহিলেন—"শিশির, পাগলামী ছাড়িয়া দাও, বিবাহ কর, আর অমত করিও না। বিবাহে কেন অমত কর, আমি তাহা আজ না শুনিয়া ছাড়িব না।"

শিশিরকুমার নীরব রহিলেন—কোনও উত্তর করিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া মন্মথ কহিলেন—"বুঝিয়াছি, তুমি কাহারও প্রণয়ে পতিত হইয়াছ। কিন্তু শিশির, তুমি নিতান্ত বালক নও, ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি জন্মিয়াছে, লেখা পড়া শিখিয়াছ, তোমার এরূপ বিকল চিত্ত হওয়া উচিত নয়। ভ্রমান্ধতা বশতঃ এখন যাহা সুখময় মনে করিতেছ, ভবিষ্যতে তাহা কালকূটপূর্ণ বোধ হইতে পারে, তাই বলিতেছি, বুঝিয়া কার্য্য কর।"

শিশিরকুমার এইবার উত্তর করিলেন—"ভাই মন্মথ, সত্যই আমি এক-জনকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছি; সে ভালবাসা তোমাদের চক্ষে নিষ্কলঙ্ক না হইতে পারে, কিন্তু আমার চক্ষে তাহা নির্ম্মল।"

শিশিরকুমারের কথায় বাধা দিয়া মন্মথ কহিলেন—"শিশির, সত্যই যদি তুমি তাহাকে পাইলে সুখী হও, তবে তাহাকেই বিবাহ করনা কেন? এরূপ মনাগুণে পুড়িতেছ কেন?"

শিশির। আমি মানব হইয়া দেবীর আশা করিয়াছি, সে মানবের দুষ্প্রাপ্য।

মন্মথ। যদি দুষ্প্রাপ্য হয় তবে তাহার জন্য এত আগ্রহ কেন? তাহার আশা ত্যাগ কর।

শিশির। তাহার আশা বহুদিন ত্যাগ করিয়াছি।

মন্মথ। তবে বিবাহ করিবেনা কেন?

শিশির। তাহাকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া কি তাহার ভালবাসা ত্যাগ করিব? আত্মসুখের জন্যই কি প্রেম?

মন্মথ হাসিয়া কহিলেন—"ওঃ! তোমার এতদূর গড়াইয়াছে! কিন্তু আমার বিশ্বাস হইতেছেনা। তোমার ভালবাসা রূপজ মোহ হইতে পারে। আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই বলিয়া এখন ওরূপ মনে হইতেছে, রূপতৃষ্ণা মিটিলে আর এভাব থাকিবেনা।

"ছি!"—ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া শিশিরকুমার বলিলেন—"ছি! তুমি আমায় এতদূর নরপিশাচ মনে কর? রূপ-তৃষ্ণা যে ব্যক্তির হৃদয়ে বলবতী হয়, তাহাকে রূপ-তৃষ্ণা উন্মত্ত করে, প্রেমে তাহা করে না।"

মন্মথ। তুমি যাহাকে ভাল বাসিয়াছ তাহার নিকট ভালবাসার প্রতিদান পাইয়াছ কি?

শিশির। আমি প্রতিদান চাহি না।

মন্মথ মনে মনে কহিলেন ইহাকেই প্রেম বলে। প্রকাশ্যে কহিলেন—"এটা নূতন বটে, কারণ ভালবাসার প্রতিদান পাও নাই, আবার যাহাকে ভালবাস, সেও দুষ্প্রাপ্য—এটা নূতন বটে!"

শিশির। তোমাদের নিকট নূতন হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট নূতন নয়।

মন্মথ। সে কথা যাউক। এখন বল দেখি, সে অসাধারণ ব্যক্তিটী কে?

শিশির তোমার শুনিয়া কোনও ফল নাই।

মন্মথ। কেন? আমি তোমার বন্ধু, তোমার দুঃখে আমি দুঃখ

বোধ করি, সুখে সুখ প্রাপ্ত হই। তোমার মনের জ্বালা আমার নিকট গোপন রাখিবে?

শিশির। তুমি আমায় প্রাণের সহিত ভালবাস তাহা আমি জানি, কিন্তু ভাই, এ হতভাগ্য তোমার অসীম ভ্রাতৃস্নেহের উপযুক্ত নয়।

মন্মথ। ও সব বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।

শিশিরকুমার কোনও উত্তর না করিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মবিহ্বলের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—"ভাই, সমাজ মনে করে আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেছে, ন্যায় পথে চলিয়া ধর্ম্ম পালন করিতেছে, কিন্তু সমাজ বুঝিতে চাহে না যে দিন দিন তাহার কি অধোগতি হইতেছে! ভাই, যাহারা নিজে নিত্য অসংখ্য দুষ্কর্ম্ম করিতেছে তাহারা আবার অপরের প্রতি অন্যায় শাসন করিতে চায় কেন? কথায় বলিতেছি, তুমি পর স্ত্রী হরণ কর, তাহাতে তুমি জাতিচ্যুত হইবেনা, আর যদি তুমি বিধবা বিবাহ কর তাহা হইলেই জাতিচ্যুত হইবে। তুমি ইংরেজের হোটেলে অখাদ্য ভোজন করিয়া আইস তাহাতে জাতিচ্যুত হইবেনা, আর বিলাত গমন করিলেই জাতি যাইবে। ভাই, আমাদের এই কুনিয়ম কি দূর হইবেনা? ইহাতে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে, কত ভণ্ড তপস্বীর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা বর্ণনাতীত।

মন্মথ শিশিরকুমারের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শিশিরকুমার প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ভাই, দুর্ব্বল হৃদয়ের আবেগ ভরে পাগলের ন্যায় কি বলিতেছি কিছু মনে করিও না।"

মন্মথ গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"ভাই শিশির! তোমার মনের কথা আমি স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারি নাই বটে, কিন্তু এইটুকু বুঝিয়াছি

যে সমাজ তোমার বাসনার প্রতিকূল,—অর্থাৎ তুমি এমন কার্য্য করিতে অভিলাষ করিতেছ যাহা সমাজের প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু ভাই, সমাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে তুমি কি উত্তমরূপ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যে সমাজের নিয়ম ভাল কি মন্দ? সমাজের বন্ধন এখন অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই এবং সেই শিথিলতার সুযোগে অনেকে দুষ্কর্ম্ম করিয়াও সমাজ কর্ত্তৃক শাসিত হয় না। কোন কোন বিষয়ে সমাজের বন্ধন শিথিল হইয়াছে বলিয়া সকল বিষয়ে যে সমাজের বন্ধন শিথিল করিতে হইবে এ কিরূপ যুক্তি? তোমার ঈপ্সিত কার্য্য সমাজের প্রতিকূল বলিয়া হয়ত তুমি সমাজের প্রতি বিরক্ত হইতেছ। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ, তোমার কার্য্যে বাধা দেওয়া সমাজের পক্ষে ন্যায়-সঙ্গত কি অন্যায়। সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কহিতে হইলে অনেক বিবেচনা শক্তি, অনেক জ্ঞানের প্রয়োজন।”

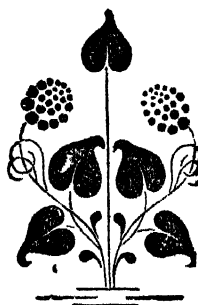
শিশিরকুমার ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—“না ভাই! আমার মতই যে অভ্রান্ত এমন কথা আমি বলিতেছিনা; কিন্তু আমার বর্ত্তমান ধারণাও এই যে, যে বিষয়ে আমি সমাজকে দোষী ও পীড়ক বলিতেছি, সে বিষয়ে সমাজ নিশ্চয়ই দারুণ অত্যাচারী।

মন্মথ। হইতে পারে। তোমার মনের অভিলাষ আমার নিকট ব্যক্ত করিতে তোমার আপত্তি আছে বুঝিতেছি সুতরাং আমি তাহা শুনিতে চাহিনা। কিন্তু তোমাকে বন্ধুভাবে একটা কথা বলিয়া রাখি; তোমার মনের যে অভিলাষ আমার নিকটও ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ, সমাজ তোমার যে অভিলাষ চরিতার্থের অন্তরায়, তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ হওয়া সহজ সাধ্য নহে, হয়ত সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং তোমার পক্ষে সে দুরাশা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। অনর্থক কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক মর্ম্মপীড়া ভোগ কর?

শিশিরকুমার নীরব রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

মন্মথ কহিলেন—"রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিয়াছে, এখন যাইয়া শয়ন কর; সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলে অসুখ হইবে।"

শিশিরকুমার ও মন্মথ উভয়ে উঠিয়া স্ব স্ব কক্ষে গমন করিলেন।





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মাথাধরা।

একদিন বৈকালে প্রমীলা, সরলা ও শৈবলিনীকে সমভিব্যবহারে লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর কক্ষে গমন করিল। চন্দ্রকলা ও সুরবালা উভয়ে তথায় বসিয়াছিল। তাহাদের আসিতে দেখিয়া উভয়েই বিরক্ত হইল। সুরবালা প্রকাশ্যে কহিল—"কি ভাগ্যি যে এদিকে তোমাদের পদার্পণ হ'ল! তবু ভাল, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছি বলিতে পারি না।"

প্রমীলা। বোধ হয় নিজের মুখ নিজেই দেখে উঠেছ।

চন্দ্রকলা। নিজের মুখ নিজে কিরূপে দেখিবে?

প্রমীলা হাসিয়া কহিল—"দেখিতেছনা বিছানার সম্মুখেই বৃহৎ আরসী; বিছানা হইতে মুখ দেখা যায়। বড় বউদিদি সেই জন্যই আরসী খানি ওরূপ কায়দা করিয়া রাখিয়াছেন, প্রত্যহই নিজের মুখ নিজে দেখিয়া উঠেন।"

প্রমীলার বাক্যে সুরবালা ও চন্দ্রকলা উভয়েই বিশেষরূপ বিরক্ত হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না।

চন্দ্রকলা। সে যা'ক। বলি, তবু ভাল যে এ ঘরে সেজ বউএর দর্শন পেলেম, উনি ত আমাদের ছায়া মাড়ান না!

শৈবলিনী নিরুত্তর রহিল। প্রমীলা কহিল—"তোমরা ত ভাই, বড় যা, ছোট যাকে কোন্ আসিতে বল? তোমরাও ভাই খোঁজ লওনা, সেজবউদিদির ঘরে কখনও যাওনা, শুধু কি ওরই দোষ?"

সুরবালা। ভাই, দোষ আমাদেরই। আমরা মন্দ বলেইত কেহ আমাদের গ্রাহ্য করেনা, কাজেই কাহাকেও ডাকিনা। কাজ কি ভাই, যদি মন্দ করিয়া দিই।

এই বলিয়া সুরবালা সরলার প্রতি ভ্রুকুটি কটাক্ষপাত করিল। সরলা তাহা দেখিয়াও দেখিলনা।

চন্দ্রকলা। সরলাকে আমরা ডাকিলেও আসে না, কি ভাগ্যি আজ এসেছে।

প্রমীলা। আমি দুমাস এখানে আসিয়াছি, কৈ এক দিনও ত ডাকিতে শুনি নাই। সরলা ত আপনা হইতেই আসে।

সরলা ব্যস্ততা সহকারে বলিল—"ডাকেন বৈকি, আমিও ত আসি, তবে সকলদিন আসিতে পারি না।"

সরলার কথার ভাবার্থ প্রমীলা ও শৈবলিনী উভয়েই বুঝিল, প্রমীলা আর কিছু বলিল না।

সুরবালা এক জন ঝিকে ডাকিয়া কহিল—"ও রে ঝি! অডিকলোনের শিশিটা দিয়ে যাত, বড় মাথা ধ'রেছে!"

সুরবালার মাথাধরা যে কৃত্রিম তাহা প্রমীলা বুঝিল এবং অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিল।

শৈবলিনী। বড়দিদির কি তবে অসুখ করিতেছে?

সুরবালা। হাঁ, বড় মাথা ধরিয়াছে!

প্রমীলা। তবে আমরা আর বিরক্ত করিবনা, চল যাই।

সুরবালা। না, বস, বস, বিরক্ত আর কি, বিরক্ত আর কি!

শৈবলিনী। মেজদিদি ঘাটে যাইবেন না?

চন্দ্রকলা। না, আমি আজ ঘাটে যাইব না।

প্রমীলা। বেলা গিয়াছে, আমাদের ঘাটে যাইতে হইবে, চল যাই। প্রমীলা, সরলা ও শৈবলিনী প্রস্থান করিল।

চন্দ্রকলা কহিল—"দেখ্‌লি দিদি, আস্পর্দ্ধা! আমাদের সব দোষ দিল।"

সুরবালা। আমাদের দে'খতে পারে না; দেখলি না ঠেস দিয়ে আমায় কত কথা বলিল।

চন্দ্রকলা। আ মরণ! ছুঁড়ী এবার এসে যদি ওরকম করে বলে তবে আমি মুখের মত জবাব দিব।

কিয়দ্দূর যাইয়া সরলা প্রমীলাকে কহিল—"ভাই প্রমীলা, তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ; হাজার হউক তোমার গুরুজন ত বটে। আর গুরুজন নাই বা হইল, মন ত সকলকারই সমান। আমাকে কেহ যদি কটু কথা বলে, সে সকল কথা আমার কেমন লাগে, উঁহাদের ত সেইরূপ লাগিয়াছে। ছিঃ! ভাই, আমি তোমার উপর বড় বিরক্ত হইয়াছি।"

প্রমীলা উভয় বাহু দ্বারা সরলার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বলিল—"সরলা, তোর মত কি সকলেই সরলা? তোর মত কি সকলকারই মন? তা নয়—সরলা, তা নয়। আমার কথায় ওদের দুঃখ হয় নাই, ক্রোধের উদয় হইয়াছে। সকলেই যদি উহাদের খোসামোদ করিয়া চলিবে, দোষ ধরাইয়া না দিবে, শাসন না করিবে, তাহা হইলে উহাদের ক্রূরতা আরও বৃদ্ধি পাইবে যে!"

সরলা হাসিয়া বলিল—"তুমি শাসন করিবার উপযুক্ত পাত্রীই বটে! তুমি শাসন করিবার কে?"

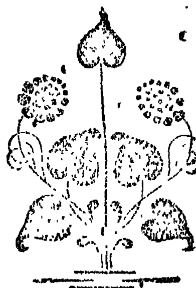
শৈবলিনী। তুমি উহাদের শাসন করিবে? যাঁহাদের শাসন করিবার কথা তাঁহারাই যখন প্রশ্রয় দেন তখন তুমি কি শাসন করিবে?

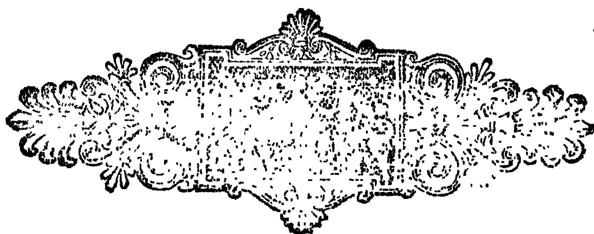
প্রবীণা। সে কথা আমি বিলক্ষণ জানি। যদি আমি উহাদের মতে মত প্রদান করি, বাক্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস না করি, তাহা হইলে উহারা আরও "ধিঙ্গি" হইয়া উঠিবে। প্রতি কথায় দোষ দেখাইলে, পদে পদে ভ্রম বুঝাইয়া দিলে এবং দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কথায় কথায় সৎ উপদেশ প্রদান করিলে উহাদের ক্রূর চরিত্রের শোধন হইতে পারে।

শৈবলিনী। যদি তাহা হয় ত অতীব উত্তম। ভগবান্ করুন, দিদিদিগের মন ভাল হউক।

আর কেহ কিছু বলিল না, তিনজনে ঘাটে গমন করিল।

সুরবালা প্রাতঃকালে কাহারও মুখ দেখিতে ভালবাসিত না, সেই জন্য বিছানার নিকট দর্পণ এরূপভাবে রাখিয়াছিল যে নিদ্রাভঙ্গ হইবা মাত্র নিজমুখ দর্পণে দেখা যাইবে। সুরবালার এই দর্পণ রাখিবার কারণ প্রবীণা জানিত। সেই জন্যই ভানাসাচ্ছলে ঐ কথা বলিয়াছিল এবং সুরবালা নিজের মনের ভাব প্রকাশ হইল ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়াছিল।





চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

বিজয়া দশমী।

দুই মাস হইল প্রমীলা শ্বশুর বাটী গিয়াছে। আশ্বিন মাস, পূজার ছুটীতে শরৎকুমার ও শিশিরকুমার বাটী আসিয়াছেন। মিত্র বাটীতে এবৎসর পূজায় বিশেষ সমারোহ হয় নাই। পূজা শেষ হইয়াছে, অদ্য বিজয়া দশমী।

বিজয়া দশমী বাঙ্গালী হিন্দুর পরম আনন্দের দিন। এই দিন তাহাদের নিকট শত্রু মিত্র সব একাকার; সকলে শত্রুতা ভুলিয়া শত্রুকে মিত্র ভাবে আলিঙ্গন করে। কুত্রাপি হিংসা দ্বেষ স্থান পায় না। দীন দরিদ্রের অবধি আনন্দের সীমা থাকে না—জগৎ আনন্দ ভরা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রতি মানবের হৃদয়ে পবিত্রতা বিরাজ করে। এই দিন পরস্পরের সম্মিলন দৃশ্য কি মনোমুগ্ধকর!

সরলা একাকিনী খিড়কীর পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া আছে। সহরের কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। সন্ধ্যার পর যথাযোগ্য পুরজনদিগকে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়া সরলা নির্জ্জনে বসিয়াছে। তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। সে ভাবিতেছে—

"সেই একদিন আর এই এক দিন। বাল্যকালে ঝিয়ের সঙ্গে পূজা দেখিতাম, আনন্দ করিয়া বেড়াইতাম, বিজয়ার দিন বাটী বাটী প্রণাম করিয়া আসিতাম, তখন সকলই আনন্দপূর্ণ ছিল। এখন সমস্তই এত বিষাদ মাখা বোধ হয় কেন? বৎসরের তিন দিন কেবল আনন্দের। যে তিন দিন আনন্দময়ী মা ভক্তের ঘরে বিরাজ করেন, সেই তিন দিন তিনি সকলের হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দেন। আজ কে যেন সমস্ত আনন্দ হরিয়া লইয়া গিয়াছে, মায়ের সঙ্গে সমস্ত আনন্দ চলিয়া গিয়াছে। কে বলে আজ আনন্দের দিন? আজ ঘোর বিষাদের দিন। আজ মা শ্বশুর বাটী গেলেন! মা গো! যে তিন দিন তুমি এখানে ছিলে, সেই তিন দিন এই হতভাগিনীর হৃদয় শীতল ছিল, প্রাণে কতই আনন্দ ছিল। আজ সে আনন্দ কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে বিষাদ সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে। জ্যোৎস্নায় যেন আজ কে মসী ঢালিয়া দিয়াছে। আজ ত চন্দ্রের সে কিরণ নাই; ফুল ফুটিয়াছে, কিন্তু সেরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতেছি না। লোকে বলে আজ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়, তবে আমি আজ সৌন্দর্য্যের হ্রাস দেখিতেছি কেন? আজ মা বঙ্গবাসীগণকে কাঁদাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। জননী! আবার এক বৎসর পরে আসিবে, এতদিন সন্তানদিগকে ছাড়িয়া থাকিবে কি, মা? না, না, মা কি কখন সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন? আমরা পাপী সে জন্য মাকে দেখিতে পাই না! মা সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে আছেন, দিবা রাত্রি আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা অজ্ঞান, মোহাচ্ছন্ন, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিতে পারি না।"

সরলার অশ্রুতে বক্ষ ভাসিতে লাগিল। সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া এক দৃষ্টিতে আকাশ পানে চাহিয়া আছে এবং মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে—"মা, মা!"

অনেকক্ষণ পরে সরলার চৈতন্যোদয় হইল; সে অশ্রু মুছিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে—মৃদুমন্দপবনে সলিলোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছে, আর চন্দ্র কাঁপিতেছে, তবুও চন্দ্র হাসিতেছে। সরলা পাদুখানি জলে ডুবাইয়া অনন্ত মনে তরঙ্গ ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। এক একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া তাহার চরণে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিল। দুষ্ট সমীরণ অবসর বুঝিয়া তাহার কৃষ্ণ অলকারাশি লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল।

সরলার পশ্চাতে, পুষ্করিণীর তীরে এক যুবক এক বৃক্ষ শাখায় ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সরলা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। যুবক অনিমিষ লোচনে সরলার প্রতি চাহিয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক ডাকিল "সরলা"!

সরলার চমক ভাঙ্গিল, পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল—শিশিরকুমার। শিশিরকুমারকে তথায় দেখিয়া লজ্জিত হইল, তাঁহার সম্বোধনে কোন উত্তর প্রদান করিল না।

শিশিরকুমার সরলার নিকটে আগমন করিয়া সহাস্যে তাহাকে কহিলেন—"সরলা, আজ বিজয়া দশমী, তুমি আমায় প্রণাম করিলে না?"

সরলা আরও লজ্জিত হইল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া শিশিরকুমারকে প্রণাম করিল।

শিশিরকুমার হাসিয়া কহিলেন—"আমি তোমার ও চাওয়া প্রণাম লইব না। তুমি ত অগ্রে আমায় প্রণাম কর নাই!"

সরলা কোমল মৃদুকণ্ঠে কহিল—"আপনাকে এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই। যাহা হউক দোষ হইয়াছে ক্ষমা করিবেন।"

শিশির। আমি কখনই তোমার এ অপরাধ ক্ষমা করিব না! তবে যদি

তুমি "আপনি" "আজ্ঞা" প্রভৃতি সম্ভাষণ ছাড়িয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত কথা কও তবে তোমায় ক্ষমা করিব।

বাল্যকালে প্রমীলার ন্যায় সরলাও শিশিরকুমারকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিত ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না। যতদিন পর্য্যন্ত শিশিরকুমার হুগলিতে পাঠাভ্যাস করিতেন ততদিন সরলার সহিত প্রত্যহই সাক্ষাৎ হইত, সুতরাং সে সময়ে সম্বোধনের পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু শিশিরকুমারের পাঠার্থ কলিকাতায় অবস্থান হেতু সরলার সহিত তাঁহার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইত না এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার সহিত সরলার ব্যবহারের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সরলা বড় বিপদে পড়িল। 'শিশিরকুমারের এটা বড় দুষ্টামি! তিনি মধ্যে মধ্যে এই প্রকার দুষ্টামি করিতেন। সরলা কোন উত্তর না করিয়া নীরব রহিল। শিশিরকুমার সরলাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন— "নীরব রহিলে যে?"

সরলা ধীরে ধীরে কহিল—"কি—বলুন।"

শিশির। আমার কথার উত্তর দাও।

সরলা। কি কথা?

শিশির। তোমায় কতদিন বলিয়াছি যে আমাকে অত সম্মান দেখানর প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে "আপনি" সম্বোধন পরিত্যাগ করিয়া কথা কও, নচেৎ আমি রাগ করিব।

সরলা ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আচ্ছা, সেইরূপই সম্বোধন করিব।"

শিশির। সরলা, আজ তোমায় কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথার্থ উত্তর দিবে?

সরলা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শিশিরকুমার কিয়ৎক্ষণ

নীরব রহিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার কয়েকটী দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইল। পরে কহিলেন—"সরলা, আমি এতদিন যাহা তোমায় বলিব মনে করিয়া আসিতেছি আজ তাহা সমস্তই বলিব, মন দিয়া শুন।"

শিশিরকুমার আবার নীরব হইলেন। সরলা একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইল। শিশিরকুমারের কথার ভঙ্গিতে সে যে একটু ভীত না হইল এমন নহে।

শিশিরকুমার বলিতে লাগিলেন—"সরলা, আমি তোমার এই বৈধব্য দশা দেখিতে পারি না। তোমার কঠিন ব্রহ্মচর্য্য পালন আমার অসহ্য বোধ হয়; তোমাকে আমি সুখী দেখিতে চাই। তুমি ধরাতলে জন্মিয়া অবধি জগতের নিকট অপরাধিনী! সরলা, বল তুমি কিসে সুখী হও, আমি প্রাণপণে তাহা সম্পাদন করিব। তোমাকে বাল্যকালে যেমন প্রফুল্ল দেখিতাম এখন তেমন দেখিনা; তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। সরলা, বল কি করিলে তোমার বিষণ্ণ-মুখ প্রফুল্ল হয়। যদি আমায় সুখী করিতে চাও তবে বল তুমি কিসে সুখী হও। তোমাকে সুখী না দেখিলে আমি এজীবনে সুখী হইবনা।"

শিশিরকুমারের প্রত্যেক কথায় সরলার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। সে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, অধোমুখে বসিয়া রহিল।

শিশিরকুমার আবার কহিলেন—"সরলা কথাকও, আমার কথার উত্তর দাও; বল কি করিলে তুমি সুখী হইবে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত শিশিরকুমারের মুখের প্রতি স্থির ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সরলা পুনরায় মুখ নত করিয়া বলিতে লাগিল—"আপনি—না—তুমি এক জন সামান্য রমণীর জন্য কেন এত ভাব? আমি নিজের অবস্থায় কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে আমি নিজের

অবস্থায় অসন্তুষ্ট, তাহা হইলে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ; আমি নিজের অবস্থায় কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। হিন্দু বিধবার যাহাতে সুখ, হিন্দু বিধবার যে পথ অবলম্বনীয়, আমি সেই পথেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাতে আমার কণামাত্রও দুঃখ বা ক্লেশ নাই। আমার জন্য ভাবিয়া যে সময় নষ্ট করিবে, সেই সময় দেশের জন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করিলে ভাল হয়; আমি তাহা দেখিয়া সুখী হইব। আমাকে সুখী করা যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তবে নিজের জীবনকে সুখী করিতে চেষ্টা কর, আমার নিকট ইহা অপেক্ষা আর কিছুই সুখকর হইবেনা।”

শিশির। সরলা, বিধবাবিবাহত আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে, তবে তুমি বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অধিকতর সুখী হইতে পারিবেনা বলিতেছ কেন? সরলা, কি বলিব হৃদয় দেখাইবার নয়, নচেৎ দেখাইতাম, এ হৃদয়ে কত বেদনা! সে বেদনা তুমি ভিন্ন আর কেহ দূর করিতে পারিবেনা। আমার হৃদয় সরলাময় হইয়াছে! আমি অনেক বার তোমায় ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, সেজন্য তোমায় আদ্য জানাইলাম। এজগতে শিশিরের সুখকর বস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা তুমি। আমি জানি আমার ন্যায় সামান্য মানবের তোমায় লাভ করিবার আশা করা বৃথা। আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার সাধ করিয়াছি, পঙ্গু হইয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছি; যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তাহাতে আর ফিরিবার উপায় নাই—ফিরিবার বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ফিরিতে পারি নাই।

সরলা এতক্ষণ নীরবে শিশিরকুমারের কথা শুনিতেছিল, এইবার কাঁদিয়া ফেলিল। সরলা কাঁদিতেছে দেখিয়া শিশিরকুমার কহিলেন,—“সরলা, মনের আবেগে কত কথাই বলিয়াছি, যদি কোন রূঢ় কথা বলিয়া থাকি তবে মার্জ্জনা কর।”

সরলা অশ্রু মুছিয়া কহিল—“রূঢ়বাক্য তোমার মুখ হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। কিন্তু ভাই! তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ? তুমি বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান; তুমি কি জাননা যে তোমার ঐরূপ প্রলাপ বাক্য শ্রবণ করাও আমার পক্ষে দূষনীয়। পাগলামী পরিত্যাগ কর, আমার কথা শুন—তুমি বিবাহ কর, সংসারী হও, সৎকার্য্য কর, দেশের উপকার কর, দশ জনের একজন হও, আমি তাহা দেখিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিব।”

সরলা পূর্ব্বে যাহার সহিত একটী কথা কহিতে লজ্জাবোধ করিত এখন তাহার সহিত প্রগলভার ন্যায় কথা কহিতেছে। সরলা ভাবিল—“এরূপ অবস্থায় যদি আমি নীরব থাকি বা দুই একটী কথা কহিয়া নিরস্ত হই তাহা হইলে বিপরীত ফল ফলিতে পারে; শিশিরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে হইবে।” সেই জন্যই সরলা লজ্জা ত্যাগ করিয়া শিশিরকুমারের সহিত এত কথা কহিতে বাধ্য হইল।

সরলা নীরব হইলে শিশিরকুমার কহিলেন—“অসম্ভব, সরলা, অসম্ভব! আমার ঘোর কুহেলিকা-আচ্ছন্ন অদৃষ্টাকাশে সুখসূর্য্যোদয় আর কখনও হইবেনা। মৃত্যু কাহারও বশীভূত নয়, আমি ইচ্ছা করিলেই মৃত্যু হইবে না, তথাপি আমি জীবন্মৃতই থাকিব। সরলা, আগে বুঝি নাই কেন তোমায় এত ভালবাসি। এখন বুঝিয়াছি আমি নিজের সুখের জন্য ব্যাকুল নই, তুমি যাহাতে সুখী হইবে আমি তাহাতে সুখী হইব। তোমার এই অবস্থার পরিবর্ত্তনই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি তাহা না করিতে পারিলাম তবে সুখ কোথায়? সরলা, তোমার জীবন যেরূপে কাটিতেছে, আমার জীবনও সেইরূপে কাটিবে, ইহা স্থির জানিও। তুমি যাহাতে সুখী হও, আমি প্রাণপণে তাহা করিব। তুমি বিবাহে যদি অসন্তুষ্ট হও তবে কখনই বিবাহ করিতে বলি না। সরলা, বাল্যকাল হইতে তোমার অপূর্ব্ব পবিত্র জ্যোতিঃপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া আসিতেছি,

সে পবিত্র সৌন্দর্য্যের এখন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে,—সে অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ অধিকতর প্রস্ফুটিত হইতেছে। তোমার সরলতায় জগৎ মুগ্ধ। সেই সমস্তই দেখিতেছি তবে তোমার বদনে সে মধুর হাসি দেখিতেছিনা কেন ? পূর্ব্বে যে প্রফুল্ল মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতাম, এখন সে মূর্ত্তি দেখিবার জন্য পাগল হইয়াছি, সে মূর্ত্তি তোমার কৈ ? তোমার সেই প্রীতিপূর্ণ মধুর হাসি কোথায় ? সরলা, যে হাসির কাছে জগৎ তুচ্ছ, আমি তোমার সেই হাসি দেখিতে চাহি, আমি আর কিছুই চাহিনা।”

সরলা নিরুত্তর, নিস্পন্দ। তাহার নয়নদ্বয় আকাশ প্রতিনিবদ্ধ। সরলা কোনও উত্তর করিল না—একটুও নড়িল না—তাহার একটী ও নিশ্বাস পড়িল না। সে অচল পাষাণপ্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। শিশিরকুমার বহুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। তিনি ডাকিলেন—“সরলা, সরলা,” তথাপি উত্তর পাইলেন না ; একটু ভীত হইয়া সরলার নিকটে সরিয়া যাইলেন এবং, তাহার হস্ত ধরিয়া দেখিলেন তাহার দেহ অসাড়, সে সংজ্ঞাহীন। শিশিরকুমার সরলার হস্ত ছাড়িয়া দিবা মাত্র সে ঢলিয়া পড়িল, আর একটু হইলেই সোপানে মস্তক লাগিয়া ফাটিয়া যাইত। শিশিরকুমার তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং আপনার জানুর উপর মস্তক রক্ষা করতঃ অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া তাহার মস্তকে দিতে লাগিলেন ও স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সরলার চৈতন্য হইল। শিশিরকুমারের ক্রোড়ে মস্তক রহিয়াছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল।

শিশিরকুমার কহিলেন—“সরলা, একটু সুস্থ হইয়াছ কি ?”

সরলা ধীরে ধীরে, ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল—“হাঁ—হইয়াছি।”

শিশির। তবে বাটী যাও, এখানে আর অধিকক্ষণ থাকিওনা।

যদি অধিক অসুখ হয়, তবে আমাকে সংবাদ দিও। তোমার কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিয়াছে সে জন্য আমায় ক্ষমা কর, আর কখনও এরূপ কথা বলিবনা। তুমি এখানে আছ তাহা জানিতাম না। আমি মনে করিয়াছিলাম এখানে এখন কেহ নাই, কিছুক্ষণ নির্জ্জনে কাটাইব মনে করিয়া এদিকে আসিয়াছিলাম। আমার মনের বেদনা কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবনা স্থির করিয়া ছিলাম, আমার এ দুরাকাঙ্ক্ষা দমন করিতে অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। আজ হঠাৎ আমার কেমন চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত হইল হৃদয়ের বেগ কিছুতেই রুদ্ধ করিতে পারিলাম না। আমার চিত্তের এ দুর্ব্বলতা অমার্জ্জনীয়। যাও সরলা, বাটী যাও, আর এখানে থাকিও না।

সরলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিশিরকুমারকে বলিল—"মনকে প্রবোধ দাও, হৃদয়কে দৃঢ় কর, প্রবৃত্তিকে দমন কর; যাহা কখনও হইবার নয়, তাহার আকাঙ্ক্ষা করিওনা। আমার জন্য বৃথা ভাবিওনা। আমি নিজের অবস্থায় কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তথাপিও যদি আমি কিসে সুখী হই তাহা জানিতে চাও, তবে বলি, তুমি নিজে সুখী হইতে চেষ্টা কর, আমি তাহাতে অশেষ সুখী হইব। তোমার অমূল্য জীবন ইচ্ছায় নষ্ট করিও না; দেখিবে তুমি সুখী হইলে আমি কত সুখী হইব। আমি তোমার এসকল কথা পাগলের প্রলাপ বলিয়া মনে করিব। কিন্তু মনে রাখিও, পুনর্ব্বার যদি আমার সম্মুখে এই ভাবের কথা কহিতে সাহস কর তাহা হইলে তখন হইতে তোমার ছায়া দর্শন করাও আমি পাপজনক বলিয়া মনে করিব।"

সরলা ক্ষিপ্রপাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল। শিশিরকুমার সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

শিশিরকুমার খিড়কীর পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষে তথা হইতে উঠিয়া স্বীয় শয়ন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। গৃহে পৌছিয়া দেখিলেন তাঁহার বালক ভৃত্য তখনও প্রভুর জন্য জাগিয়া অপেক্ষা করিতেছে। শিশিরকুমার তাহাকে কহিলেন,—"তুই, এখনও জাগিয়া বসিয়া আছিস্—শয়ন করিস নাই? রাত্রি অনেক হইয়াছে, শয়ন করিতে যা; ছেলে মানুষ, অধিক রাত্রি জাগিলে অসুখ হইবে, যা ঘুমুগে!"

ভৃত্য বিনীতভাবে কহিল—"আপনি আমাকে আপনার শয়ন করিবার সময় একবার আসিতে বলিয়াছিলেন, আমি আহারাদির পর হইতেই এইখানে বসিয়া আছি। আপনার আসিতে বিলম্ব হইতেছিল দেখিয়া আমি বড়ই ভাবিত হইয়াছিলাম।"

শিশিরকুমার সস্নেহে ভৃত্যের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—"তোকে কি জন্য আসিতে বলিয়াছিলাম মনে নাই। এখন তুই শুইতে যা।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। শিশিরকুমার পুনর্ব্বার চিন্তাসাগরে ডুবিলেন।

সরলা গৃহে গমন করিয়া দেখিল তাহার মাতা দেবালয় হইতে তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সরলা পর্য্যাঙ্কে শয়ন করিল, তখন চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করিল। সে ভাবিতে লাগিল—"হায়! কি কুক্ষণেই আমার জন্ম! আমি যাহার আশ্রয়ে থাকি তাহারই সর্ব্বনাশ করি! আমার পূর্ব্বজন্মের পাপের ইয়ত্তা নাই! জগদীশ্বর, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হয়? জেঠাইমা আমাকে কন্যা অপেক্ষা স্নেহ করেন, আমি তাঁহারই মনোবেদনার কারণ হইব। ভগবান, আমার অদৃষ্টে আরও না জানি কত বিড়ম্বনা লিখিয়াছেন। আমার জন্যই জেঠাই-মার স্নেহের শিশির চিরজীবন দুঃখভোগ করিবে? সন্তানের মনস্তাপে কোন্ জননী না কাতর হন? আর শিশির! তোমার অদৃষ্টে ভগবান কি এত দুঃখ লিখিয়াছেন! তুমি তোমার অমূল্য জীবন একজন সামান্য, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, তুচ্ছ রমণীর জন্য দুঃখে নিমগ্ন করিবে। ছিঃ! না, না, তাহা কখনই হইতে দিব না। যাহাতে শিশির সত্বর বিবাহ করে আমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আমার চেষ্টায় কি কোন ফলোদয় হইবে? শিশিরকে আমি নিজ সহোদরের ন্যায় ভালবাসি, সেও আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে তাহাও জানিতাম, কিন্তু তাহার ভালবাসা কোন্পথে যাইতেছে তাহা আমি এতদিন বুঝি নাই। আমার প্রতি তাহার ইদানীন্তন অতিরিক্ত স্নেহ প্রকাশ কেমন লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইত, সেই জন্য তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম; সে জন্য শিশির কতই ভৎর্সনা করিয়াছে, মাতার নিকট কতই অনুযোগ করিয়াছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি আমি, নিজের অজ্ঞাতভাবে আমার একমাত্র অবলম্বনীয় পথেই চলিয়াছিলাম।"

সরলার নয়নজলে উপাধানী সিক্ত হইল। সে ভাবিতে লাগিল—

"আজ আমার মন এত ব্যাকুল হইতেছে কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এত দিন ত কাঁদি নাই, আজ একি হইল? আজ শিশিরের কথায় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল কেন? আমার হৃদয় অতি দুর্ব্বল তাহা আমি জানি, এ দারুণ ঘাত প্রতিঘাতে হৃদয় অবিচলিত রাখিতে পারিব না কি ভগবান! করুণানিদান দয়াময়! যেন ধৈর্য্যহারা না হই। প্রভু! হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর।" সরলা আবার ভাবিতে লাগিল—"আমার এখান হইতে স্থানান্তরে যাওয়াই কর্ত্তব্য, নচেৎ শিশিরকুমারের মঙ্গল নাই। তীর্থদর্শন উপলক্ষে কিছুদিন স্থানান্তরে থাকাই বিধেয়। এ বিষয়ে মাতাকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে, অদ্যই বলিব, যত শীঘ্র পারি এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

সরলার মনে এইপ্রকার কত চিন্তা উদয় হইতে লাগিল। সে ভবিষ্যতের নানাবিধ চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে লাগিল। মনকে চিন্তামুক্ত করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। তখন সে উঠিয়া বাতায়নে যাইয়া বসিল, তথা হইতে শিশিরকুমার যথায় পুষ্করিণীর সোপানের উপর বসিয়াছিলেন সে স্থান দেখা যায়। সরলা সেই দিকে চাহিয়া দেখিল তথায় কেহ নাই, কেবল তরুরাজি বাতাসে ঈষৎ হেলিতেছে, দুলিতেছে; ফুলদল হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। পুষ্করিণীর জলরাশি সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালায় শোভিত হইয়া নাচিতেছে। চন্দ্র কিরণ সলিলোপরি নিপতিত হইয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছে। সরলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল আকাশ নির্ম্মল। বিমান হৃদয়ে শুধাংশু হাসিতেছে এবং ধরণীর বক্ষে রজত কিরণধারা অবিরত বর্ষণ করিতেছে। সরলা এক দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতে লাগিল। পরে সে করজোড়ে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ ভগবানের উদ্দেশে বলিতে লাগিল—"প্রভো! এ বিশাল বিশ্ব

তোমার অপার মহিমার পরিচয় দিতেছে, তোমার অপরিমেয় করুণা মোহান্ধ মানবগণের প্রতি সতত বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না! আহা! কি সুন্দর, কি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য! অশান্তিময় হৃদয়ে যেন শান্তি সুধা ঢালিয়া দিতেছে! কে আছ, এস পাপী-তাপী জন, একবার প্রাণ ভরিয়া প্রকৃতির পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন কর। মন প্রাণ খুলিয়া, হৃদয় ভরিয়া সকলে প্রেমময়কে একবার ডাক। হৃদয়ে শান্তি পাইবে, দারুণ অশান্তি দূর হইবে। প্রেমময় জগদীশ! তনয়াকে চরণে স্থান দিও।" সরলা ভক্তিভরে প্রণাম করিল। এমন সময়ে দ্বারদেশে শব্দ হইল, সরলা চাহিয়া দেখিল—তাহার মাতা।

সরলার মাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং কহিলেন—"সরলা, তুমি এখনও জাগিয়া আছ? অনেক রাত্রি হইয়াছে এখনও শোও নাই কেন?"

সরলা। একাকী ছিলাম, ঘুম আসে নাই; ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, ঘুম হইল না তাই বসিয়া আছি। তোমার আজ এত বিলম্ব হইল কেন, মা?

মাতা। দেবালয়ে একজন সাধু আসিয়াছিলেন, অনেক লোক জমিয়াছিল। তিনি কত ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, কত তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন, আমি সেই সব শুনিতেছিলাম। তাহার পর তিনি ও অন্যান্য সকল লোক চলিয়া গেলে নির্জ্জনে পূজা সমাধান করিয়া এখন আসিলাম।

সরলা সুযোগ পাইয়া কহিল—"মা, তুমি যে একদিন বলিয়াছিলে শীঘ্র তীর্থ দর্শনে যাইবে, ছয় মাস অতীত হইয়া গেল কবে যাইবে, মা?"

মাতা হাসিয়া বলিলেন—"কেন মা, তোমার তীর্থ দর্শনে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে?"

সবলা। হাঁ, মা, আমাব তীর্থে যাইবাব অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তুমি কবে যাইবে বল না, মা!

মাতা। আমাব নিতান্ত ইচ্ছা একবাব তীর্থ ভ্রমণ কবিয়া আসি। তা, মা, মানুষের ইচ্ছায় ত কিছু হয় না, তাঁহাব যখন ইচ্ছা হইবে লইয়া যাইবেন।

সবলা। কেন, তোমাব যাইবার বাধা কি?

মাতা। একটা প্রধান বাধা আছে; অতিথিশালাব ভাব কাহার উপর দিয়া যাইব, সেই যে বিষম ভাবনা।

সরলা একটু চিন্তা কবিয়া বলিল—"কেন ছোট দাদার উপব ভার দিয়া যাও না।"

মাতা। আমাব ত তাহাই ইচ্ছা, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় কৈ? শিশিব দিন কতক পবে কলিকাতাব যাইবে, তাহাব ছুটী শেষ হইয়া আসিল। তবে আব কাহাব হস্তে ভার দিয়া যাইব?

সবলা। তবে পুবোহিত ঠাকুবেব হস্তে সমুদায় ভাব দিয়া যাও। পুবোহিত ঠাকুব প্রাচীন ও ধর্ম্ম ভীরু লোক, এ সমস্ত কর্ম্ম তিনি যত্নপূর্ব্বক করিবেন। তিনি কত যত্ন ও ভক্তিব সহিত এত কাল দেবার্চ্চনা কবিতেছেন। মা, তুমি আর অমত কবিও না, জেঠাইমাও ত যাইবেন, তাঁহাব সহিত পবামর্শ করিয়া যাহা হয় একটা ব্যবস্থা কবিয়া শীঘ্র চল। তীর্থ ভ্রমণে যাইবার জন্য আমাব মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে।

মাতা। আচ্ছা, কল্য আমি প্রমীলার মাতাকে একথা বলিব। তোমার যখন যাইবাব ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তোমায় নিশ্চয় লইয়া যাইব।

মাতার বাক্য কন্যা আনন্দিত হইল। কথা বার্ত্তা শেষ হইলে মাতা-পুত্রী শয়ন করিলেন।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা।

পর দিবস সরলার মাতা ও সরলা প্রমীলার মাতার নিকট যাইয়া তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে সমুদায় কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া মিত্র-গৃহিণী সানন্দে কহিলেন—"বেশ ত, চলনা যাই; আমার ত যাওয়ার নিতান্তই ইচ্ছা আছে। এ বাটীতে আর থাকিতে ইচ্ছা হয় না; দুদিন দেবদেবী দর্শন করিয়া নয়ন মন পবিত্র করি।"

সরলার মাতা। আমার অতিথিশালার ভার কাহার উপর দিয়া যাইব সেই ভাবনাই প্রবল হইয়াছে। সরলা পুরোহিত ঠাকুরের হস্তে ভার দিয়া যাইতে বলিতেছে; তুমি কি বল?

মিত্র-গৃহিণী। সে ত বেশ কথা। তাঁহার হস্তে অতিথিশালার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, এবং তিনিও যে যত্নপূর্বক অতিথি-সৎকার করিবেন তাহা নিশ্চয়। এই ব্যবস্থায় আমার সম্পূর্ণ মত আছে। সরলা বেশ বলিয়াছে, পুরোহিত ঠাকুরের হস্তে ভার প্রদান করিয়া চল।

সরলার মাতা। তবে তাহাই করিব।

মিত্র-গৃহিণী। তাহা হইলে কবে যাওয়া স্থির হইবে?

সরলার মাতা। আর বেশী দিন বিলম্ব করিবার আবশ্যক কি? যত

শীঘ্র যাওয়া হয় ততই ভাল। ছেলেদের ত পূর্ব্ব হইতেই মত আছে, শীঘ্রই যাওয়া হইবে এই কথা আজই কলিকাতায় শরৎ ও শিশিরকে লেখা হউক। বিজয় ও বসন্তকেও একথা জানাও। আর আমাদের সঙ্গে ত সরকার মহাশয় যাইবেন?

মিত্র-গৃহিণী। হাঁ, সরকার মহাশয় যাইবেন। তদ্ভিন্ন আর বিশ্বাসী লোক কৈ? আহা! সরকার বুড়োর বিশ্বনাথ দর্শনের বড় সাধ। বেণী চাকরও যাইবে। সে কালও বলিতে ছিল—"মা ঠাকরুণের বুঝি আর তীর্থ দর্শন ঘটলো না!"

মিত্র-গৃহিণী বাটার সরকারকে ডাকাইয়া তাঁহাদের তীর্থগমনের আয়োজন করিতে, এবং কলিকাতায় শরৎকুমার ও শিশিরকুমারকে পত্র লিখিতে বলিয়া দিলেন। "বিশ্বনাথ এত দিনে তবে দয়া করেছেন!" সহাস্য বদনে এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ প্রস্থান করিলেন। বহুদিন হইতে বৃদ্ধ সরকার কাশীতে "বিশ্বনাথ" দর্শন করিবার অভিলাষ করিয়া আছেন।

সরলা হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে সংবাদ প্রদান করিতে গেল।

শৈবলিনী সকল কথা শুনিয়া কহিল—"কি আনন্দের সংবাদই দিতে এসেছ! মরে যাই আর কি!"

সরলা হাসিয়া কহিল—"কেন ভাই, ইহা কি আনন্দের সংবাদ নয়?"

শৈবলিনী। তোমার পক্ষে আনন্দের সংবাদ হইতে পারে, আমার পক্ষে নয়। সত্য সত্যই যাইবে নাকি? তোমার কথায় বিশ্বাস হইতেছে না, চল, মায়ের নিকট যাই।

সরলা হাসিয়া কহিল—"চল"। এই বলিয়া যে স্থানে সরলার মাতা ও মিত্র-গৃহিণী বসিয়াছিলেন উভয়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

শৈবলিনী কহিল—"হাঁ মা, আপনারা নাকি তীর্থদর্শনে যাইবেন? মা, আমাকেও লইয়া চলুন।"

মিত্র-গৃহিণী বধূকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে কহিলেন—"মা, তোমার তীর্থদর্শনের জন্য চিন্তা কি? তীর্থে যাইবার তোমার যথেষ্ট সময় আছে, এখন তোমাকে লইয়া যাওয়া অনেক অসুবিধা। তুমি এ বাটীতে কখনও আমাকে ছাড়িয়া থাক নাই, প্রথমে কষ্ট হইবে, পরে সে কষ্ট সহিয়া যাইবে। তোমার শাশুড়ী ত চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে না, ইহার পর ত একাকিনী থাকিতে হইবে, তবে মা, এখন হইতে সহাইয়া লও।"

মিত্র-গৃহিণীর বাক্যে শৈবলিনী রোদন করিতে লাগিল। সরলার মাতা, মিত্র-গৃহিণী ও সরলা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মিত্র-গৃহিণী কহিলেন—"ছি! মা, অবোধের মত কাঁদিও না। আমি শরৎকে পত্র দিয়া যাইব—সে মধ্যে মধ্যে আসিবে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার অধৈর্য্য হওয়া ভাল দেখায় না—স্থির হও"। এইরূপে নানা প্রকার বুঝাইয়া মিত্র-গৃহিণী শৈবলিনীকে সান্ত্বনা করিলেন।

ইতিমধ্যে সরলার মাতা প্রভৃতির তীর্থযাত্রার সংবাদ মিত্রবাটীতে রাষ্ট্র হইল। সুরবালার দাসী চাঁপা হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট যাইয়া বলিল—"বউ দিদি, একটা নূতন খবর শুনেছেন?"

সুরবালা। কি খবর?

চাঁপা। ওগো! তা' জানেন না বুঝি? বাড়ীর গিন্নি যে চল্লেন!

চন্দ্রকলা। কোথায় লো চাঁপা? গিন্নি কোথায় যাবেন?

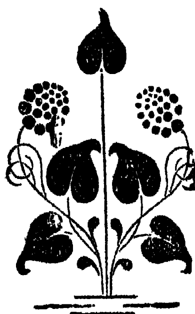
চাঁপা। তীর্থে গো, তীর্থে। গিন্নি যাবেন, সরলার মা যাবে, আর সরলা যাবে।

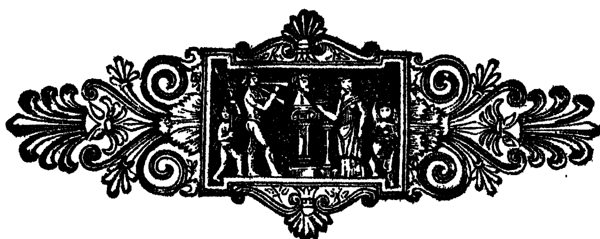
সুরবালা। তুই এত খবর কোথায় পেলি? তোকে কে বল্লে?

চাঁপা। চাঁপা কি না জানে, চাঁপাকে আবার বল্‌বে কে? চাঁপাই সকলকে সংবাদ দেয়। এতক্ষণ কত মজা দেখছিলাম। সেজবউ

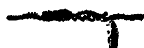
ঠাকরুণ ত "আমি যাব" বলে কেঁদে রসাতল! গিন্নি কত বোঝালেন, তবে কান্না থামে; আমি তা দেখে হেসে বাঁচি না!

সুরবালা ও চন্দ্রকলা চাঁপার প্রমুখাৎ তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইল এবং চাঁপাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দিয়া দুইজনে রহস্যালাপে মগ্ন হইল।





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।



নানা কথা।

মিত্র-গৃহিণীর পুত্রগণ সানন্দে তাঁহার তীর্থগমন প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি ও সরলার মাতা প্রভৃতি তীর্থগমনে বহির্গত হইয়াছেন।

মিত্রগৃহিণীর তীর্থভ্রমণে গমনের পর শৈবলিনীর উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ হইল। চন্দ্রকলা ও সুরবালা এই সময় তাহার প্রতি শত্রুতা সাধনের মহাসুযোগ দেখিল। শৈবলিনী এখন নিঃসহায়, তাহার পক্ষাবলম্বন করে এমন কেহই নাই। ক্রমে ক্রমে সংসারের দুইচারটী কার্য্যের ভার তাহার উপর পড়িল। শ্লেষ, ব্যঙ্গ শৈবলিনীর অঙ্গের ভূষণ হইল। "যাহাদের এত ভালবাসা, কৈ তাহাদের সহিত যাইতে পারিল না! কৈ তাহারা সঙ্গে লইয়া গেল না! আমরা মন্দ, আমাদের নিকট রাখিয়া গেল কেন? আর এখন রাত্রি দিন বসিয়া থাকিলে চলিবে না, সংসারের দুই একটা কাজ করিতে হইবে" ইত্যাদি নানারূপ বাক্যবাণ শৈবলিনীর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। শৈবলিনী কোন কথার উত্তর না দিয়া নীরবে সমুদয় সহ্য করিতে লাগিল। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত তখন অন্তরালে যাইয়া নীরবে

রোদন করিত। সে সন্তুষ্ট চিত্তে সংসারের অনেক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল এবং যত্নের সহিত সেই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে লাগিল, তথাপিও সুরবালা ও চন্দ্রকলার মন পাইল না। প্রতি কার্য্যে তাহাদের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে লাগিল।

মিত্র-গৃহিণী শরৎকুমারকে মধ্যে মধ্যে বাটী আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন। শরৎকুমার একদিন শিশিরকুমারকে কহিলেন—"আমি মনে করিতেছি আগামী শনিবারে বাটী যাইব, রবিবারে ফিরিয়া আসিব, তাহা হইলে পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। মা যাইতে লিখিয়া গিয়াছেন, এবং না যাইলেও নয়, একবার দেখিয়া শুনিয়া আসি, তুমি কি বল?"

শিশির। বেশ ত, শনিবারে বাটী যাও না, আমার ত তাহাই ইচ্ছা। আর মা হঠাৎ তীর্থভ্রমণে গমন করিলেন কেন, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

তীর্থ-গমন সম্বন্ধে মাতার পত্র পাইয়াই শিশিরকুমারের মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে হয়ত এই তীর্থভ্রমণের সহিত বিজয়া দশমীর রাত্রিতে সরলার নিকট তাহার মনোভাব ব্যক্ত করার কোন সম্বন্ধ আছে; হয়ত সরলার মাতা ও তাঁহার (শিশিরকুমারের) মাতা উভয়েই সে ঘটনার বিষয় শুনিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা পরামর্শ করিয়া সরলাকে লইয়া স্থানান্তরে যাইতে-ছেন। সেই সময় হইতেই শিশিরকুমার এই সকল চিন্তা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। মাতা প্রভৃতির তীর্থ গমনের প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি বাটী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভয় ও লজ্জা বশতঃ যাইতে পারেন নাই। শিশিরকুমার প্রকাশ্যে বলিলেন—"মা অনেক দিন হইতে তীর্থভ্রমণে যাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন বটে এবং আমরাও সকলে পূর্ব্বে সম্মতিপ্রদান করিয়াছিলাম কিন্তু সম্প্রতি যাওয়া সম্বন্ধে ত কোন কথা বলেন নাই।"

শরৎ। প্রথমে আমার মনে কোনও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই সুতরাং তাঁহার প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সন্দেহ হইতেছে যে হয়ত তিনি সাংসারিক গোলযোগে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

শিশির। তীর্থ-ভ্রমণে যাইবেন সেত ভালই, কিন্তু যদি তোমার অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে আমরা বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। সেই সময় আমাদের বাটী গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল।

শরৎ। যাহা হউক বাটী গিয়া বোধ হয় সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিব।

শনিবার অপরাহ্ণে শরৎকুমার হুগলি গমন করিলেন এবং বাটী গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিজয়কুমার কহিলেন—"হাঁ, বাটীর সমস্ত কুশল, আর মা এখানে নাই তাহা বোধ হয় শুনিয়াছ।"

শরৎ। শুনিয়াছি। তিনি এ সময়ে তীর্থ ভ্রমণে যাইবেন তাহাত পূর্ব্বে শুনি নাই, হঠাৎ পত্র পাইলাম যে তাঁহার তীর্থযাত্রার দিনস্থির হইয়াছে। মা কতদিন পরে আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন?

বিজয়। মা অনেক দিন হইতে তীর্থদর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, আমরা সকলেই ত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম, এত দিন যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, সম্ভবতঃ কাকিমার এতদিন যাইবার বিশেষ আগ্রহ ছিল না, এখন উভয়েরই ইচ্ছা হইয়াছে সেই জন্যই গিয়াছেন। তাঁহারা কবে ফিরিয়া আসিবেন তাহাও কিছু বলিয়া যান নাই। শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিবেন বলিয়া গিয়াছেন; ছয় সাত মাস ত হইবেই।

এই কথার পর তিন ভ্রাতায় সংসারের অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা হইল। আহারাদির পর শরৎকুমার শয়ন করিতে নিজ কক্ষে গমন করিলেন। কক্ষে কেহ নাই দেখিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া এক খানি পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই কক্ষে শৈবলিনী প্রবেশ করিল এবং স্বামীর নিকট গিয়া বসিল।

শরৎকুমার শৈবলিনীর দেহের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"শৈবলিনী, তুমি এমন হইয়াছ কেন?"

শৈবলিনী। কেন, কি হইয়াছি?

শরৎ। এই কয় দিনের মধ্যে, অতিশয় কাহিল হইয়াছ দেখিতেছি। কোনও অসুখ হইয়াছে কি?

শৈবলিনী। না, কোনও অসুখ হয় নাই। তোমার কতদিনের ছুটী?

শরৎ। ছুটী নাই, আমি কল্যই যাইব।

শৈবলিনী। কল্যই কেন?

শরৎকুমার হাসিয়া বলিলেন—"না গেলে পড়ার ক্ষতি। কল্য রবিবার, কলেজ বন্ধ আছে, সেই জন্য তোমাদিগকে একবার দেখিতে আসিয়াছি।"

শৈবলিনী। লেখা পড়ার ক্ষতি করিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি দিদিদের সহিত দেখা করিয়াছিলে?

শরৎ। না।

শৈবলিনী। ভাল কর নাই। কল্য প্রাতেই তাঁহাদের সহিত দেখা করিও।

শরৎ। কেন? পূর্ব্বে ত সকল সময় বাটী আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম না। এখন বাটীর নিয়ম বদলাইয়া গিয়াছে না কি?

শৈবলিনী। নিয়ম আর কি বদলাইবে, আমার নিজের মনের কথা বলিতেছি। তাঁহাদের সহিত দেখা করা বোধ হয় ভাল।

শরৎকুমার মনে মনে হাসিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন—"আচ্ছা, দেখা করিব।"

শৈবলিনী। হাঁ, ভুলিয়া গিয়াছিলাম, ঠাকুরপো, ঠাকুরঝি ও ঠাকুর-জামাই ভাল আছেন ত?

শরৎ। সকলেই ভাল আছেন।

শরৎকুমার শৈবলিনীকে জ্যেষ্ঠাভ্রাতৃবধূদ্বয় সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিলেন না। মনে করিলেন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, শৈবলিনী তাঁহার কথায় প্রকৃত উত্তর দিবে না, কার্য্যক্ষেত্রে সমুদায় জানিতে পারিবেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—"শৈবলিনী, আমি সমস্ত বুঝিয়াছি, তুমি সমস্ত সহ্য করিয়া যাইও। দুঃখের সময় ভগবানকে স্মরণ করিও। তিনি দুঃখহারী, বিপদে সকলেরই বন্ধু, তিনি আমাদের সহায়। তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিও, তাহা হইলে তোমার কোন কষ্ট থাকিবে না। সহিষ্ণুতাই রমণীর গুণ, সে সহিষ্ণুতা ত্যাগ করিও না।"

শরৎকুমার নীরব হইলেন। সে রাত্রিতে সংসার সম্বন্ধে তাঁহাদের আর কোনও আলোচনা হইল না।





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রপ্রদান।

সেই দিন রাত্রিতে মিত্রবাটীর অন্যতম কক্ষে বিজয়কুমার ও সুরবালায় এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

সুরবালা। তাহা কখনই হইবে না, এবার তোমাকে বলিতেই হইবে। আমি যখনই তোমায় ঐ কথা বলি তখনই তুমি বল আরও কিছু দিন যাক। এবার তাহা শুনিতেছি না; কাল তোমায় এই কথা বলিতেই হইবে।

বিজয়কুমার হাসিয়া বলিলেন—"আজও বলিতেছি আরও কিছু দিন যাউক, ওরা একটু মানুষ হউক, তাহার পর যাহা হয় করা যাইবে। উহারা এখনও একরূপ নাবালক, আমরাই উহাদের অভিভাবক, এখন যদি আমরা উহাদের পৃথক করিয়া দিই তাহা হইলে লোকে কি বলিবে? উহাদের সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়।"

বিজয়কুমারের কথায় সুরবালার ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল—"তবে তোমার ভাইদের লইয়া থাক, আমরা দুই জায়ে বাপের বাটী চলিয়া যাইব, এ বাটীতে কখনই থাকিব না। কেন, আমরা কি বাপ্ মায়ের মেয়ে নই? তাঁহারা কি আমাদের একেবারে বিক্রয় করিয়াছেন

যে তোমাদের বাটীর সকলের লাথি ঝাঁটা খাইয়া এখানে থাকিব? সেজ বউ শাশুড়ীর সুয়ো বউ, আর আমরা তাঁর দুয়ো বউ! কেন, আমরা তাঁর কি বেটার বউ নই যে তাই আমাদের প্রতি এত তাচ্ছিল্য! এই সব দেখিয়া শুনিয়া সেজ বউও শিখিয়াছে, আমাদের মোটেই মানে না, কোন কথা বলিলে গ্রাহ্য করে না, যেন আমরা তাঁর দাসী! আমি কখনই এ অপমান সহ্য করিতে পারিব না, কাল যেখানে দুই চক্ষু যাইবে সেখানে চলিয়া যাইব। দুইটী কচি ছেলে বৈত নয়, তাদের আমার মা বাপ দুমুটো খাইতে দিতে পারিবেন!"

সুরবালার পদ্মপলাশ লোচন দিয়া টপ্ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এইবার বিজয়কুমার অন্ধকার দেখিলেন। তিনি ব্যস্ত ভাবে সুরবালার নয়ন মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—"সুরবালা, কেঁদনা, তোমার অপমান করে কাহার সাধ্য! তুমি মিত্র পরিবারের কর্ত্রী—সর্ব্বেসর্ব্বা, তোমার অপমান করে কাহার এত স্পর্দ্ধা!"

সুরবালা অশ্রু মুছিয়া অভিমান ভরে বলিল—"যাও, তোমার ভাল-বাসা জানাইয়া আর কাজ নাই; তোমার যত ভালবাসা জানা গিয়াছে! আমার মত হতভাগিনী এ জগতে আর কে আছে! সকলে অগ্রাহ্য করিবে, স্বামীর নিকট দুঃখ জানাইব, তিনিও অগ্রাহ্য করিবেন। আমার বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার মত হতভাগিনী রমণীর মরণই মঙ্গল"।

তাহার নয়ন যুগলে পুনরায় অশ্রু দেখা দিল।

বিজয়কুমার প্রমাদ গণিলেন এবং বলিলেন—"সুরবালা, বল আমাকে কি করিতে হইবে! আমি প্রাণ দিয়া তোমার সন্তোষ সাধন করিব। তোমার নয়নে জল দেখিয়া আমার হৃদয়ে এককালে শত শেল বিদ্ধ হইতেছে।"

সুরবালা দেখিল এইবার তাহার ঔষধ ধরিয়াছে, সে স্বামীর নিকটে সরিয়া বসিল এবং তাহার মুখপানে চাহিয়া অভিমান ভরে কহিল—"তুমি কাল শরৎকে পৃথক হইবার জন্য বলিও। বোধ হয় সে শীঘ্র চলিয়া যাইবে, কাল নইলে আর বলিবার তেমন সুবিধা পাইবে না। দেখ, সাধ করিয়া কি পৃথক হইবার কথা বলি, অনেক জ্বালায় বলি; সেজ বউএর এত বড় বুকের পাটা যে আমায় বলে কি না 'তুমি কে যে তোমার কথা শুনিব?' আমি বড় জা, আমায় মান্য করিবে, আমি যাহা বলিব তাহা শুনিবে, তবে ত তাহার প্রতি স্নেহ জন্মিবে। সে ছোট হইয়া আমায় এই সকল কথা বলিবে, আমি বড় জা হইয়া কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিব না! আবার লোকের নিকট আমাদের নিন্দা করিবে! সে সব কথা তোমার নিকট বলিলে তোমার মনে কষ্ট হইবে, সে সব কথায় আর প্রয়োজন নাই। তুমি কল্যই শরৎকে পৃথক হইতে বল। তাহার স্ত্রীর কত তেজ তাহা একবার দেখিব। তুমি নিজে সংসার চালাইতেছ, উহাদের লেখা পড়া শিখাইতেছ, তবুও তোমার নাম নাই। লোকের নিকট উহারা ভাল, আর আমরা মন্দ। আমরা মন্দ, মন্দই থাকিব, ভালদের লইয়া ভাল হইতে চাহি না! সেজ বউএর দর্প আর কত সহ্য করিব? দেখুক না কত ধানে কত চাল!

বিজয়। বটে! সেজ বউএর এমন স্বভাব তা ত আমি জানিতাম না। সেজ বউকে আমার ভাল বলিয়াই ধারণা ছিল। আচ্ছা, কাল শরৎকে সমস্ত বলিব এবং সেজ বউকে শাসন করিতেও বলিব।

সুরবালা। শাসন করিবে ত ছাই, তাহাকে আরও মাথায় তুলিবে! সেজ বউএর নাম করিতে তোমার ভাই অজ্ঞান, তোমার কথা কি সে বিশ্বাস করিবে? লাভের মধ্যে দুইটা অপমানের কথা বলিবে। আপনার মান আপনার কাছে, তাই ভালয় ভালয় সরিয়া পড়িতে

বলিতেছি। আমাদের কত মান্য করে তাহাও দেখিতেই পাইতেছি। আজ বাটী আসিয়া একবার আমার সহিত দেখাও করিলনা!

বিজয়কুমার আর কিছু বলিলেন না। তাঁহার মনটা কিছু উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, শরৎকুমারকে পৃথক হইবার কথা বলিবেন স্থির করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে বিজয়কুমার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া শরৎ-কুমারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শরৎকুমার আসিয়া ভ্রাতার নিকট বসিলেন এবং প্রফুল্লভাবে ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বিজয়কুমারের মন কিছু ভার ভার, শরৎকুমার তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ভ্রাতার নম্র কথায় ও তাহার সরল ব্যবহারে বিজয়কুমারের মনের উগ্রতা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"ইহাদের মনের ভিতর কি এত খলতা ও কপটতা আছে? না, না, তাহা হইতে পারে না। এত নম্রতা, এত সরল ব্যবহার, এত সম্মানপ্রদর্শন সমস্তই কি কপটতাপূর্ণ?"

বিজয়কুমার শরৎকুমারকে যে কথা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা মুখে আসিল না। শরৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদা, আপনি বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, বিশেষ কথাত কিছুই বলিলেন না?"

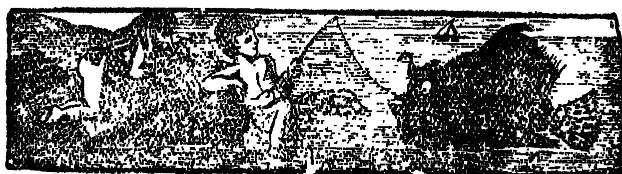
বিজয়। বিশেষ কথা এমন কিছুই নয়। দেখা করিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম। তুমি কি আজই কলিকাতায় যাইবে?

শরৎ। আজই যাইব, নতুবা পড়া শুনার ক্ষতি হইবে।

বিজয়। না, না, পড়ার ক্ষতি করিও না, দুই জনে মন দিয়া পড়া শুনা করিও। যাহাতে শীঘ্র নিজেদের উন্নতি করিতে পার তাহার চেষ্টা করিবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। পরে শরৎকুমার বিজয়-কুমারের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন।

সেই দিন বিজয়কুমারকে নাকি সুরবালার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল।





ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন সংবাদ।

"প্রেমেরা, প্রেমেরা, শীঘ্র ওঠ" !

পালঙ্কে প্রমীলা শয়ন করিয়াছিল। তাহার স্বামী সতীশচন্দ্র গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"প্রেমেরা, প্রেমেরা, শীঘ্র ওঠ।"

প্রমীলা উঠিলনা, কহিল—"কি—বলনা!"

সতীশ : একটা নূতন সংবাদ এনেছি।

প্রমীলা। কি নূতন সংবাদ ?

সতীশ। সরলার তীর্থ যাত্রা।

প্রমীলা। ও সংবাদে নূতনত্ব কিছুই নাই।

সতীশ। কেন, অগ্রে শুনিয়াছ না কি ?

প্রমীলা। সেজ দাদা আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। এই সংবাদ ? না—আর কিছু আছে ?

সতীশ। আছে বৈকি, বসে শুননা ?

প্রমীলা। বল—শুনছি। এমন কথা যে না বসে শুনা যায় না ?

সতীশচন্দ্র একটী হারমোনিয়ম লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সুর পঞ্চম হইতে ষষ্ঠে, ষষ্ঠ হইতে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল। হারমোনিয়মের সুর প্রমীলার ভাল লাগিতেছিলনা—সে বিরক্ত হইয়া কহিল—"রক্ষা কর, আর বাজাইতে হইবেনা। মাথা ধরিয়া গেল।"

সতীশচন্দ্র কোনও উত্তর করিলেন না, আপন মনে বাজাইতে লাগিলেন। প্রমীলা উঠিয়া হারমোনিয়ম সরাইয়া রাখিল।

সতীশচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন—"তুমি বেশ লোক ত দেখ্‌ছি, বাজাইতে দাও না কেন?"

প্রমীলা। সাধ করে বাজাইতে দিই না? পাছে তোমার বাদ্য শ্রবণে কেহ পাগল হইয়া যায়, সেই ভয়ে দিই না! হারমোনিয়মের শব্দে কানে তালা লেগে গেছে!

সতীশ। আচ্ছা, ভাল করিয়া বাজাইতেছি, হারমোনিয়ম দাও। তুমি একটি গান কর।

প্রমীলা। তা' হলেই বেশ হয়! তা তুমি বাজাও, তোমার দুই বোন এখানে আছে, আমি তাহাদের ডাকিয়া দিই। তুমি বাজাও, তাহারা আসিয়া একজন নাচুক, আর একজন গান করুক।

প্রমীলা প্রস্থানোদ্যতা হইল দেখিয়া সতীশচন্দ্র কহিলেন—"চলিলে যে? ব'সনা, দু'টা গল্প করা যাক। আর হারমোনিয়ম বাজাইব না, তুমি বস।"

প্রমীলা বসিল এবং একটু পরে হাসিয়া কহিল—"তুমি হাসিতেছ যে?"

সতীশ। তুমি হাসিতেছ যে?

প্রমীলা। আমি হাসিতেছি তোমার রকম দেখে। তুমি হাসিতেছ কেন?

সতীশ। আমি হাসিতেছি তোমার হাসি দেখে। আমার কি রকম দেখে তোমার হাসি এল?

প্রমীলা। তুমি বলি বলি করিতেছ অথচ বলিতেছ না, তাই আমার হাসি পাইতেছে। ও কি! মুখের দিকে এক দৃষ্টে পাগলের মত চাহিয়া রহিয়াছ কেন? বোধ হইতেছে যেন আমায় কখন দেখ নাই।

সতীশচন্দ্র প্রমীলাকে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া কহিলেন—"পাগল যে তুমি করিয়াছ, প্রেমেরা!" এই বলিয়া প্রমীলার আরক্তিম গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলেন।

প্রমীলা লজ্জায় বদন অবনত করিল। সতীশচন্দ্র দক্ষিণ হস্তে প্রমীলার নত মুখ খানি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন—"প্রমীলা, তোমার ছেলে বেলার সেই লজ্জা টুকু এখনও গেল না? শিশির বাবু বলেন যে সরলা অতিশয় লজ্জাশীলা। আচ্ছা, প্রমীলা, সে কি তোমার অপেক্ষাও লাজুক? তাহাত আমি অনুমান করিতে পারি না। তোমার মত আর কেহ স্বামীর নিকট এত লজ্জা করে না।"

প্রমীলা। তুমি সরলাকে কখনও দেখ নাই সেইজন্য ওরূপ বলিতেছ, দেখিলে বলিতে পারিতে না। তাহার ন্যায় সৎস্বভাবসম্পন্না, শান্ত, নম্র প্রকৃতির স্ত্রীলোক আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না।

সতীশ। সেই জন্যই তোমার ছোট দাদা অত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সরলাকে লাভ করিতে তাঁহার প্রবল বাসনা।

প্রমীলা কোন উত্তর না করিয়া গম্ভীর ভাবে সতীশচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল। সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার বুঝি আমার কথা বিশ্বাস হইতেছে না, কেমন?"

প্রমীলা ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"তুমি কেন ওরূপ কথা বলিতেছ? তুমি তামাসা করিয়া বলিতেছ বলিয়া মনে হয় না। তুমি কি এ সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছ?"

সতীশ। তামাসা করিয়া বলিতেছি কিনা তুমি কিরূপে বুঝিলে?

বোধ হয় তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান, সেইজন্য আমার কথা তামাসা বলিয়া মনে হইতেছে না।

প্রমীলা। তা হউক, তুমি সত্য সত্যই কি কিছু শুনিয়াছ?

সতীশ। বিশেষ কিছুই নয়। আজ বৈকালে শিশিরের বাসায় গিয়াছিলাম; দেখিলাম, শিশির নিদ্রিত। আমি নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম, সেই সময় শিশির ঘুমের ঘোরে কয়েকটী কথা বলিয়াছে, সেই কথা শুনিয়াই আমি এইরূপ অনুমান করিয়াছি। কিন্তু সে সকল কথা হইতে স্পষ্ট কিছুই বুঝা যায় না। সে সকল কথা যে সরলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে তাহা আমি নিজেই বলিতেছি, তাহার কথা হইতে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তাহার কথায় বিরক্ত হইয়া কেহ কোথাও চলিয়া গিয়াছে এইরূপ ভাবের কথা সে ঘুমের ঘোরে বলিয়াছিল।

প্রমীলা। ছোট দাদা সরলাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসেন, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, এবং সেজন্য যে ছোট দাদাকে কষ্ট পাইতে হইবে তাহাও জানি।

সতীশ। কষ্ট পাইতে হইবে কেন?

প্রমীলা। তুমি আজ যে কথা বলিলে, আমি এবার হুগলি যাইয়া ঠিক ঐ রূপই বুঝিয়া আসিয়াছি। ছোট দাদার ব্যবহার দেখিয়া তিনি যে ক্রমশঃ সরলার অনুরক্ত হইয়া পড়িতেছেন আমার এইরূপ মনে হইত। ছোটদাদা খুব বুদ্ধিমান ও চাপা লোক এজন্য বিশেষ কিছু জানা যায় না।

সতীশ। তোমরা কেন যাহাতে তাঁহার কষ্ট না হয় তাহা কর না?

প্রমীলা। কি, সরলার সহিত ছোটদাদার বিবাহ দিবার কথা বলিতেছ?

সতীশ। হাঁ।

প্রমীলা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"যাও! ও কি কথা! সরলার কথায় তোমার তামাসা!"

সতীশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"তা—তাতে দোষ কি? যদি উহাদের দুজনেই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়; তাহা হইলে তাহার পরিণাম ফল কিরূপ দাঁড়াইবে কে জানে?"

প্রমীলা গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"আমি কোনও কুফলের আশঙ্কা করিনা।"

সতীশ। আচ্ছা, সরলার মনের ভাব কি? তুমি ত বল সেও শিশিরকে খুব ভালবাসে।

প্রমীলা। হাঁ, ছোটদাদাকে খুব ভালবাসে, কিন্তু অন্য ভাবে নয়; আমি যেমন তাঁকে ভালবাসি, সেও তেমনি ভালবাসে। আমরা তিন জনে ছেলে বেলায় সর্ব্বদাই একত্র থাকিতাম, একত্র খেলা করিতাম, ভ্রাতৃভাব ভিন্ন তাহার মনে ছোটদাদার প্রতি অন্য ভাব নাই, ইহা আমি বিশেষরূপে বুঝিয়াছি। সরলা তাহার মাতার নিকট প্রথম হইতেই অতি উচ্চ ভাবের শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। সরলা সাংসারিক সুখের প্রত্যাশিনী নহে। সে সারবস্তু চিনিয়াছে, নিজের আত্মা পরমাত্মার চিন্তায় লিপ্ত করিয়াছে। সৎ শিক্ষায় সে মহৎ জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার মহৎ অন্তঃকরণে এ সকল ক্ষুদ্র চিন্তা স্থান পায় না।

সতীশ। শিশিরও ত নির্ব্বোধ নয়—

বাধা দিয়া প্রমীলা কহিল—"না, না, ছোটদাদার চরিত্র অতি মহৎ। তিনি নিজের মনের কথা কখনই বাহিরে প্রকাশ করিবেন না। ভালবাসা ইচ্ছাধীন বিষয় নহে, সুতরাং সরলাকে ভালবাসার জন্য কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। ব্যবহারে কেহ কখনই তাঁহার দোষ দেখিতে পাইবে না ইহা আমি বেশ জানি। কিন্তু আমার ভয় হয় তিনি আর বিবাহ করিবেন না। তিনি বিবাহে অনেক দিন হইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনের ভাব আমরা কেহই কিছু জানিতাম না।"

সতীশ। সেই জন্যই শিশিরকে প্রায়ই চিন্তিত দেখিতে পাই। আমরা মনে করিতাম সে পারিবারিক গোলযোগের জন্যই ঐরূপ চিন্তিত থাকে। ভাল, শিশিরের মনোভাব আর কেহই কি বুঝিতে পারেন নাই?

প্রমীলা। না, আমার ত সেইরূপ বিশ্বাস।

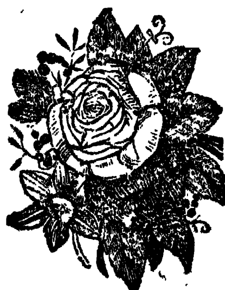
সতীশ। সরলাও জানে না?

প্রমীলা। কিছুমাত্রও না। আমি এখানে আসার পর যদি কোনও নূতন ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস ছোটদাদা নিজের মনোভাব সরলার নিকট গোপন রাখিতেই চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সতীশ। তাহা হইলে এ সময়ে সরলার তীর্থ ভ্রমণে যাওয়া শিশিরের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় হইয়াছে। সরলার অনুপস্থিতি শিশিরের মতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

প্রমীলা দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া কহিল—"জগদীশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে, আমরা কে কি করিতে পারি!"

প্রমীলা নীরব হইল। এমন সময়ে ঘড়িতে টং, টং করিয়া দুইটা বাজিল। সতীশচন্দ্র কহিলেন—"প্রেমেরা, রাত্রি অনেক হইয়াছে, শয়ন করা যাউক।"





বিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশীধাম।

সরলা মাতার সহিত অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া এখন কাশীধামে বাস করিতেছে। মণিকর্ণিকাঘাটের অতি নিকটেই তাহাদের বাসা। তাহাদের বাসাবাটীর নিম্নদেশে স্রোতস্বিনী ভাগিরথী কল কল রবে প্রবাহিতা, স্থানটী অতি মনোরম। সরলার মাতা, সরলা ও মিত্র-গৃহিণী বড়ই আনন্দের সহিত তথায় বাস করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে মনিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া তথায় পূজা আহ্নিক সমাপন করেন, পরে বিশ্বেশ্বরও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরে গমন করেন, তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করতঃ পূজা দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথে ভিখারীগণকে যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করেন। তাঁহারা পুণ্যস্থানে শান্তিপূর্ণহৃদয়ে বাস করিতেছেন। কাহারও মনে কোনও শোক দুঃখ নাই, হিংসা-দ্বেষ-কুটিলতা নাই, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নাই। তাঁহাদের হৃদয় আনন্দ ও শান্তিপূর্ণ। মিত্র-গৃহিণী বহুদিন পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; কাশীতে একজন মহাত্মা সরলা ও তাহার মাতাকে দীক্ষিত করিয়াছেন। সেই মহাপুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হওয়ায় সরলার ও তাহার মাতার আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার শিষ্যত্ব সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তিনি সরলা ও তাহার মাতাকে অতিশয় যত্ন করেন। তাঁহাদের দেখিয়া

অবধি তাঁহার মনে কেমন অপূর্ব্ব বাৎসল্য স্নেহের আবির্ভাব হইয়াছে। সরলার ধর্ম্মশীলতা, ন্যায়পরতা ও জ্ঞানলিপ্সা দর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছেন।

সরলা তাহার মাতাকে মধ্যে মধ্যে বলে—"মা! আর দেশে যাইও না, এমন পুণ্যস্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না। যে স্থানে প্রত্যহ গুরুদেবের দর্শন পাওয়া যায়, এমন অতুল আনন্দভোগ করা যায়, প্রত্যহ বাবা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মায়ের দর্শন লাভ হয়, এমন সুখময় স্থান—মর্ত্ত্যের স্বর্গরাজ্য—ত্যাগ করিয়া সংসারের কোলাহলে আর প্রবেশ করিও না।"

সরলার মাতা একদিন সরলার পূর্ব্ব প্রস্তাবে উত্তর করিলেন,—"মা! নিয়তির চক্র কখন কিভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। তোমার আমার মনে যাহা আছে তাহা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয় তবে তাহা পূর্ণ হইবে না। মানবের ইচ্ছাধীন কিছুই নহে। যে কয়দিন তিনি এই পবিত্র স্থানে আমাদের রাখিবেন সেই কয়দিন আমরা এখানে থাকিব, তৎপরে তাঁহার ইচ্ছায় আবার যেখানে লইয়া যাইবেন সেই স্থানেই যাইব। তিনি যাহা করেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য, ইহা নিশ্চয় জানিও, মা। আমাদের অদৃষ্টে যে এমন সদ্‌গুরু লাভ হইবে তাহা কখনও মনে ভাবি নাই—ইহা স্বপ্নাতীত। এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে পাইয়াছি, ইহা ভগবানের কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়, মা।"

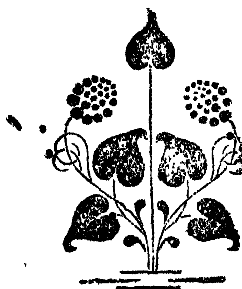
সরলা মাতার কথা শুনিয়া কোনও উত্তর করিল না। মনে মনে বলিল—"প্রভু! তোমার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে; সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়।"

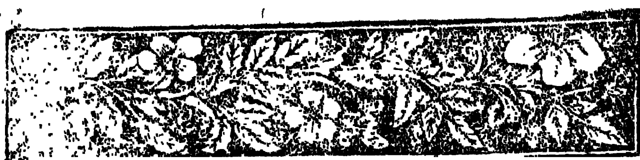
গুরুদেব মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাও একাগ্রচিত্তে উপদেশবাক্য সমুদয় শ্রবণ করেন। গুরুদেবের

উপদেশ বাক্য শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়, তাঁহারা তন্ময় হইয়া যান ও ভক্তি অশ্রুতে তাঁহাদের চক্ষুদ্বয় প্লুত হয়। তাঁহাদের মনে হয় এমন মধুর স্বর, এত স্নেহ, এত পবিত্রতা, এত পরদুঃখকাতরতা, এমন সুন্দর দেবমূর্ত্তি বুঝি মর্ত্ত্যের নয়।

সরলা ও তাহার মাতা সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যশালিনী মনে করেন। তাঁহাদের গুরুদেব শ্রীমৎ বিমলানন্দ স্বামীও তাঁহাদের ন্যায় ভক্তিমতী, ধর্ম্মশীলা শিষ্যা পাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছেন।

এইরূপে সরলার মাতা প্রভৃতি কাশীতে সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কে বলে এ জগতে সুখ নাই? যেখানে ধর্ম্ম সেই স্থানে শান্তি, যেখানে শান্তি সেইখানে সুখ। সরলা ও তাহার মাতা গৃহী হইয়াও তপস্বিনী, কামনার মধ্যে থাকিয়াও নিষ্কাম। দয়া, ধর্ম্ম, পবিত্রতাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন।





একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাদ।

কাশীতে যে সময়ে মিত্র গৃহিণী মনের আনন্দে, শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে কাল-যাপন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বাটীতে ঘোর অশান্তি অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

বিজয়কুমারের দুইটী পুত্র, তাহাদের বয়স যথাক্রমে পাঁচ ও তিন বৎসর। বসন্তকুমারের একটী মাত্র কন্যা, বয়স চারি বৎসর। শরৎ কুমারের অদ্যাপি কোন সন্তানাদি হয় নাই।

বিজয়কুমারের জ্যেষ্ঠপুত্রের সহিত বসন্তকুমারের কন্যার বিবাদ উপ-লক্ষে চন্দ্রকলার সহিত সুরবালার মনান্তর ঘটে, ক্রমে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই জনের অত প্রণয়, এক মন প্রাণ, কিন্তু এক্ষণে উভয়ে উভয়ের ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। কেহ কাহারও একটা কথা সহ্য করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে পরস্পরের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। উভয়েই উভয়ের নামে নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া স্ব স্ব স্বামীর মন ভারী করিতে লাগিল। পরিশেষে ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ বাধিল। বসন্তকুমার একদিন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন—"আমি কাহা-রও অন্নপ্রার্থী নহি। আমার সম্পত্তি আমায় বুঝাইয়া দাও, নচেৎ ভাল হইবে না। যদি আপন আপন মান সকলে বজায় রাখিতে চাও, তবে পৃথক হও।"

বিজয়কুমার উত্তর করিলেন,—"বেশ কথা, সেত ভালই, আমি ত তাহাই চাই।"

শরৎকুমার ও শিশিরকুমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইলেন। তাঁহারা উভয়ে ভ্রাতৃবিরোধ মিটাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল, কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বরং তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

বিজয়কুমার কহিলেন,—"তোমরা কি আমায় শিক্ষা দিতে আসিয়াছ? আমা অপেক্ষা তোমরা বেশী বুদ্ধিমান? আচ্ছা যাও, তোমরা নিজের বুদ্ধি লইয়া থাক, আমি কাহারও বুদ্ধি চাহি না।"

বিজয়কুমারের নিকট তিরস্কৃত হইয়া পুনরায় তাঁহারা বসন্তকুমারের নিকট গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে বিবাদ ভঞ্জন করিতে কহিলেন।

বসন্তকুমার উত্তর করিলেন—"তোমরা বারম্বার আমাকে বিরক্ত করিও না। তোমরা যে আমার বড় হিতৈষী তাহা জানিতে বাকী নাই, আর অধিক আত্মীয়তার প্রয়োজন নাই। যাও, তোমাদের সহিত আমার আর কোনও সম্পর্ক নাই।"

শরৎকুমার ও শিশিরকুমার ভ্রাতৃদ্বয়ের বাক্য শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, পরে পল্লীস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে—"যাহাতে আমাদের গৃহ বিবাদ মিটিয়া যায় তাহা আপনারা করুন।" তাঁহারা বলিলেন—"দেখ শরৎ, দেখ শিশির, বিজয় ও বসন্ত আমাদের কথা শুনিবে না। যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় তোমাদের গৃহবিবাদ সহজে মিটিবে না। যখন আমাদের অনুরোধ বিজয় ও বসন্তের নিকট গ্রাহ্য হইবে না তখন তাহাদিগকে বৃথা বলায় ফল কি? পুণ্যাত্মা হরপ্রসাদ বাবুর সংসার যে এইরূপে "মাটি" হইবে তাহা কেহ মনে করে নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়! তোমাদের ভ্রাতায় ভ্রাতায় বেশ

মিল ছিল, হঠাৎ এতদূর হইল যে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইল! বড়ই পরিতাপের বিষয়!"

শরৎকুমার ও শিশিরকুমার যাঁহার নিকট গমন করেন তাঁহারই মুখে কেবল এইরূপ নানা কথা শুনিতে পান। ভ্রাতৃকলহের পরিণাম চিন্তা করিয়া দুই ভ্রাতায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে বিষয় সম্পত্তি ও বসতবাটী বিভাগ হইয়া গেল। শরৎ-কুমার ও শিশিরকুমার এক সঙ্গে থাকিলেন; বিজয়কুমার ও বসন্তকুমার উভয়ে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শরৎকুমার ও শিশিকুমারের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা এখন বাটীতেই আছেন।

শৈবলিনী স্বামীর মনঃকষ্ট দেখিয়া নীরবে রোদন করে, আর ভাবে—"হায়! কেন এমন হইল, এমন সোণার সংসার কি পাপে ছারখার হইল! হা ভগবান্! কেন ইহাঁদের দুর্ব্বুদ্ধি ঘটাইলে! হরি হে! আবার সেইরূপ সুখের সংসার করিয়া দেও। আমি মহাপাপী, কত পাপ করিয়াছি তাই স্বামীর মনঃকষ্ট দেখিতেছি!"

পৃথক হইয়া সুরবালা এবং চন্দ্রকলা আনন্দিত হইল। সুরবালা ভাবিল এইবার চন্দ্রকলা ও শৈবলিনী জব্দ হইল; চন্দ্রকলা ভাবিল এই-বার সুরবালা ও শৈবলিনী জব্দ হইল। কিন্তু শৈবলিনীকে আর পূর্ব্বের ন্যায় লাঞ্ছিত করিতে না পারায় তাহারা উভয়েই মনঃকষ্ট পাইতে লাগিল। নিরপরাধা শৈবলিনী তাহাদের চক্ষুশূল। শৈবলিনীর কেহ সুখ্যাতি করিলে তাহাদের অঙ্গে যেন বিষ ঢালিয়া দেয়।





দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্মশানে।

ভগবানের বুঝি ইহাও সহ্য হইলনা—সরলার এসুখ তাঁহার বুঝি আর ভাল লাগিলনা—আবার নূতন খেলা খেলিতে ইচ্ছা হইল। তিনি সরলার জন্য নূতন দুঃখের সৃষ্টি করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর সরলার মাতা প্রভৃতি দেবদেবী দর্শন করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। বাটীতে আসিয়া সরলার মাতা কহিলেন—"আজ আমার শরীর বড় অসুস্থ বোধ হইতেছে, আমি একটু শয়ন করি। মা সরলা, তুমি তোমার জেঠাই মায়ের নিকট বস।" এই বলিয়া তিনি গৃহ মধ্যে যাইয়া শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সরলা মাতার নিকট গমন করিয়া দেখিল তাহার মা ঘরের মেজেয় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন। সরলা মাতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তোমার কি অসুখ হইয়াছে? ওরূপ ছট্‌ফট্ করিতেছ কেন? কি অসুখ করিতেছে বল, আমি জেঠাই মাকে বলি।"

সরলার মাতা নয়ন মেলিয়া কন্যার পানে চাহিলেন এবং ক্ষীণস্বরে গুরুদেবকে ডাকিতে বলিলেন। সরলা তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যাকে গুরুদেবকে সংবাদ দিতে পাঠাইল এবং নিজে প্রমীলার মাতাকে সঙ্গে

লইয়া মাতার নিকটে আসিয়া বসিল ও তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল এবং ক্ষণে ক্ষণে মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিমলানন্দ স্বামী সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সরলার মাতার প্রতি কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"মা, উঠিতে পারিবে কি?"

গুরুদেবের কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র সরলার মাতা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন এবং উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া গুরুদেব সরলার মাতার হস্ত ধরিয়া কহিলেন —"মা, এইবার উঠ, দেখি।"

সরলার মাতা অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহা দেখিয়া সরলাও মিত্র-গৃহিণী অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। সরলা ভাবিল—"আর ভয় কি? গুরুদেবকে একবার দর্শন মাত্রেই মাতা অনেক পরিমাণে সুস্থ হইয়াছেন, তবে আর কিসের ভয়!"

বিমলানন্দ স্বামী কহিলেন—"আমার সহিত মণিকর্ণিকার ঘাটে আইস এবং মনে মনে ভগবানের নাম গ্রহণ কর।"

গুরুদেব অগ্রে চলিলেন, পশ্চাতে সরলা ও মিত্র-গৃহিণী সরলার মাতার হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন, দাস দাসীগণ সকলেই তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। অনতিবিলম্বে সকলে মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন।

গুরুদেব সরলার মাতাকে একটী স্তোত্র পাঠ করাইলেন। স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সরলার মাতা নির্জীব প্রায় হইয়া উঠিলেন। সরলা এইবার বুঝিল যে তাহার মাতা আর বাঁচিবেন না। সে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সরলার মাতা সরলার হস্ত ধরিয়া গুরুদেবের চরণে রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"প্রভো! অনাথিনী সরলাকে আপনার চরণে সমর্পন করিয়া চলিলাম। এজগতে উহার আপ-

মার বলিবার কেহ নাই ; পিতঃ! উঁহাকে সকল সময়ে রক্ষা করি-বেন, আপনিই উঁহার রক্ষা কর্ত্তা।” পরে প্রমীলার মাতার প্রতি চাহিয়া কহিলেন—“ভগিনি! তোমার নিকট আমি অপারশোধ্য ঋণে ঋণী। তুমি যদি আমাদের বিপদের সময় আশ্রয় না দিতে তাহা হইলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। সরলা তোমার যত্নে ও স্নেহে পালিত। দিদি! বেশী আর কি বলিব অভাগীকে দেখিও!”

সরলার মাতা আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু মুদিয়া আসিল। গুরুদেব সরলার মাতার মুখে গঙ্গাজল প্রদান করিলেন। সরলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কহিল—“মা গো, আমি যে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা, আমাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছ? আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব, মা? মাগো, তোমার সরলা যে একদণ্ড তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, একবার একটী কথা কও! মা এ জগতে যে আমার তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। এ সংসারসাগরে একাকিনী ভাসাইয়া দিয়া কোথায় চলিলে মা! মাগো, আমায় সঙ্গে লইয়া যাও।”

সরলার করুণ ক্রন্দন তাহার মাতার কর্ণে পৌঁছিল। তিনি অতি কষ্টে নয়ন মেলিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন—“সরলা, মা আমার, কেঁদনা, আমি অতি ভাগ্যবতী, আমি অতি সুখে মরিতেছি। মৃত্যুকালে স্বয়ং গুরুদেব নিকটে বসিয়া আছেন, এরূপ ভাগ্য কয় জনের ঘটে? মা! কে কাহার? কে কাহার পুত্র? কে স্বামী, কে কন্যা? কে কাহাকে রক্ষা করে? যিনি এত দিন তোমায় রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই তোমায় এখন রক্ষা করিবেন। তুমি কাঁদিওনা, এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তবে ক্রন্দন কিসের জন্য মা? আমায় আর মায়ায়বদ্ধ করিওনা। সংসারের পথ বড় পিচ্ছিল, তুমি

সৎপথে থাকিয়া ধর্ম্ম জীবন যাপন করিও। এসময় আমায় একবার পরম ব্রহ্মনাম শুনাও—হরে কৃষ্ণ, হরে হ—রে কৃষ্ণ হরি হ—রি।"

সকলেই হরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

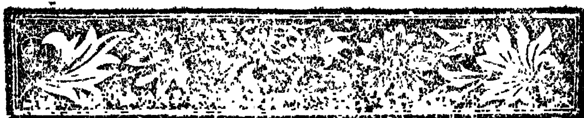
সরলার মাতার পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পবিত্র ধামে প্রয়ান করিল। সরলা ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমীলার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সরলাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

সংসারত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়পুরুষ শ্রীমৎ বিমলানন্দ স্বামীও এদৃশ্য দেখিয়া কাঁদিলেন। পরে মনে মনে সরলার মাতার দেবত্ব কামনা করিয়া সরলাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন—"সরলা, স্থির হও, কাঁদিওনা; কাহার জন্য কাঁদিতেছ?"

সরলা গুরুদেবের আহ্বানে উঠিয়া বসিল এবং গুরুদেবের চরণদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"প্রভো! আমি মাতৃহারা; যে মা ভিন্ন আমি কিছুই জানিতাম না, আজ আমি সেই মাকে হারাইয়াছি। প্রভো! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, আপনি ত সকলই জানেন, তবে সরলাকে কেন আর এ সংসারে রাখিলেন। আমার সংসারের বন্ধন খুলিয়া দিন। আমি মায়ের সন্তান মায়ের নিকট যাই। আমি যে মাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। গুরুদেব! আমাকে মায়ের নিকট যাইতে দিন।"

সরলার অশ্রুতে বক্ষঃ ভাসিতে লাগিল!





ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

——০-

উপদেশ।

বিমলানন্দস্বামী স্থিরভাবে, গম্ভীরস্বরে সরলাকে কহিলেন—"উঠ বৎসে, উঠ; তোমার কাতরতা শোভা পায় না। জীবন একবার যাইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। যাহাকে ডাকিলে বা যাহার জন্য কাঁদিলে আর তাহাকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না, তাহার জন্য বৃথা শোক কেন? তোমার মা শাপ ভ্রষ্টা দেবী রূপে ধরাতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এখন শাপমুক্ত হইয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। জ্বালাময় সংসারে অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছেন, এখন শান্তিলাভ করিলেন, তবে তাঁহার জন্য কাঁদিতেছ কেন? সরলা, স্থিরভাবে চিন্তা কর এবং মানস চক্ষে সংসার ক্ষেত্র নিরীক্ষণ কর, দেখিবে ইহাই জীবন পথের শেষ সীমা। এই পথ ভিন্ন জীবনের পর পারে যাইবার অন্য পথ নাই এবং নিয়তই মানবগণ এই পথে গমন করিতেছে। সরলা, যাহা অনিত্য তাহার জন্য শোক করা বৃথা। যিনি অনিত্য বস্তুতে মুগ্ধ না হইয়া নিত্য বস্তুর কামনা করেন, তিনি সেই অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। পাপ চিন্তা বা কার্য্য যাঁহার হৃদয় বা হস্তকে কলুষিত করে নাই, যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া একমাত্র ঈশ্বর আরাধনায় জীবন যাপন করেন, তিনি কাহারও জন্য শোক করেন না, এবং জীবনান্তে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন। জীবন তাঁহারই দত্ত, তুমি সে দানের অপব্যবহার করিও না; তিনি যখন ইচ্ছা ইহা পুনঃ গ্রহণ করিবেন, সে জন্য ব্যাকুল হইও না। সংসারে যদি সুখ লাভ করিতে চাও তবে সেই বিশ্বচরাচরব্যাপী, সীমাহীন,

অন্তহীন নিখিল জগতের যাঁহা হইতে উৎপত্তি সেই পরম দয়ার সাগর, সত্য সনাতন একমাত্র পরম ব্রহ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। যাঁহাকে ডাকলে শোক তাপ থাকেনা, জরা মৃত্যু ভয় থাকেনা, অশান্ত হৃদয় শান্তিলাভ করে, নিরানন্দ দূরে যায়,সেই পবিত্র,আনন্দ পূর্ণ নাম দিবানিশি স্মরণ কর, তোমার শোক দূর হইবে। যাঁহার কৃপায় মানবগণ সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, নারদাদি দেবর্ষি, জনকাদি রাজর্ষি, বশিষ্ঠাদি মহর্ষি, কপিলাদি সিদ্ধগণ আজীবন ধ্যান করিয়াও যাঁহার আদি অন্ত খুঁজিয়া পান নাই, সেই পরম ব্রহ্মকে নিশিদিন ধ্যান কর, তাঁহাকেই আপনার মনে কর। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতে বিরাজিত, তাঁহার করুণা অসীম, তিনি ন্যায় বিচারক; তিনি পাপপুণ্য অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করেন। তিনি সর্ব্বমঙ্গলনিদান, যাহা করেন সকলই মানবের মঙ্গলের জন্য। তিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য, অচৈতন্যের মধ্যে চৈতন্য স্বরূপ, তিনি একমাত্র হইয়া বহুর কামনা পূর্ণ করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে কামনা কর, তোমার সকল কামনা পূর্ণ হইবে।

সংসার বিদেশে আমরা সকলেই বিদেশী, আমরা সকলেই এক পিতার নিকট হইতে আসিয়াছি, এবং তাঁহার পরিচালনায় তাঁহারই কার্য্য করিতে আসিয়াছি। তাঁহার আদেশ অবহেলা করিলেই আমাদের সেই অনুষ্ঠিত পাপের ফলভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর কে, তিনি কি বস্তু, সংসারে আসিয়া তাহা মনে থাকে না; আমরা কি জন্য সংসারে আসিয়াছি, তাহাও একবার ভাবি না। ভাল মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া আপাত মনোহর পাপের পঙ্কিল হ্রদে প্রবেশ করি। ধর্ম্মপথ সরল হইলেও তখন তাহা জটিল বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে মানবগণের ঈশ্বর জ্ঞান লুপ্ত হয়, রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে তাহারা আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপে তাপিত হয়। মৃত্যুর পর আত্মা

দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সংসারে ভ্রমণ করে এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করে। যতকাল আত্মা ব্রহ্ম-জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত থাকে, ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা যতকাল মায়াপাশ ছিন্ন ও সংসার আসক্তি ছিন্ন না হয়, ততকাল তাহার নিষ্কৃতি হয় না। এখানে আসিয়া আমরা ঈশ্বরের আদেশ বিস্মৃত হইয়া নানাবিধ পাপানুষ্ঠান করিতেছি। আমরা যে এক পিতার সন্তান, সংসারে আসিয়া তাহা ভুলিয়া যাই, পরস্পর পরস্পরের হিংসা করি, ইহাতে আমাদের অবনতি ঘটে।

"আমার মাতা, স্ত্রী বা স্বামী কিম্বা পুত্র কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, আত্মীয় স্বজনের দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, আমার তাহাতে পরিতাপের সীমা নাই; কত কাঁদিতেছি, শিরে করাঘাত করিতেছি, অদৃষ্টের দোষ দিতেছি, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে দোষারোপ করিতেছি। কিন্তু অপর কাহারও তদ্রূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার সামান্য উপকার করা, এমন কি তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাক্ তাহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিব না। ইহাই সাধারণতঃ সংসার প্রবাসী মানবের ধর্ম্ম হইয়াছে। ইহাতেই মানব-গণের অধঃপতন হইতেছে এবং তাহারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।"

শ্রীমৎ বিমলানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। সরলা তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল—"ভগবন্! আপনার পবিত্র উপদেশে আমার অন্তঃকরণ শীতল হইল। দেব! এ সংসারে আমার আর কেহ নাই, আমার বাসনা পূর্ণ করুন। পিতঃ! কৃপা করিয়া আমায় চরণে স্থান দিন; ধরাতলে যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন আপনার দুর্লভ চরণ সেবা করিয়া দিন অতিবাহিত করিব।"

গুরুদেব কহিলেন—"সরলা, তুমি সংসারে থাকিয়া যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আসিতেছ, তাহাতেই তোমায় আত্মার উন্নতি হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আরও উন্নতি হউক, জ্ঞান ধর্ম্ম বৃদ্ধি হউক। তুমি

সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলে ইহার অধিক ফল কিছুই পাইবে না, বরং তোমার বিপদ ঘটিতে পারে। পথে পথে নিরাশ্রয়রূপে বেড়াইতে হইবে; তুমি বালিকা, তোমার সে পথ অবলম্বন না করাই ভাল। গৃহে থাকিলে কি ঈশ্বর জ্ঞান জন্মে না? তোমার আর সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। সংসারে থাকিয়াও তুমি সন্ন্যাসিনী। সরলা! এ বাসনা পরিত্যাগ কর। নিশা অবসান প্রায়, গৃহে গমন কর। আমি প্রত্যুষে কাশীধাম পরিত্যাগ করিব; তোমরা এখানে থাকিও না। কেহ বাটী হইতে লইতে আসিলে যাইও। ভগবান যখন যেখানে লইয়া যাইবেন সেইখানে যাইও। তিনি সন্তানের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল করিবেন না। একান্তমনে তাঁহার উপর নির্ভর করিও। তাঁহার চরণ ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইবে; তিনিই তোমার রক্ষক এবং সকল সময় তিনিই রক্ষা করিবেন।"

বিমলানন্দ স্বামী প্রস্থানোদ্যত হইলেন। প্রমীলার মাতা এবং সরলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন, গুরুদেবও উভয়ের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সরলা চাহিয়া দেখিল তাহার মাতার দেহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; সে উপদেশ শ্রবণে তন্ময় হইয়া ছিল সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য রাখে নাই। এখন দেখিয়া ধীরে ধীরে চিতার নিকট গমন করিল এবং গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতার আত্মার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া চিতাভস্ম লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিল। পরিশেষে চিতাস্থান দুগ্ধ ও গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া সকলে গৃহে গমন করিল।





চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বাটী প্রত্যাগমন।

যথাসময়ে সরলার মাতার মৃত্যুসংবাদ হুগলিতে শরৎকুমার ও শিশির-কুমারের নিকট পৌঁছিল। তাঁহারা সে সংবাদে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। পরে দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগের মাতা ও সরলাকে বাটীতে আনিবার জন্য সেই দিনই শরৎকুমার কাশী রওনা হইলেন।

শরৎকুমার কাশী পৌঁছিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া মাতার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা অশ্রুপূর্ণনয়নে পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সরলা নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রুধারা পতিত হইয়া ভূমিতল সিক্ত করিতে লাগিল।

শরৎকুমার সস্নেহে সরলাকে কহিলেন—"সরলা, আর বৃথা রোদন করিয়া ফল কি? অশ্রু সম্বরণ কর। তোমাদের বাটী লইয়া যাইতে আসিয়াছি, এখানে আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমাদের কত আদরের, কত স্নেহের! প্রমীলা অপেক্ষাও তুমি আমাদের স্নেহের পাত্রী। সরলা, বোন, কেঁদনা, তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে আমরা সকলেই কষ্ট পাইব!"

শরৎকুমার মাতাকে কহিলেন—"মা! আর এখানে অধিক দিন থাকিবার প্রয়োজন নাই, কল্যই বাটী চল। তুমি 'না' বলিলে আমি শুনিব না। আমরা তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারিব না।"

শরৎকুমারের মাতা হাসিয়া কহিলেন—"বাবা, আমি আর কতদিন বাঁচিব? এতদিন যদি আমার মৃত্যু হইত তাহা হইলে কিরূপে আমাকে ধরিয়া রাখিতে? সে যাহা হউক তুমি যখন লইতে আসিয়াছ তখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না তাহা বুঝিয়াছি।"

শরৎকুমার হাসিয়া কহিলেন—"আমরা ত তোমাকে ছাড়িতে চাহি না, তবে তুমি যখন নিজেই আমাদের ছাড়িয়া যাইবে তখন আর উপায় কি?"

মিত্র-গৃহিণী একে একে পুত্র পৌত্রাদি, পুত্রবধূ ও দাসদাসীগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শরৎকুমার সকলেরই কুশল বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। গৃহবিবাদের সংবাদ শ্রবণ করিলে মাতা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে অস্বীকৃতা হইবেন মনে করিয়া সে বিষয়ের কোনও কথা উত্থাপন করিলেন না।

যথাসময়ে শরৎকুমার মাতা প্রভৃতিকে লইয়া হুগলির বাটীতে পৌঁছিলেন। শৈবলিনী আসিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল, তিনিও আশীর্ব্বাদ করিলেন। সরলা শৈবলিনীকে প্রণাম করিল, শৈবলিনীর নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। মিত্র-গৃহিণী শৈবলিনীকে কহিলেন—"মা, তোমার দিদিরা কোথায়? তাহারা ভাল আছে ত?"

শৈবলিনী। হাঁ, ভাল আছেন।

মিত্র-গৃহিণী। তাহাদের দেখিতে পাইতেছি না কেন?

শৈবলিনী নিরুত্তর রহিল।

মিত্র-গৃহিণী শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া ভীত স্বরে কহিলেন—"কি হইয়াছে মা?"

শৈবলিনী ধীরে ধীরে কহিল—"আপনি কি কিছুই শুনেন নাই? তাঁহারা আমাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন।"

মিত্র-গৃহিণী বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

শৈবলিনী, শাশুড়ীর ও সরলার স্নানাহারের উদ্যোগ করিয়া দিল এবং তাঁহাদের আহারাদি শেষ হইলে নিজে আহার করিল। শৈবলিনীর আহার হইলে পর মিত্র-গৃহিণী তাহার নিকট তাঁহাদের তীর্থভ্রমণে গমনের পর হইতে সাংসারিক ঘটনা একে একে সকলই শুনিতে লাগিলেন।

মিত্র-গৃহিণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় বা পুত্রবধূদ্বয় কেহই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল না। তিনি প্রথমে পুত্রদ্বয়কে, পরে বধূদ্বয়কে ডাকাইয়া আনাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন। বিজয়কুমার ও বসন্তকুমার সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিয়া একে একে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বধূদ্বয় শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নির্ব্বাক হইয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। মিত্র-গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ পরে পৌত্রদ্বয় ও পৌত্রীকে সমভিব্যবহারে লইয়া বাটীর মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পুত্র ও পুত্রবধূদ্বয়ের ব্যবহারে মিত্র-গৃহিণী যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় কেহই তাঁহাকে নিজ সংসারে রাখিতে ইচ্ছুক নহেন।





পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

সরলা আপনাদের বাটী গমন করিয়া দেখিল বাটীখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহাও উত্তমরূপ পরিষ্কার। শৈবলিনী গৃহের সজ্জা ও অন্যান্য দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছে। সরলা এদিক ওদিক চাহিয়া মাতার চিহ্ন সকল দেখিতে লাগিল। মাতার হস্তের শিল্পকার্য্যগুলি, চিত্রপটগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। মাতার কয়েক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ রহিয়াছে। মাতাকে স্মরণ করিয়া সরলা কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উর্দ্ধদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিল—"জননী, তুমি মর্ত্তধাম ত্যাগ করিয়া দেবধামে গমন করিয়াছ; এ জীবনে তোমাকে দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু মা, তোমার শত শত স্মৃতি চিহ্ন জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মা, দেবলোক হইতে তোমার তনয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিও—তাহাকে রক্ষা করিও; যেন মা, তোমাকে ছাড়িয়া এ ধরাধামে অধিক দিন থাকিতে না হয়।"

মিত্র-গৃহিণী, শরৎকুমার ও শিশিরকুমারের বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও সরলা তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিতে স্বীকৃত হইলনা। শিশিরকুমারের সহিত বিজয়া দশমীর রাত্রির কথোপকথনের পর হইতে তাহার বাসস্থানের নিকট থাকাও সরলার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এখন সে নিতান্তই নিঃসহায়া, মিত্র-গৃহিণী ও শরৎকুমার ভিন্ন সে আর কাহার আশ্রয়ে থাকিবে? সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই স্থানে বাস করিতে হইল। জনৈক প্রাচীনা পরিচারিকা দিবারাত্রি সরলার বাটীতে থাকিবে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

সরলা পূর্ব্বের মত অতিথি সেবা, দেবপূজা এবং স্থান বিশেষে নিঃস্ব প্রতিবেশী রোগীদিগের পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিল। পূজা, আহ্নিক, অতিথিসেবা ও রোগী পরিচর্য্যায় সমস্ত দিন কাটাইয়া অপরাহ্ণে এক পাকে প্রস্তুত হবিষ্যান্ন ভোজন করে। তৎপরে দেবার্চ্চনা উদ্দেশে স্বহস্ত রোপিত বিবিধ ফুলগাছ গুলিতে জল সেচন ও প্রয়োজন মত গাছ গুলির মূল প্রদেশের মৃত্তিকা খনন, তথায় সারপ্রদান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া সন্ধ্যার পর মন্দিরে আরতি দর্শন করিতে যায়। রাত্রিতে কোন কোন দিন বা মিত্র-গৃহিণীকে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনায়, কোন দিন বা শৈবলিনী ও মিত্র-গৃহিণীর সহিত বিবিধ বিষয়ে কথোপকথন করে। তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলে সে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত একমনে শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করে।

প্রতিবেশীগণ সকলেই সরলার ব্যবহারে সন্তুষ্ট। সরলার কার্য্য দেখিয়া প্রতিবেশী সকলেই তাহার সুখ্যাতি করে এবং তাহাকে স্নেহ করে। ইহাতে সুরবালার ও চন্দ্রকলার হৃদয়ে যেন আশীবিষ দংশন করিতে লাগিল। কিরূপে সরলাকে লোকের নিকট অপদস্থ করিবে, কি উপায়ে তাহাকে মনঃকষ্ট প্রদান করিবে তাহারা সর্ব্বদাই সেই চিন্তায় রত।

সরলা অবসর মত সুরবালা ও চন্দ্রকলা উভয়ের বাটীতে গমন করিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহাদের স্নেহ বিদ্রূপ অঙ্গে পাতিয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসে। সে তাহাদের দুর্ব্যবহারে দুঃখিত না হইয়া যাহাতে তাহাদের মতি পরিবর্ত্তিত হয় তাহার চেষ্টা করে ও তাহাদের নিকট নানাবিধ হিতোপদেশ ও আদর্শ রমণীগণের কাহিনী গল্পচ্ছলে প্রকাশ করে। দেবদেবী ও তীর্থ প্রদেশের কথাও ভালরূপ বুঝাইয়া বলে। সুরবালা ও চন্দ্রকলা উভয়েই সমস্ত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, এবং তাহাদের সে সকল কথা ভালও লাগে না, সুতরাং অনেক সময় তাহারা বিরক্তি প্রকাশ করে, কিন্তু সরলা তাহাতেও নিজ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে না।

একদিন সরলা কথা প্রসঙ্গে মিত্র-গৃহিণীকে কহিল—"জেঠাইমা, আপনাকে একটা কথা কয়েক দিন হইতে বলিব বলিব মনে করিতেছি কিন্তু বলিতে পারিতেছি না। মা স্বর্গে গিয়াছেন, আমি কত দিনে তাঁহার নিকট গমন করিব জানি না, কিন্তু যদি মা দয়া করিয়া শীঘ্রই তাঁহার চরণে স্থান দেন তাহা হইলে আমাদের উভয়ের মনের শেষ প্রধান বাসনা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, তাহা প্রকাশ করাও ঘটিবে না।"

মিত্র-গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন—"ও সকল কি কথা সরলা? কি বলিবে বল। ও সকল অকল্যাণকর কথা কেন বলিতেছ? জগদীশ্বর অবশ্যই তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।"

সরলা। ঈশ্বরের নিকট আমি ত দিবারাত্রি সেই প্রার্থনা করিতেছি। দেখুন জেঠাইমা, কাশীতে বাস করিবার সময় মার ও আমার উভয়েরই মনে এই বাসনা জন্মে যে আমরা যদি দেশে ফিরিয়া আসি তাহা হইলে এখানে আর বাবা বিশ্বনাথের দর্শন পাইব না। সুতরাং আমরা যেরূপে হউক একটী শিবমন্দির প্রস্তুত করাইয়া তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিব। মা

মনের কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় পাইয়াছেন, আমি তাঁহার ও আমার সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারিব কি না জানি না। জেঠাইমা, যদি আমি বাসনা পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই মাতার নিকট গমন করি, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর যাহাতে আমাদের বাসনানুযায়ী কার্য্য হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আপনি সেজ ও ছোট দাদাকে বলুন যে তাঁহারা এখনই এইরূপ বন্দোবস্ত করুন যে আমার মৃত্যুর পর আমার পরিত্যক্ত অর্থ ঐ কার্য্যে ব্যয় হইবার পক্ষে যেন কোনও গোলযোগ উপস্থিত হইতে না পারে।

মিত্র-গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—"ভাল, শরৎ ও শিশিরকে তোমার অভিপ্রায় জানাইব এবং তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিতে বলিব।"





ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বভাবের পরিবর্ত্তন।

মিত্র-গৃহিণীর হুগলিতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর দুই মাস অতীত হইয়াছে। বিজয়কুমারের প্রথম পুত্র হৃদয়কুমার এক বৎসর কাল রোগে ভুগিয়া পিতামাতা, আত্মীয়স্বজনকে কাঁদাইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বিজয়কুমার ও সুরবালা পুত্র শোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার উপর সুরবালার ভ্রাতা রমেশ ভগ্নীর তিনহাজার টাকা লইয়া একজন নীচ জাতীয়া রমণীর সহিত পলাইয়া গিয়াছে। সেজন্য জন সমাজে বিজয়কুমারের মুখ দেখান কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তিনি পথে বাহির হইলেই লোকে বলে—"বিজয়বাবু, আপনার শ্যালক এমন ইতর, এমন বদমায়েস! ছি! ছি!" সুরবালাকে দেখিলেই প্রতিবেশীনীগণ বলে—"হাঁ বড় বউ, তোমার ভাই এমন! ছি! ছি! ঘৃণায় মরি, অমন ভাইকে বাটীতে স্থান দেয়! বোনের এই শোকের সময় কিনা তাহার এই কাজ!" সুরবালা ও বিজয়কুমার একে শোকে মুহ্যমান, তাহার উপর রমেশের ব্যবহারে মরমে মরিয়া গিয়াছেন। বিজয়কুমার দুঃখ, ঘৃণা ও লজ্জায় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না।

এই সময় আবার হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণ কালে বিজয়কুমারের কনিষ্ট পুত্র বিনয়কুমারকে বাটীতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা। সুরবালা কাঁদিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া এঘর ওঘর খুঁজিতেছেন, দাস দাসীগণ বাটীর বাহিরে চতুর্দ্দিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কোন কার্য্য বশতঃ সরলা সে সময় সুরবালার নিকট গিয়াছিল। সরলা ভাবিল বালকেরা স্বভাবতঃই জলাশয়ে যাইতে ভালবাসে। বিনয়কুমার খিড়কীর পুষ্করিণীর দিকেও যাইতে পারে। কিন্তু সে দিকে অনুসন্ধানার্থ কেহই গেল না দেখিয়া সরলা নিজে একবার পুষ্করিণীর তীরে অনুসন্ধান করিতে গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া পুষ্করিণীর চতুর্পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যানের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে বিনয়কুমারের নাম ধরিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইলনা। তখন পুষ্করিণীর সোপানের উপর দাঁড়াইয়া জলের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দেখিতে পাইল যে জলের উপরস্থ শেষ সোপান হইতে কিঞ্চিত দূরে জল ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। ইহা দেখিবা মাত্র সরলা তীরবেগে জলে অবতরণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। বিনয়কুমার তথায় জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিল, সরলা ডুব দিয়া একটু অনুসন্ধান করিতেই তাহাকে পাইল। মৃতপ্রায় বালককে বুকে লইয়া সরলা রুদ্ধশ্বাসে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাটীতে ছেলে পাওয়া গিয়াছে রব উত্থিত হইল। বিজয়কুমার ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন বিনয়কুমার সরলার কোলে রহিয়াছে, এবং সুরবালা উন্মাদিনীর ন্যায় পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া আছে। সরলার শ্বাস প্রশ্বাস তখনও অতি দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সে তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই। অনতিবিলম্বে সরলা অপেক্ষাকৃত সংযত চিত্ত হইয়া বিনয়-কুমারের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। বহুবিধ আকস্মিক শারীরিক দুর্ঘটনার

প্রতিষেধক ও তদবস্থায় অবলম্বনীয় শুশ্রূষা প্রণালী সরলা বহুআয়াসে শিক্ষা করিয়াছিল। তাহার চেষ্টায় অল্পক্ষণ পরেই বিনয়কুমারের চৈতন্যোদয় হইল। বিজয়কুমার আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"সরলা, তোমার জন্য আজ আমারা বিনয়কে পাইলাম। বিনয় আমাদের নয়, আজ হইতে সে তোমার, তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করিবার নয়।"

সুরবালা সরলার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—ভাই সরলা, তোমার মনে কত কষ্ট দিয়াছি, তোমায় কত তাচ্ছিল্য করিয়াছি। ভাই, তখন আমরা চিনিতে পারি নাই যে তুমি কি বস্তু। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিয়াছি তুমি মর্ত্ত্যের নও—স্বর্গের, তুমি মানবী নও—দেবী। কাহারও মনে কষ্ট দিলে এক দিন না এক দিন তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। ভাই, তোমার মনে কত কষ্ট দিয়াছি তাহার ফলে নিজেও যথেষ্ট মনঃকষ্ট পাইয়াছি। সরলা, বোন আমার, বল ভাই, বড় বোনকে ক্ষমা করিলে, বল, তা নইলে আমার মন স্থির হইতেছে না। ভাই সরলা, মর্ত্ত্যে যদি শান্তি থাকে তবে সে তোমাতে, এ সংসারে যদি পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা থাকে তবে সে তোমাতে। ভগ্নি, তোমার ব্যবহার দর্শনে আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, এখন বুঝিতেছি যে তোমার নিকট আমরা অশেষ প্রকারে অপরাধী। ভগ্নি, বল ক্ষমা করিয়াছ!"

সরলা। বড় বউদিদি, আপনি পাগলের মত কি বলিতেছেন! দেখুন বিনয় আপনার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; উহার সহিত কথা বলুন, আদর করুন।

সুরবালা। ভাই, বিনয় আর আমার নয়—তোমার। বল ভাই, ক্ষমা করিয়াছ?

সরলা। বউদিদি, আপনি বড় ভাল, আপনি ক্ষমা চাহিতেছেন

কেন? আমার অপরাধ হইবে যে! অমন কথা বলিবেন না। আমি একদিনের জন্যও কিছু মনে করি নাই বা দুঃখিত হই নাই। আপনি আমায় কি বলিয়াছেন যে আমি ক্ষমা করিব? ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনাদের ধর্ম্ম বৃদ্ধি হউক, সংসারে শান্তি আসুক।

সুরবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল—"ভাই সরলা, না বুঝিয়া কত কুকর্ম্ম করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন শান্তিময় সংসারে অশান্তির অনল আনিয়া এখন সেই আগুনে দগ্ধ হইতেছি। শান্তি কি আর আমাদের মত ক্রূর প্রকৃতি লোকেদের নিকট আসিবে।"

সরলা। বউদিদি, কেন মিছামিছি আত্মগ্লানি করেন! মনে করিলেইত আবার সেইরূপ সংসার হইতে পারে, আবার শান্তি হইতে পারে। আপনাদের সহিত একত্রে থাকিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। আপনারা তাঁহাদের নিকট যাইলে তাঁহারা হাতে স্বর্গ পান।

সুরবালা। এ কালামুখ লইয়া কিরূপে আবার তাঁহাদের সুখের সংসারে প্রবেশ করিব? এ মুখ আর কেমন করিয়া লোককে দেখাইব ভাই?

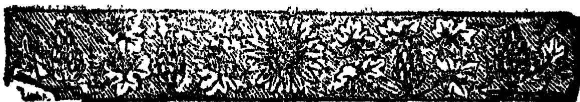
সরলা। না বউদিদি, আপনি বড় অবুঝ হলেন! চলুন জেঠাইমার নিকটে যাই, সকলে একত্রে থাকিব, মনের কষ্ট দূর হইবে, শান্তি পাইবেন। চলুন, বউদিদি, আর অমত করিবেন না।

সুরবালা আর কথা কহিল না। সরলা বিজয়কুমারকে এই সংবাদ দিল। তিনি সুরবালাকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাতার নিকট যাইতে বলিলেন এবং অনতিবিলম্বে তিনিও মাতৃসমীপে উপস্থিত হইবেন এরূপ বলিলেন।

মিত্র-গৃহিণী ও শৈবলিনী বিজয়কুমারের পুত্রের জলমগ্ন হওয়ার বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। মিত্র-গৃহিণী তাঁহার শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন শৈবলিনী তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতেছে, এমন সময়ে সরলা

সুরবালার হাত ধরিয়া ও বিনয়কুমারকে কোলে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। হঠাৎ সুরবালাকে তথায় আসিতে দেখিয়া মিত্র-গৃহিণী ও শৈবলিনী উভয়েই বিস্মিত হইলেন। সুরবালা শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদতলে উপবেশন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল। সরলা সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল এবং বিজয়কুমারও যে অনতিবিলম্বে মাতৃসমীপে উপস্থিত হইবেন মিত্র-গৃহিণীকে সে সংবাদ প্রদান করিতে বিস্মৃত হইলনা। শৈবলিনী সুরবালাকে প্রণাম করিয়া সরলার ক্রোড় হইতে বিনয়কুমারকে নিজের ক্রোড়ে লইল। মিত্র-গৃহিণীর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি সুরবালার হস্ত ধারণ করিয়া "কেঁদনা, মা," এই কথা বলিয়াই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।





সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ক্রূরতার পরিণাম।

কলিকাতায় শরৎকুমার ও শিশিরকুমারের নিকট সংবাদ গেল যে বিজয়কুমার ও সুরবালা আবার তাঁহাদের সংসারে আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। শরৎকুমার ও শিশিরকুমার এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় পুলকিত হইলেন। ইহার পর প্রায় দুইমাস পরে শরৎকুমার ও শিশিরকুমার দুই ভ্রাতায় বাটী গমন করিলেন ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

মিত্র-গৃহিণীর কাশী হইতে বাটী আগমনের কিছুদিন পরেই বসন্তকুমার স্বতন্ত্র পল্লীতে একখানি বাটীভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। বহুদিন হইতে বসন্তকুমার অসৎসঙ্গে মিশিয়া মদ্যপানাদি কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে চিকিৎসক হইলেও চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। বিলাসিতা ও কুক্রিয়ানুষ্ঠানের ফলে তিনি ক্রমে ক্রমে অর্থ ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শিশিরকুমার একদিন প্রাতে বসন্তকুমারের বাটীর নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন যে বসন্তকুমারের ষষ্ঠবর্ষীয়া কন্যা শশীকলা বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। শিশিরকুমার তাহার নিকট যাইয়া কহিলেন—"মা শশী, কাঁদছ কেন? তোমার মা কি তোমায় বকেছেন?"

বালিকা কথা কহিলনা, কাঁদিতে লাগিল।

শিশিরকুমার তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া সস্নেহে কহিলেন—"বল না মা, কে তোমায় বকেছে, লক্ষ্মী মা আমার, বলত, ঝি কেষ্ট কোথায় গিয়াছে?"

কাকাবাবুর আদরে বালিকা অশ্রুসম্বরণ করিয়া কহিল—"মা, বকেছেন।"

শিশিরকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন তোমার মা বকেছেন?"

শশীকলা। আমি একটী পুঁতুল কিনিব বলিয়া কাঁদিয়াছিলাম, এখন বাবার অসুখ তাই মা বকেছেন।

শিশিরকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন—"তোমার বাবার অসুখ তাহাত আমরা জানি না! কি অসুখ জান?

বালিকা কহিল—"তাহাত আমি জানি না, কাকাবাবু।"

শিশির। কবে থেকে অসুখ হয়েছে?

শশীকলা। অনেক দিন হ'য়েছে।

শিশির। লক্ষ্মী মা, একটী কাজ করত। তোমার বাবার নিকট গিয়ে বল যে ছোটকাকাবাবু এসেছেন, আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন। তিনি কি বলেন শুনে এসে আমায় বলত মা; যাওত, আমি তোমায় কত খেলনা, পুঁতুল কিনে দিব।

শশীকলা ছুটিয়া পিতার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—"বাবা, বাবা, ও বাবা, শোন।"

চন্দ্রকলা বসন্তকুমারের নিকট বসিয়াছিল। সে কন্যার উচ্চৈঃস্বর শ্রবণে

ধমকাইয়া কহিল—"পাজিমেয়ে কোথাকার, বারণ করিলে শোনেনা! এই মাত্র চেঁচাইতে ছিলি বলিয়া বকিলাম, আবার বিরক্ত করিতেছিস্? মার না খাইলে তুই সোজা হবিনা?"

মায়ের কথায় বালিকার রাঙ্গা ঠোঁট দুখানি আবার ফুলিয়া উঠিল।

বসন্তকুমার নয়ন মেলিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"কি হইয়াছে? উহাকে ধমকাইতেছ কেন? মা শশী, আমার কাছে আয়।"

শশীকলা পিতার নিকট যাইয়া কহিল—"বাবা, ছোটকাকা বাবু আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন, তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন, আপনি বলিলে তবে উপুরে আসিবেন।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসন্তকুমার কহিলেন—"কে, শিশির এসেছে? মা শশী, তোমার ছোট কাকাকে ডাকিয়া আন।"

শশীকলা আবার ছুটিয়া শিশিরকুমারকে ডাকিতে গেল এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে লইয়া উপরে আসিল। শিশিরকুমার শয্যাশায়ী ভ্রাতার জীর্ণ শীর্ণ কলেবর দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বসন্তকুমার ইঙ্গিতে শিশিরকুমারকে নিকটে আসিতে কহিলেন। শিশিরকুমারও ভ্রাতার নিকট যাইয়া বসিলেন ও দুই ভ্রাতায় নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকলা অবগুণ্ঠন দিয়া অনতিদূরে শশীকলাকে কোলে করিয়া বসিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটিলে পর শিশিরকুমার কহিলেন—"মেজদাদা, আমরা থাকিতে আপনার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে! আপনি নিজের অমূল্য জীবন হেলায় হারাইতে বসিয়াছেন। আমরা একবার সংবাদ পাইলে কি আপনাকে এ অবস্থায় রাখিতাম! চলুন, মেজদাদা, আপনাকে বাটীতে লইয়া যাই। আপনার চিকিৎসার ও সেবা শুশ্রূষার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক।"

বসন্তকুমার ক্ষীণস্বরে কহিলেন—"ভাই, আর লজ্জা দিওনা, এ মুখ লইয়া আর সে বাটীতে যাইব না। ভাই শিশির, আমি তোমাদের অযোগ্য ভ্রাতা। আমায় আর ভ্রাতৃসম্বোধন করিওনা। শিশির, এখন আমি আপনার পাপের ফলভোগ করিতেছি। তোমরা দুই ভাই যখন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র না হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়াছিলে তখন তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করি নাই। তোমাদের সংস্রবে থাকিলে আমার বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার সুবিধা হইবেনা বলিয়াই কুবুদ্ধি বশতঃ তোমাদের ন্যায় ভাইদের সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে তোমাদের সংস্রবে থাকিলে আমার এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিত না। ভাই, দুঃখে, ঘৃণায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি অনাহারে মরিব সেও ভাল, তথাপি এমুখ লইয়া আর তোমাদের নিকট যাইবনা। ভাই, আমার যেরূপ অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে, দেখিতে পাইতেছ। উহার ও শশীকলার গাত্রের গহনা-গুলি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার চক্ষু ফুটে নাই। ঘটী বাটী পর্য্যন্ত যাহা কিছু ছিল প্রায় সমুদায়ই নিঃশেষ হইয়াছে, এখন সংসার অচল হইয়া পড়িয়াছে, আমিও শয্যাগত হইয়াছি, অর্থাভাবে চিকিৎসা চলিতেছেনা। আমার পাপের ফলে উহারাও কষ্ট পাইতেছে। ভাই, কি বলিব, বালিকা শশীকলা যখন ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া কাঁদে, তখন প্রাণ ফাটিয়া যায়! ভাই, তথাপিও ভাবিয়াছিলাম তোমাদের বলিব না; যখন শুনিবে যে কুলাঙ্গার আর ইহজগতে নাই তখন তোমরা অবশ্যই এই অনাথাদের লইয়া যাইবে।"

বসন্তকুমার আর বলিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। শিশির-কুমার অশ্রু মুছিয়া কহিলেন—"মেজদাদা, ও সকল কথা ছাড়িয়া দিন। গত বিষয়ের জন্য এখন আর অনুতাপ করিলে কি হইবে? ভগবানের

নিকট প্রার্থনা করি, আপনি সুস্থ হউন ও আপনার সুমতি হউক। দাদা, আর অমত করিবেন না, চলুন বাটী লইয়া যাই।"

বসন্ত। না ভাই, আমি এ অবস্থায় বাটী যাইবনা। মা আমাকে শয্যাশায়ী দেখিলে অতিশয় কাতর হইবেন, দূরে আছি বরং ভাল। তিনি কিছুই জানিতে পারিতেছেন না, নিকটে যাইলে আরও তাঁহার জ্বালাবৃদ্ধি করিব বই ত নয়! কুসন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, একদিনের জন্যও তাঁহাকে সুখী করি নাই, এখন নিজ পাপের ফলভোগ করিতেছি।

শিশিরকুমার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"তাহাই হউক, শুশ্রূষার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দিব ও চিকিৎসার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিব এবং আমরাও সর্ব্বদা দেখিব শুনিব। মাকে এ সংবাদ দেওয়া হইবে না। বেলা অধিক হইয়া গেল, আমি আর বিলম্ব করিবনা, ডাক্তার আনিতে চলিলাম।"

এই বলিয়া শিশিরকুমার গাত্রোত্থান করিলেন এবং বাটীতে আসিয়া বিজয়কুমার ও শরৎকুমারের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তৎপরে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক লইয়া তিন ভ্রাতায় বসন্তকুমারের বাটী উপস্থিত হইলেন।

চিকিৎসক রোগীকে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"পীড়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তবে ভয়ের কারণ নাই, উপযুক্ত চিকিৎসা ও নিয়মিত সেবা শুশ্রূষা হইলে শীঘ্রই রোগ আরোগ্য হইবে।" ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। বিজয়কুমার ও শরৎকুমার তথায় বসিয়া রহিলেন। শিশিরকুমার পুনরায় বাটীতে যাইয়া সরলাকে ডাকাইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন।

সরলা কহিল—"মেজদাদার সেবার জন্য অন্য লোকের আবশ্যক নাই, আমি নিজে তাঁহার সেবা করিব।"

শিশির। তোমার অনেক কাজ। মেজদাদার নিকট সমস্তক্ষণ থাকিলে তোমার নিজের কাজ কখন করিবে? আর খাটিয়া খাটিয়া তোমার দেহ কয় দিন টিকিবে? তুমি অস্থি চর্ম্মসার হইয়া পড়িতেছ।

সরলা। আমাব জন্ম ভাবনার কোন আবশ্যক নাই, মেজদাদার সেবার ভারটা আমার উপর দাও, তাহা হইলে আমি সুখী হইব।

সরলা শিশিরকুমারের কোনও আপত্তি শুনিলনা। অগত্যা শিশিরকুমার সরলার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সরলা শৈবলিনীকে সমুদায় বৃত্তান্ত জানাইল, কিন্তু মিত্র-গৃহিণীকে এই মাত্র বলিল যে—"বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কয়েক দিন তাহাঁকে চন্দ্রকলার নিকট থাকিতে হইবে, দ্বিপ্রহর কালে একবার মাত্র অতিথি সেবার জন্য আসিবে।" কি জন্ম বসন্তকুমারের বাটীতে থাকিবে তাহা কিছুই বলিল না। মিত্র-গৃহিণী মনে করিলেন বসন্তকুমারকে অন্য তিন সহোদরের সহিত এক সংসার ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই সরলা চন্দ্রকলার নিকট থাকিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, সুতরাং সরলার প্রস্তাবে তিনি সানন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন।

সরলা অক্লান্তভাবে বসন্তকুমারের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। সরলার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বসন্তকুমার প্রায়ই তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সরলা তাঁহাকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অধিক কথা কহিতে নিষেধ করে। চন্দ্রকলা একদিন অনুতপ্ত হৃদয়ে সরলার হস্ত ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল—"ভাই সরলা, তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ হইবার নয়; তুমি পূর্ব্ব জন্মে আমাদের কেহ ছিলে, নচেৎ এত স্নেহ, এত যত্ন অপরে করিতে পারে না। তোমার মহত্ত্ব অবর্ণনীয়। হৃদয় যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম যে কৃতজ্ঞতার সংস্কারে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে চন্দ্রকলার নয়ন অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সরলা বলিল—"বউদিদি, তুমি এ সকল কথা বলিতেছ কেন ভাই ? আমি শৈশবকাল হইতেই জেঠামহাশয়ের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, এখনও জেঠাই মা আমার মাতৃস্থানীয়া, তাঁহার পুত্রগণকেও আমি চিরদিনই সহোদরের ন্যায় মনে করি, দাদার সেবা শুশ্রূষা করিব ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ভাই ? পূর্ব্বজন্মে কেন এজন্মেইত আমি তোমা দের।"

সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে বসন্তকুমার ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। সরলার মুখে হাসি দেখা দিল, সে তাহার পরিশ্রম সকল জ্ঞান করিতে লাগিল। বসন্তকুমার অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে সপরিবারে তাঁহাকে মিত্র বাটীতে আনয়ন করা হইল। আবার চারি ভ্রাতায় একত্রিত হইলেন। এখন চারি ভ্রাতায় একপ্রাণ, তিন বধূ একমন হইলেন, মিত্র সংসার আবার হাসিল। এখন মিত্র-গৃহিণী মধ্যে মধ্যে বলেন—"সরলাই আমাদের গৃহলক্ষ্মী, সরলার জন্যই আমাদের সংসারের শ্রী ফিরিয়াছে।"

তিন বৎসরের পর প্রমীলা পিত্রালয়ে আসিয়াছে। ভ্রাতৃগণের গৃহ বিচ্ছেদের পর প্রমীলা আর হুগলি আসে নাই। শরৎকুমার কতবার তাহাকে আনিতে গিয়াছেন, প্রমীলা "এখন যাইবনা," "আর কিছুদিন পরে যাইব," "আমায় ইহারা পাঠাইবেন না" এইরূপ নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিত। এখন শুনিল গৃহ বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলন হইয়াছে, সুতরাং সে আনন্দের সহিত হুগলি আসিতে ব্যস্ত হইল, পরে শিশিরকুমার তাহাকে হুগলির বাটীতে লইয়া আসিলেন।

প্রমীলা আসিয়া দেখিল, সংসারে আর পূর্ব্বের ন্যায় হিংসা দ্বেষ নাই, তৎপরিবর্ত্তে শান্তি—পবিত্র আনন্দ বিরাজ করিতেছে, সংসারের অবস্থা দেখিয়া সে বড় সুখী হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের প্রকৃতির যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। এখন বড়

বউ—মেজবউ শাশুড়ীর সেবা যত্ন করিতেছে—দেবর, ননদ, জাকে স্নেহ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিতেছে। সরলা ও ভ্রাতৃবধূদিগের সহিত একত্রে পরম সুখে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।





অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, এক দিন দুই দিন করিয়া একমাস কাটিয়া গেল। কয়েক দিবস হইতে সরলার অল্প অল্প জ্বর হইতেছে, অদ্য তাহা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরলা শয্যায় ছটফট করিতেছে; পার্শ্বে প্রমীলা, মিত্র-গৃহিণী, বধূগণ সকলেই বসিয়া আছেন; শিশিরকুমার, শরৎকুমার, বিজয়কুমার ও বসন্তকুমার প্রভৃতি সকলেই মধ্যে মধ্যে এক একবার আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন। চিকিৎসক আসিয়াছিলেন, দেখিয়া গিয়াছেন, কোন আশাপ্রদ বাক্য বলিয়া যান নাই; ঔষধ দিয়া গিয়াছেন, সরলা তাহা সেবন করে নাই। সকলে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছে তথাপিও ঔষধ খায় নাই। সরলা যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করিতেছে আর কাতরস্বরে "মাগো যাই যে", "মা তুমি কোথায়" ইত্যাদি বাক্য বলিতেছে। প্রমীলার মাতা সরলার মস্তক ক্রোড়ের উপর লইয়া বসিয়া আছেন এবং বলিতেছেন—"মা, আমি এই যে তোমার নিকট বসিয়া আছি"। সরলা ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, রাত্রি বুঝি আর কাটে না! সকলে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। পুনরায় চিকিৎসক আসিলেন, রোগীকে পরীক্ষা করতঃ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন—"রোগীর অবস্থা ভাল

বুঝিতেছি না, অদ্য রাত্রি কাটিবার আশা খুবই কম, বোধ হয় রাত্রি শেষে জীবন শেষ হইয়া যাইবে।” *

চিকিৎসকের এই বজ্রসম নিদারুণ বাক্যে সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন। শরৎকুমার সকলকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ও বলিলেন—“তোমরা গোলযোগ করিয়া আরও উহার মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছ; চুপ কর, গোলমাল করিও না।” শরৎকুমারের তাড়নায় সকলে চুপ করিল বটে, কিন্তু অন্তরালে কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হইল। সরলা হঠাৎ চমকিতভাবে কহিতে লাগিল—“মা, মা, এই যে আমার মা—আর মা আমায় ছাড়িয়া যাইও না, আমি আর বিলম্ব করিব না।”

মিত্র-গৃহিণী সরলার মস্তকে হস্তাবর্ত্তন করিতে করিতে কহিলেন—“কেন মা, অমন করিতেছ?”

সরলা কয়েক মুহূর্ত্ত মিত্র-গৃহিণীর মুখ প্রতি স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল—“মা, এতদিন নিঃস্বার্থভাবে অপত্য-স্নেহে পালন করিয়াছিলেন, এখন বিদায় হই, পদধূলি দিন।”

প্রমীলার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—“মা, আশীর্ব্বাদ করি যেন পরজন্মে সুখী হও।”

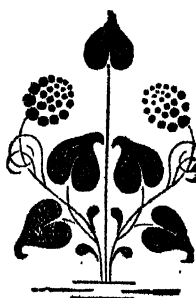
সরলা একে একে বধূগণের নিকট বিদায় চাহিল ও তাহাদের পদধূলি লইল। প্রমীলার গলা ধরিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল—“ভাই প্রমীলা, তবে বিদায় দাও! ভগ্নি! জন্মে জন্মে যেন তোমায় ভগ্নীরূপে পাই!”

প্রমীলা সরলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজয়কুমার, বসন্তকুমার ও শরৎকুমার সকলেই অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন—সরলা চির জন্মের মতন সকলের নিকট বিদায় লইল।

শিশিরকুমার এক দৃষ্টিতে সরলার মুখ প্রতি চাহিয়া আছেন, তাঁহার নয়নে অশ্রু নাই, মুখে বাক্য নাই ; নীরব—নিশ্চল—পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন যাহার বুকে আগুণ জ্বলিতেছে, তাহার নয়নে জল কোথা হইতে আসিবে ?

সরলার চক্ষু ক্রমে ক্রমে মুদিয়া আসিতে লাগিল। শিশিরকুমার হঠাৎ দৃঢ়স্বরে ডাকিলেন—"সরলা।"

সরলা উদাস ভাবে একবার শিশিরকুমারের প্রতি চাহিল, চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল, সরলার নয়নদ্বয় মুদিয়া গেল।





উপসংহার

সরলার দুঃখময় জীবনের অবসান হইয়াছে, তাহার পবিত্র আত্মা অমরধামে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। শিশিরকুমার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অতিথিশালার পুনঃসংস্কার ও সরলার অভিলষিত শিব মন্দির স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন।

সরলার কার্য্য, কর্ত্তব্য জ্ঞান, ধর্ম্মপ্রাণতা, সহৃদয়তা মিত্র পরিবারে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার আত্মার অক্ষয় স্বর্গ সকলে অন্তরের সহিত কামনা করিত।

শিশিরকুমারের বিবাহ দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু তিনি বিবাহ করিলেন না ; সৎকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিলেন।

যাও সরলা! পৃথিবীর কোলাহল, ঘাত প্রতিঘাতের অতীত সেই পবিত্র ধামে শান্তিলাভ কর। তোমার মত উন্নতহৃদয়, পবিত্র সরল মন মানবের বাঞ্ছনীয়। তোমার ন্যায় আদর্শ কার্য্য যেন সকলে শিক্ষা করে। চিরদিন তোমার জন্য দুঃখীর প্রাণ কাঁদিবে। তুমি যে চরণ আজীবন ধ্যান করিয়া যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছিলে, যাও, সেই অনন্ত আনন্দময়ের পুণ্যনিকেতনে সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত কর। তোমার দুঃখময় জীবন যে চিন্তায় সুখময় করিয়াছিলে, যাও, সেই ত্রিলোকবাঞ্ছিত চরণে সকল দুঃখ অবসান কর।

সমাপ্ত।